শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ ।

জয়তী ।

কনেষ্ট্রকসন ।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রচলিত দেওয়ানী জমীদারী ও ফৌজদারী সম্পর্কীয় আইনের অর্থ ।

ইস্তক ১৭৯৩ সাল লাগাইদ ১৮৪২ সালের মধ্যে
রদ ব্যতিরিক্ত যে সকল আইনের অর্থ
সাধারণ মতে চলিত হইয়া আসিতেছে
তাহা সংপূর্ণরূপে ইংরাজী পুস্তকের অবিকল
অর্থের সহিত সংগ্রহ হইয়া

শ্রীযুত বেণীমাধব দে

কলিকাতা ।

রত্নবিদ্যা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।
সাং আহিরীটোলা ৫ নম্বর বাটীতে অন্বেষণ
করিলে পাইবেন ।

সন ১২৬১ সাল ॥

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
২	১	৮৬	৯	২০৯	১৯	৩০২	৩০
৭	১	৯০	৯	২১০	২০	৩০৬	৩০
৪	১	৯৫	১০	২১৬	২০	৩০৮	৩০
৫	১	১০১	১০	২২৬	২০	৩০৯	৩১
৯	১	১০৩	১০	২৩০	২১	৩১০	৩১
১০	২	১০৫	১০	২৩১	২১	৩১২	৩১
১১	২	১০৬	১০	২৩২	২১	৩১৩	৩১
১২	২	১১০	১১	২৩৩	২১	৩১৪	৩১
১৪	২	১১৩	১২	২৩৪	২২	৩১৬	৩২
১৮	২	১১৫	১৩	২৪৪	২২	৩১৮	৩২
২১	৩	১১৯	১৩	২৪৬	২৩	৩১৯	৩২
২৩	৩	১২৫	১৩	২৪৮	২৩	৩২০	৩৩
২৫	৩	১২৮	১৩	২৪৯	২৩	৩২৫	৩৪
২৭	৪	১৩০	১৪	২৫০	২৩	৩২৬	৩৪
৩০	৪	১৩৬	১৪	২৫৫	২৪	৩২৭	৩৪
৩৩	৪	১৩৯	১৪	২৫৭	২৪	৩২৮	৩৪
৩৪	৪	১৪২	১৫	২৬১	২৫	৩২৯	৩৫
৩৫	৪	১৪৫	১৫	২৬৩	২৫	৩৩০	৩৫
৪১	৪	১৪৬	১৫	২৬৪	২৫	৩৩২	৩৫
৪২	৫	১৪৮	১৫	২৬৫	২৫	৩৩৩	৩৬
৪৩	৫	১৫৬	১৬	২৬৬	২৫	৩৩৪	৩৬
৪৪	৫	১৫৯	১৬	২৭০	২৬	৩৩৫	৩৬
৪৮	৬	১৭২	১৬	২৭২	২৬	৩৩৭	৩৬
৫৩	৬	১৭৬	১৭	২৭৫	২৬	৩৩৮	৩৬
৫৪	৬	১৭৭	১৭	২৭৭	২৬	৩৩৯	৩৭
৫৭	৬	১৮২	১৭	২৭৮	২৭	৩৪১	৩৭
৬০	৭	১৮৩	১৭	২৮২	২৭	৩৪৩	৩৮
৬৩	৭	১৮৬	১৭	২৮৪	২৮	৩৪৬	৩৮
৬৪	৭	১৮৭	১৮	২৮৫	২৮	৩৪৯	৩৮
৬৭	৭	১৯০	১৮	২৮৬	২৮	৩৫১	৩৮
৭৩	৮	১৯২	১৮	২৮৯	২৮	৩৫৯	৩৯
৭৫	৮	১৯৬	১৮	২৮২	২৯	৩৬৬	৩৯
৭৭	৮	১৯৮	১৯	২৯৩	২৯	৩৬৭	৪০
[illegible]	৮	২০৮	১৯	২৯৭	২৯	৩৭০	৪০

সদর দেওয়ানী আদালত কর্তৃক আইনের অর্থ।

১৭৯৯ সাল ২ মে ২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২২ ধারার এমত অভিপ্রায় নহে যে ভূমি জব্দ করণের ডিক্রী মঞ্জুর না হইলে তাহা ক্রোক হয়।

১৮০২ সাল ৮ আপ্রিল ৩ সংখ্যা।

ঢাকার প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবেরদের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বারো বৎসর এবং ততোধিক কাল পর্য্যন্ত ডিক্রী জারী না হইলে যদি ডিক্রীদার ডিক্রী না করণের মনঃ প্রত্যয়ের কারণ দর্শায় এবং পক্ষান্তর ব্যক্তি কোন মাতবর ওজর করিতে না পারে তবে নূতন মোকর্দ্দমা না করিয়া কেবল দরখাস্ত ক্রমে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে।

১৮০৩ সাল ১১ জানুয়ারি ৪ সংখ্যা।

বাকীদারের যে ভূমিতে খাজানা বাকী পড়িয়াছিল তাহা ছাড়া ঐ বাকীদারের অন্য২ ভূমি সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে নীলাম হইতে পারে না। কিন্তু যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে সেই ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা এবং তাহার দ্রব্যাদি নীলাম হইতে পারে।

১৮০৫ সাল ৩ আপ্রিল ৬ সংখ্যা।

কোন দলীলে ইষ্টাম্প না করণের জরীমানার টাকা দাখিল হইলেও এবং কালেক্টর সাহেব তাহার এক রসীদ দিলেও তাহাতে ঐ দলীল আইন সিদ্ধ হয় না কিন্তু তাহাতে ইষ্টাম্প দিবার জন্যে তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।

১৮০৫ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর ৯ সংখ্যা।

মুরিশিদাবাদের কোর্ট আপীল জিজ্ঞাসা করিলেন যে মোকদ্দমা অথবা আপীলের আরজী অমূলক কি ক্লেশদায়ক হওন প্রযুক্ত যোত্রহীন

ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট আইন মতে কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাকি কে দিবেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে এই মত গতিকে আসামী এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্ত ক্রমে ঐ ফরিয়াদী এবং আপেলাণ্ট কয়েদ হয় নাই অতএব কয়েদ থাকনের সময়ে যে খোরাকের আবশ্যক হয় তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক।

১৮০৫ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর ১০ সংখ্যা।

আনন্দের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়াতে তাহা জারী ক্রমে কালেক্টর সাহেব কতক সম্পত্তি নীলাম করিলেন তাহাতে যে কয়েক ব্যক্তির দখলে সেই ভূমি ছিল তাহারা তদ্বিষয়ের দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের ইশ্‌তিহারে ঐ ভূমি আনন্দের সম্পত্তি বলিয়া লেখা থাকা প্রযুক্ত ঐ দাওয়াদারেরা সেই ভূমি হইতে সরাসরী মতে বেদখল হইতে পারে না।

১৮০৫ সাল ২৬ সেপ্টেম্বর ১১ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারাতে হুকুম আছে যে ঝাকড়াটিয়া পাপর কয়েদ হইবেক কিন্তু যে যে মান্যা স্ত্রীলোকেরদের স্বয়ং আদালতে হাজির হওয়া ক্ষমা আছে তাহারা ঐ ঐ ধারানুসারে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক না।

১৮০৫ সাল ১৮ আক্টোবর ১২ সংখ্যা।

ঝাকড়াটিয়া পাপরেরদের কয়েদ করণের যে হুকুম হয় তাহা জারী ক , তাহারদের আপীল হইলেও স্থগিত হইবেক না; এবং যদি তাহারা ঝাকড়াটিয়া মতে আপীল করে তবে তাহারা পুনর্ব্বার কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক।

১৮০৫ সাল ২৯ নবেম্বর ১৪ সংখ্যা।

জিলা বেহারের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে পরগণার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি কাজীর কর্ম্মে মোকরর হন তাহা ছাড়া অন্য পরগণাস্থিত ভূমির যে দলীল দস্তাবেজ তাঁহার নিজের এলাকার বাহিরে সহী হইয়াছিল তাহাতে তিনি মোহর করিতে পারেন কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে এই প্রকার দলীল দস্তাবেজে যদি কাজী মোহর করেন তবে তাঁহার আইনানুসারে মোহর হয় নাহি বোধ করিতে হইবেক এবং সরকারী কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তাহাতে মোহর করিলে যে রূপ মাতবর হইত তদপেক্ষা অধিক মাতবর হইবেক না।

১৮০৬ সাল ৮ ফিব্রুআরি ১৮ সংখ্যা।

উকীলেরদের গরহাজিরীর জরীমানা করণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের

৭ আইনের ৩২ ধারায় যে হুকুম আছে তাহার এই মত অভিপ্রায় নহে যে দেওয়ানী আদালতের বিচারক যদি ঐ আইনের লিখিত জরীমানা অপেক্ষা কম জরীমানা করা উপযুক্ত বোধ করেন তবে সেই লঘু জরীমানা করিতে তাঁহারদের প্রতি নিষেধ আছে। পাটনার প্রবিন্স্যাল আদালত সদর আদালতে যে বিষয় অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত উক্ত বিধান করিলেন।

১৮০৬ সাল ২৫ জুন ২১ সংখ্যা।

পাটনার প্রবিন্স্যাল আদালত জিজ্ঞাসা করিলেন যে উকীলের রসুমের নিমিত্তে অথবা যে ইষ্টাম্পকাগজে ডিক্রী লেখা যায় সেই কাগজের নিমিত্তে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা কে দিবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ভাব ও অভিপ্রায় এই যে যে ব্যক্তির প্রার্থনাতে দেওয়ানী হুকুমানুসারে আসামী কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি তাহার খোরাকী টাকা দিবেক। অতএব যদি কোন ব্যক্তি উকীলের রসুমের নিমিত্তে এবং তাহার প্রার্থনায় কয়েদ হয় তবে উকীল তাহার খোরাকী টাকা দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পের মাসুলের নিমিত্তে অথবা সরকারের প্রাপ্য অন্য কোন টাকার নিমিত্তে কয়েদ হয় তবে সরকার তাহার খোরাকী টাকা দিবেন কিন্তু প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী হুকুম ক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের পূর্ব্বে ঐ কয়েদ করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পত্তির উপর এবং তৎপরে তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।

১৮০৬ সাল ৯ আগষ্ট ২৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহা সরাসরী জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু আসামীর জওয়াব শুনিতে হইবেক এবং ক্রোকের বাধকতার বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইবে সেই নালিশ খণ্ডনার্থে যে সাক্ষ্য দেয় তাহা শুনিতে হইবেক।

১৮০৬ সাল ২০ সেপ্টেম্বর ২৪ সংখ্যা।

স্বোত্রহীন খাতকেরদের উপকারার্থে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধান কেবল যে ব্যক্তিরা আদালতে নম্বরী অথবা সরাসরী ডিক্রী ক্রমে কয়েদ আছে তাহারদের বিষয়ে খাটে এবং যে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অথবা ডিক্রী না হইয়া তাহারা কোন আদালতে

সম্পর্কীয় হুকুমের দ্বারা কয়েদ হইয়াছে তাহার বিষয়ে খাটে না।

১৮০৭ সাল ১ ফিব্রুয়ারি ২৭ সংখ্যা।

ক্রোকের হুকুমের আদৌ এই অভিপ্রায় ছিল যে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদার সন হালের আপন আপন খাজানা অবিলম্বে আদায় করিতে পারেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে হুকুম আছে যে যে ব্যক্তির দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি যদি তৎ সময়ে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির প্রজা থাকে তবে পূর্ব্ব সনের বাকী খাজানা সেই প্রকারে আদায় করণের নিষেধ নাই।

১৮০৭ সাল ১৮ জুলাই ৩০ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে এস্তেলা দেওনের হুকুম আছে তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট সরাসরী হুকুমের বিষয়ে খাটে না।

১৮০৮ সাল ২১ জানুআরি ৩৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্তে ভূম্যধিকারীদিগকে আপনারদের রাইয়তের প্রতি যে কার্য্য করণের বিধি ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫আইনে আছে সেই বিধি অতি সাধারণ এবং সকর বা নিষ্কর ভূমির বাকী খাজানার দাওয়ার বিষয়ে তুল্য মতে খাটে।

১৮০৮ সাল ১৩ ফিব্রুআরি ৩৪ সংখ্যা।

পাপরেরদের হাজির জামিন মরিলে তাহারদের ও তাহারদের সম্পত্তির উপর আর ঝুঁকী নাই কিন্তু যদি হাজির জামিন পলায়ন করে তবে যে ব্যক্তিরদের জন্যে তাহারা জামিন হইয়াছে সেই ব্যক্তিরদিগকে হাজির করাওনের ইশ্‌তিহার তাহাদের ঘরে এবং সরকারী কাছারীতে দিতে হইবেক তৎপরে যদি তাহারা সেই ব্যক্তিরদিগকে হাজির না করে তবে পাপরের যে রসুম ও খরচা দেয় হয় তাহা জামিনের সম্পত্তি হইতে আদায় হইতে পারে।

১৮০৮ সাল ২৬ মার্চ ৩৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা যে রূপে ভূম্যধিকারী এবং ভূমির ইজারদারের বিষয়ে খাটে সেই রূপে যে ব্যক্তিরা বন্ধকী খৎক্রমে ভূমির ক্রোক দখল পাইয়া থাকে তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক।

১৮০৮ সাল ১৩ সেপ্‌টেম্বর ৪১ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল বিধি যেমন বাকীদার রাইয়তের বিষয়ে [illegible] তেমনি তাহার [illegible]

জামিনের বিষয়েও খাটে কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্তে কেহ হাজির জামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি পলায়ন না করিলে ঐ ধারার বিধি হাজিরজামিনের বিষয়ে খাটে না। কিন্তু যদি বাকীদার পলায়ন করে তবে ঐ বাকীদারের স্থানে যে পাওনা ছিল তাহার বিষয়ে যে রূপে মালজামিন দায়ী সেইরূপে হাজিরজামিনও দায়ী এবং হাজির জামিনের নামে নালিশ হইতে পারে।

১৮০৮ সাল ১৭ সেপটেম্বর ৪২ সংখ্যা।

পূরণিয়া জিলার জজ্ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বাকীদার ইজারদারের উপর দাওয়া হইলে যদি তিনি খাজানা না দেন তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে এবং যথার্থের সাধারণ নিয়মমতে যে বৎসরের খাজানা পাওনা থাকে সেই বৎসরের শেষে ঐ বাকীদার ইজারদারকে আপনার ভূমি হইতে ছাড়ান যাইতে পারে এবং ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে ঐ বাকীদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন কিন্তু ইহাতে কোন জবরদস্তী করিতে হইবেক না, জবরদস্তী করিলে সেই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক।

১৮০৮ সাল ১০ নবেম্বর ৪৩ সংখ্যা।

যাহারা পাট্টা বিনা মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রভৃতি তৈয়ার করে বা বিক্রয় করে তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হইলে অন্যান্য ব্যক্তিরা যে রূপ জরীমানার অর্দ্ধেক পাইয়া থাকে সেই রূপে পোলীসের দারোগার এজহার ক্রমে সেই ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি সেই জরীমানার অর্দ্ধেকও পাইবার যোগ্য হইবেন।

১৮০৮ সাল ৭ ডিসেম্বর ৪৪ সংখ্যা।

জঙ্গল মহালের জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন মহাজনের নালিশক্রমে খাতক কয়েদ হইলে যদি সেই খাতক কিস্তীবন্দী ক্রমে আপনার দেনা পরিশোধ করিতে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং সেই একরারনামা জজ্ সাহেবের সাক্ষাৎ খাতক ও মহাজন স্বীকার করিয়া তাঁহাতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং খাতককে কয়েদ হইতে খালাস করিতে যদি মহাজন অনুমতি দেয় এবং যদি তৎপরে ঐ খাতক সেই একরারনামার নিয়মের মতাচরণ না করে তবে আদালত ঐ টাকা দেওয়াইবার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন কি না অথবা ঐ একরারনামার অনুসারে যে টাকা পাওনা হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর নূতন নালিশ করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ কিস্তীবন্দী

যদি ডিক্রীজারী ক্রমে হইয়া থাকে এবং যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত হইয়া থাকে তবে ১৮০৯ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ভাব অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই বিষয় গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু যদি খাতক কিম্বা তাহার জামিন কহে যে ঐ কিস্তীবন্দীক্রমে আমরা টাকা দিয়াছি এবং যদি মহাজন তাহা স্বীকার না করে তবে খাতককে তাহার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিতে হইবেক।

১৮০৯ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর ৪৮ সংখ্যা।

সালিসের ফয়সালা অনুসারে যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার বিধির অনুসারে ডিসমিস হইবেক না।

১৮০৯ সাল ১৮ নবেম্বর ৫৩ সংখ্যা।

দেওয়ানী আদালতের নাজিরেরদের ত্রুটি কি অন্য কুক্রিয়াতে যাহারা আপনারদের ক্ষতি হইয়াছে বোধ করে তাহারা সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্তে যে দাওয়া করে তাহার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই মত গতিক দাওয়াদারেরদের নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা যথাসাধ্য শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে হইবেক পরন্তু ঐ দাওয়ার উপরে যে ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্তে নাজিরের স্থানে জামিন লওয়া যাইতে পারে। ১৮০৩ সালের ২ আগস্টে সদর আদালত এই স্থির করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের নাজিরের জিম্মা হইতে যে দেনদার ব্যক্তি পলায় তাহাতে যদি নাজিরের কিছু ফেরেবীর প্রমাণ না হয় তবে তিনি তাহারদের দেনার বিষয়ে দায়ী নহেন।

১৮০৯ সাল ২১ নবেম্বর ৫৪ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১২ ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের বিধির অনুসারে রেশ্বৎ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তি অপরাধীর নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু উপযুক্ত হেতু দুষ্ট হইলে সেই২ বিধানের দ্বারা সেই কর্ম্মের বিষয়ে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই। ঐ নালিশ সরকারের তরফে হইবেক এবং সরকারী উকীল তাহা নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮১০ সাল ৯ জানুআরি ৫৭ সংখ্যা।

জঙ্গলমহালের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পাপর স্বরূপ যে ব্যক্তিরা ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনানুসারে নালিশ করে তাহাদের মোকদ্দমা যদি বিচারের সময়ে অমূলক এবং ব্যামোহদায়ক দুষ্ট হয় তবে তাহারা ঐ আইনের ৩ ধারানুসারে দেওয়ানী জেলখানায় কি

ফৌজদারী জেলখানায় কঠিন কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে সেই প্রকার ব্যক্তিরা দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবেক।

১৮১০ সাল ২২ মে ৬০ সংখ্যা।

সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যোত্রহীন খাতকের খালাসের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের যে বিধান আছে তাহা যেং ব্যক্তিরা সরাসরী ডিক্রীক্রমে বাকী রাজস্বের জন্যে কয়েদ আছে তাহারদের বিষয়েও খাটে।

১৮১০ সাল ২৬ জুলাই ৬৩ সংখ্যা।

১৮১০ সালের ৬ আইনের ৪ ধারাতে যে দণ্ড লিখিত আছে তাহা লাখেরাজ ভূমির অধিকারি ও দরপত্তনি তালুকদারেরদের বিষয়ে খাটে না। ঐ ধারার বিধি কেবল সদর জমীদার বা তালুকদার অথবা ইজারদারের বিষয়ে খাটে।

ঐ লাখেরাজদার ও দরপত্তনিদার ৪ ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হইলে ৩ ধারাতে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তাহার অতিরিক্ত ৫ ধারানুসারে তাহারদের প্রতি জরীমানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারে।

১৮১০ সাল ১১ আগষ্ট ৬৪ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৮ ধারা ও অন্যান্য আইনের যে বিধানে লেখে যে এদেশীয় সনন্দদার ও সদর আমীন ও মুনসেফ সকল রেশ্বৎ খাইলে অথবা তাহারদের দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্য ক্রমে কি হুকুমের অন্যথা মতে করিলে তাঁহারদের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে সেই বিধানের এইমত অভিপ্রায় নহে যে মোকদ্দমার ভাব ও বৃত্তান্তে দৃষ্টি করিয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহারদের নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইতে পারে না।

১৮১০ সাল ১৬ আগষ্ট ৬৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার পাট্টা দিতে কিম্বা খাজানার রসীদ দিতে কবুল না করিলে তাহারদের নামে রাইয়ত এবং অন্যান্য পেটাও প্রজারা যে নালিশ করে তাহা চলিত আইনানুসারে কোন সরাসরী মতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যে রাইয়ত অথবা পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নামে সেই রূপে নম্বরী নালিশ করিয়া রসীদ কি পাট্টা পাইবার দাওয়া সাব্যস্ত করে তাহারা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারার বিধির অনুসারে ঐ পাট্টা অথবা রসীদ পাইতে পারে এবং তদতিরিক্ত ঐ গররকবুল জমীদারের স্থানে ক্ষতি পুরণের টাকা পাইতে পারে।

১৮১১ সাল ৪ জানুআরি ৭৩ সংখ্যা।

রাজসাহীর জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে নদীয়া জিলার মধ্য স্থিত এক মোকররী মহালের সরবরাহকার অতিরিক্ত খাজানা আদায় করিয়াছিল যদ্যপি ঐ টাকা পাইবার জন্য তাহার নামে মোকদ্দমা করা যায় তবে সেই মোকদ্দমা আসামীর বাসস্থানে অর্থাৎ রাজশাহীতে উপস্থিত ও বিচার করিতে হয় কি নদীয়া জিলার মধে, তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১১ সালের ৪ জানুআরি তারিখে এই উত্তর করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা নদীয়া জিলার মধ্যে উপস্থিত করিয়া বিচার করিতে হয় যেহেতুক ভূমি নদীয়া জিলার মধ্যে এবং যদি সেই বিষয়ে তহকীক সরে জমীনে করিতে হয় তবে যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে সেই জিলার আদালতের হুকুমক্রমে ঐ তহকীক করণ সুগম এবং উচিত হয়।

১৮১১ সাল ৩১ জানুআরি ৭৫ সংখ্যা।

শহর মুরশিদাবাদের একটিং জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারা তেজারতের কুঠীর গোমাস্তার বিষয়ে খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে তেজারতের কুঠীর গোমাস্তার প্রতি যে সাধারণ ও সকলের সুজ্ঞাত ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তদনুসারে তিনি আপনার মুনিবের কোন বিশেষ ক্ষমতা পত্র আদালতে দাখিল না করিয়া যে কুঠীর প্রধান গোমস্তা সেই কুঠীর সম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব এবং কার্য্য করিতে পারেন।

১৮১১ সাল ৩১ জানুআরি ৭৭ সংখ্যা।

কালেক্টর সাহেবের নালিশে যে বাকীদারেরা কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকীর সংখ্যা জজ সাহেব নিরূপণ করিতে পারেন।

১৮১১ সাল ১৪ মার্চ ৮০ সংখ্যা

১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে বন্ধক লওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি যদ্যপি লিখিত মিয়াদ অতীত হওনের সময়ে উদ্ধার না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি বন্ধক দেওনিয়া খাতক কহে যে ঐ ভূমির দখল পাইতে বন্ধক লওনিয়া মহাজনের অধিকার নাই তবে আদলাতের হুকুমক্রমে ঐ বন্ধক লওনিয়া মহাজন সেই ভূমির দখল পাইতে পারে না। এবং এমত হইলে সরাসরী বিচার ক্রমে বন্ধক লওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাইতে পারে।

সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে আরো জানাইলেন যে বন্ধক

লওনিয়া মহাজনের বন্ধকী ভূমির দখল না পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে যদি বন্ধক দেওনিয়া খাতককে হুকুম করা যায় এবং যদ্যপি সেই ব্যক্তি কহে যে বন্ধক লওনিয়া মহাজনের সেই সম্পত্তির দখল পাইবার কোন অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের বিষয়ের কেবল ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার নিরূপিত মতে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

১৮১১ সাল ১১ আপ্রেল ৮৬ সংখ্যা।

জিলা চব্বিশ পরগনার জজ সাহেব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার অর্থের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় কেবল সেই ব্যক্তিরদের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে অতএব রাজস্বের বাকীদার এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে যদ্যপি তাহা খাটে তথাপি যে বাকীদারের প্রতিকূলে কোন ডিক্রী না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত ক্রমে বাকীর নিমিত্তে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছে সেই প্রকার বাকীদারের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে না।

১৮১১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর ৯০ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে কাল বিশেষ এমত হইতে পারে যে ডিক্রীজারী ক্রমে জিলার শহরের আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইলে পর সেই ভূমির দখল আপেলাণ্টকে দিতে সদর আদালতের সাহেবের উচিত হইবেক অর্থাৎ যে স্থলে আপেলাণ্ট নম্বরী আপীল করিয়া এবং জিলা বা সহরের আদালতে রীতি মত জামিন দিবার প্রস্তাব করিয়া এমত দরখাস্ত দেয় যে উপরিস্থ আদালতের হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী স্থগিত থাকে। যদ্যপি এমত গতিকে জিলা বা সহরের আদালত আপনার ডিক্রীজারী করেন এবং যদি উপরিস্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত করণের বিশেষ হেতু আছে এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে ঐ জিলার বা সহরের আদালত যে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই ভূমি তাহার হাত ছাড়া করিয়া আপেলাণ্টকে দখল দেওয়াইবাতে কোন ক্লেশ হইবেক না তবে সেই রূপে আপেলাণ্টকে তাহার দখল দেওয়াইতে হয় সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে আরো অনেক প্রকার গতিকে এই আদালতের সেই রূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত হইতে পারে কিন্তু সেই সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া লেখা দুঃসাধ্য।

১৮১১ সাল ১২ ডিসেম্বর ৯৫ সংখ্যা।

১৮০০ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের হুকুমানুসারে যে আবকারেরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি ঘাটে না॥

১৮১২ সাল ২৩ আপ্রিল ১০১ সংখ্যা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কবুল হয় সেই কবুলপত্র দস্তখৎ করিতে দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের প্রতি হুকুম হইতে পারে এবং তাহা করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহারা তগীর হইবার যোগ্য হইতে পারে॥

পোলীসের দারোগা কবুল করা কথায় দস্তখৎ করিবার জন্যে মান্য ব্যক্তিরদিগকে তলব করিতে পারেন এবং যাহারা হাজির হইতে স্বীকার না করে তবে তাহারদের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করিবেন॥

১৮১২ সাল ২১ মে ১০৩ সংখ্যা।

সদর আদালতে ইহা জিজ্ঞাসা করা গেল যে ~~অস্থাবর~~ সম্পত্তির অন্যায় ক্রোক ও নীলামের টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া যদি সনন্দদারের আদালতে প্রথম করা যায় এবং তাহা ঐ কর্ম্মকারকের শুননির যোগ্য মোকদ্দমার সীমার মধ্যে হয় তবে ঐ সনন্দদার মুনসেফ স্বরূপ সেই প্রকার দাওয়া লইতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩০ ধারার দ্বারা এদেশীয় সনন্দদারদিগকে সেই প্রকার মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল॥

১৮১২ সাল ২৫ জুন ১০৫ সংখ্যা।

বন্ধক লওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতক্রমে যে দাওয়া করে তাহা যদি বন্ধক দেওনিয়া খাতক স্বীকার না করে তবে ঐ বন্ধক লওনিয়া মহাজন খতের মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার হুকুম মতে বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে দরখাস্ত করিলে বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে না॥

১৮১২ সাল ১০ জুলাই ১০৬ সংখ্যা।

নগত টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর বিষয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় তবে সেই ডিক্রীজারী বা স্থগিত করণের বিষয়ে নানা আদালত আপনারদের বিবেচনা মতে কার্য্য করিতে পারেন না যেহেতুক আপীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারানুসারে যদি আপেলাণ্ট উপযুক্ত ও মাতবর জামিন দেয় তবে আপীল উপস্থিত থাকনের সময়ে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না॥

১৮১২ সাল ৩ সেপটেম্বর ১১০ সংখ্যা।

আপীল হওয়া ডিক্রীজারী করা স্থগিত করিবার নিমিত্তে আইন মতে যে জামিন দিতে হয় তাহা খরচা ছাড়া অতএব যদ্যপি অন্যান্য বিষয়ে ডিক্রীজারী স্থগিত হয় তথাপি খরচা নিয়ত দেওয়াইতে হইবেক।

ঐ ঐ সাক্ষিরা শপথ প্রভৃতি করিতে অস্বীকার করিলে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে আদালত যে কয়েদের হুকুম করিতে পারেন তাহার কোন মিয়াদ নিরূপণ নাহি। আদালতের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক গতিকের বিশেষ বিষয় দৃষ্টে আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করেন যে সাক্ষির শপথ না করণের বিষয়ে জরীমানা হয় যদি সেই সাক্ষী ঐ জরীমানার টাকা দেয় এবং যে মোকদ্দমাতে তাহার ঐ সাক্ষ্যের আবশ্যক ছিল যদি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই সাক্ষী খালাস হইবেক কিন্তু সেই ব্যক্তি জরীমানা দেউক বা না দেউক যদি মোকদ্দমা সেই সময়ে উপস্থিত থাকে তবে যাবৎ হুকুম মত শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তাবৎ সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকিবেক।

যদি কোন সাক্ষির শপথ না করণের নিমিত্তে জরীমানা হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দেয় তবে যে জজ সাহেব জরীমানা করিয়াছিলেন তিনি যদি আপনার পূর্ব্ব মত অন্যথা করিয়া ঐ আসামীকে শপথ হইতে মুক্ত হওনের যোগ্য ব্যক্তি বোধ না করেন তবে সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা দিলে পর ও স্বকৃত ক্রমে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি পাইতে পারে না যদি জজ সাহেব তাহাকে সাক্ষাৎ হইতে মুক্ত হওনের যোগ্য বোধ করেন তবে সেই জরীমানা ক্ষমা হইতে পারে এবং সাক্ষ্যোকে হলফনামা ক্রমে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি হইতে পারে।

সরাসরী মোকদ্দমার ফরিয়াদীরা আপনারদের দাওয়া স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত করিতে পারে এবং শপথ অথবা স্বকৃতি ক্রমে তাহারদের সেই দাওয়া করিবার আবশ্যক নাই।

৪ দফা। যে ব্যক্তি যোত্রহীন মতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহার মোকদ্দমার খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রী দ্বারা তাহার প্রতি যে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় তাহা যদি না দেয় তবে আসামী দরখাস্ত করিলে এবং নিয়মিত খোরাকী টাকা আমানৎ করিলে সেই যোত্রহীন অন্যান্য ফরিয়াদির মত কয়েদ হইতে পারে এবং সকল অযোত্রাপন্ন কর্জ্জখাতকেরদের মত ১৮০৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে

১৮১২ সাল ১২ নবেম্বর ১১৩ সংখ্যা।

২ দফা। সদর আদালত কহেন যে পূর্ব্বকার জজ কর্ণিশ সাহেব যে হুকুম করিলেন তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের এই অর্থ বোধ করিয়া কহেন যে ভূম্যধিকারী যদ্যপি রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে বলিয়া আপনার শিরে ঝুঁকী লইয়া ঐ রাইয়তের ভূমি ক্রোক করেন তবে ঐ রাইয়তের সেই ভূমি অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবেক এবং যদি সেই রাইয়ত কহে যে আমার স্থানে কিছু খাজানা বাকী নাই এবং সেই ভূমি ত্যাগ করিতে কবুল না করে তবে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য যে ঐ ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলে তাঁহার দাওয়ার যথার্থের বিষয়ের কিছু তজবীজ না করিয়া ঐ রাইয়তকে ভূমি হইতে ছাড়াইয়া দিতে এবং ঐ ভূমি ভূম্যধিকারীকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন। কিন্তু সদর আদালত ঐ প্রকরণের যে এমত অর্থ তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারেন না যেহেতুক ঐ প্রকরণে কেবল এই মাত্র হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনার বাকীদার প্রজার ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন কিন্তু ঐ প্রজা আমি বাকীদার নহি কহিয়া আপনার ভূমি ত্যাগ না করণের ঝুঁকী আপনার শিরে লইলে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ প্রকরণে কিছু লেখা নাই। সেই মত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক এবং সদর আদালত নিশ্চয় বোধ করেন যে এমত হইলে অর্থাৎ রাইয়ত আপনার ভূমি ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারীর উচিত যে আইন মতে যে উপায় আছে তদনুসারে ঐ ভূমি ক্রোক করেন অথবা ঐ রাইয়তের নামে নম্বরী কিম্বা সরাসরী মতে নালিশ করেন। ফলতঃ সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ প্রকরণ যে পর্য্যন্ত এই প্রকার মোকদ্দমারসঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় যে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের ন্যায় জমীদারেরদের আপন২ যথার্থ যে পাওনা থাকে তাহা নির্ব্বিরোধ উপায়ের দ্বারা আদায় করণের যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্টরূপে জানান যায় এবং সাধারণ নিয়মানুসারে এবং দেশের দস্তুর মতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পূর্ব্বে যে শক্তি ছিল তাহা ছাড়া নূতন শক্তি অর্পণ করা ঐ প্রকরণের অভিপ্রায় ছিল না বরং তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে জমীদারেরদের এমত মন প্রত্যয় জন্মে যে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও নির্ব্বিরোধ রূপে কার্য্য করিলে তাঁহারদের অপরাধীর মধ্যে গণ্য হওনের ভয় না থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আপন আপন যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদারের দিগকে সাহস দেওয়া যায় এবং রাইয়তের দিগকে এই মত বুঝান

যায় যে তাহারদের নামে আদালতে নালিশ না হওয়া পর্য্যন্ত যদ্যপি তাহারা জমীদারের যথার্থ দাওয়ার টাকা না দেয় তবে তাহারা খরচা ও দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক এবং এই রূপে তাহারদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবারণ হয়।

১৮১২ সাল ৩ ডিসেম্বর ১১৫ সংখ্যা।

জোয়ানপুর জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমে সেই বংশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অংশীরদের কোন মিত্রকে সেই কর্ম্মের ভার বিনা বেতন গ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন কিন্তু যে ব্যক্তি সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন না দিলেই নহে তবে যে জজ সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করেন তিনি প্রত্যেক মোকদ্দমার বিশেষ ভাব বুঝিয়া বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ঐ মহালের ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বে সরকারী মালগুজারী যে মতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিত সেই মতে ঐ রূপে নিযুক্ত হওয়া সরব রাহকার কালেক্টর সাহেবের নিকটে মালগুজারী দাখিল করিয়া আপনি যে বেতন লইবার হুকুম পাইয়াছে তাহা লইয়া ঐ জমীদারীর অবশিষ্ট প্রাপ্তি অংশীদিগের জনাজাতির মধ্যে আপন২ অংশাংশ মতে বুঝাইয়া দিবেক॥

১৮১৩ সাল ২৮ জানুআরি ১১৯ সংখ্যা।

১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার হুকুম মতে যে দলীল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী হওনার্থে আনাযায় এবং তাহা কেবল রিকার্ডে রাখণের অভিপ্রায় আছে সে দলীল সাদা কাগজে লিখিত হইলে রেজিষ্টরী হইতে পারে॥

১৮১৩ সাল ২২ আপ্রিল ১২৫ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধি কারিদিগের অন্যায়রূপে টাকা তহশীল করণের যে দণ্ড পূর্ব্বোক্ত ধারাতে নিরূপণ আছে সেই দণ্ড তাহারা দিবেক এবং তাহার অতিরিক্ত যে টাকা তাহারা বেআইনী মতে উসুল করিয়াছে প্রমাণ হয় তাহা ফিরিয়া দিবেক।

১৮১৩ সাল ৮ জুলাই ১২৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে ফয়সালা হয় তাহার টাকা যদি ঐ আইনানুসারে বাকীদার রাইয়তকে অথবা তাহার মাল

জামিনকে কয়েদ করণের দ্বারা অথবা ঐ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভুমি ক্রোক করণের দ্বারা সেই বাঙ্গলা ফসলী কি বিলায়তী সনের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের খাজানার ফয়সালা হইয়াছে সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি বিলায়তী বৎসরের শেষ হইলে পর ঐ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত ক্রমে যে খাজানার বিষয়ে ফয়সালা হইয়াছে তাহার বাবৎ আসামীর তালুক বা অন্য হস্তান্তর করণের যোগ্য ভুমি বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজানা বাকীর এজহার মাত্র পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না করিয়া ভুমি নীলাম করণের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবেরদের নিকট দরখাস্ত করেন ॥

১৮১৩ সাল ১৫ জুলাই ১৩০ সংখ্যা।

বাকীদারের বিরুদ্ধে সরাসরী বিচার ক্রমে যত টাকার ডিক্রী হয় তাহা সে ব্যক্তি দিবার প্রস্তাব করিলে তাহার পাট্টা বিক্রয় হইতে পারে না। কিন্তু জমীদার যদি নম্বরী মোকর্দ্দমার দ্বারা এই মত প্রমাণ দিতে পারেন যে তালুকদারের স্থানে বৎসরের শেষে খাজানা বাকী ছিল তবে তিনি ঐ তালুকদারের পাট্টা নীলামকরিতে পারে কি না এই বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত আপনার মত জানাইতে স্বীকার করিলেন না॥

বাকীদারের স্থানে যে টাকা পাওনা আছে তাহা যদি সে ব্যক্তি দিতে উদ্যত হয় তবে তাহার তালুক অথবা অন্য যে ভুমি হস্তান্তর হইতে পারে তাহা নীলাম হইতে পারে না॥

১৮১৩ সাল ২৮ আক্টোবর ১৩৬ সংখ্যা।

ডিক্রী হওনের সময়ে যদি তাহা জারী না হয় তথাপি ডিক্রীর তারিখের পর বারোবৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্তু জারীকরণের পূর্ব্বে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে এই হুকুম দিতে হইবেক যে তাহা জারী না হওনের কারণ থাকিলে তাহা দর্শায়। কিন্তু যদি ডিক্রীদার বারোবৎসরের মধ্যে তাহা জারী করণের দরখাস্ত না করে তবে বিলম্বের উপযুক্ত ও মাতবর কারণ না দর্শাইলে তাহার সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হইবেক না।

১৮১৩ সাল ১৬ ডিসেম্বর ১৩৯ সংখ্যা।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বোধ করিয়াছেন যে যে সকল দলীল দস্তাবেজ দেওয়ানী আদালতের বিবেচনায় জাল বোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে যে ব্যক্তিরা দাখিল করিয়াছিল তাহারদিগকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে ইহা ঐ

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিতান্ত ভ্রম যেহেতুক ঐ ৬ ধারাতে যে দলীল দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওনের হুকুম আছে তাহা এই২ অর্থাৎ যে দলীল প্রভৃতি মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাতে কিম্বা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল না হওয়াতে অথবা অন্য উত্তম মাতবর কারণে কোন আদালত নথীতে রাখিতে স্বীকার না করিয়া থাকেন। কিন্তু যে দলীল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা যদি দৃষ্টি করিলে জাল দেখা যায় বা জালের বিষয়ে সন্দেহ হয় সেই প্রকার দলীলের বিষয়ে ঐ ৬ ধারা খাটে না। সেই প্রকার দলীল যাহারা দাখিল করে তাহারদিগকে ফিরিয়া দিলে যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয়॥

১৮১৪ সাল ৩ ফিব্রুআরি ১৪২ সংখ্যা।

যে সকল গতিকে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা তাহারদিগকে দত্ত ক্ষমতানুসারে সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে ভূমি নীলাম করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ করেন সেই সকল গতিকে ঐ ভূমির নীলামের ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে সরবরাহকার নিযুক্ত করণের দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না অথবা কোন প্রকার তাহার ব্যাঘাত হইবেক না॥

১৮১৪ সাল ১৯ মার্চ ১৪৫ সংখ্যা।

যদি কোন ব্যক্তি নানা দস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহে অথবা নানা সাক্ষিরদিগকে তলব করিতে চাহে তবে প্রত্যেক দস্তাবেজ অথবা সমনের আলাহিদা২ দরখাস্ত দাখিল করিতে তাহার আবশ্যক নাই যে প্রত্যেক দস্তাবেজ দাখিল হয় অথবা যে প্রত্যেক সাক্ষির তলব হয় তাহার বিষয়ে যে মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যদি তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহার হয় তবে দুই বা ততোধিক দস্তাবেজ কিম্বা সমনের বিষয়ে এক দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে॥

১৮১৪ সাল ১৯ মার্চ ১৪৬ সংখ্যা।

যাহা সামান্যত এক আলাহিদা দস্তাবেজ বোধ হইয়াছে তাহা দুই বা ততোধিক ফর্দ্দে লিখিত হইলে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে॥

১৮১৪ সাল ৩১ মার্চ ১৪৮ সংখ্যা।

গোপাল নামক ফরিয়াদী কহিল যে আমি রামের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি এবং আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিল তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কন্যা গোপালকে দিতে রামকে হুকুম করি

লেন। পরে বারাণসের দায়ের সায়েরী আদালত ঐ মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে বিচার্য্য নহে বোধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম রদ করিলেন এবং কহিলেন যে ফরিয়াদী চাহিলে দেওয়ানা আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা করিয়া আপনার বিবাহের প্রমাণ দিবার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তৎপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয় নিজামৎ আদালতে অর্পণ করিলে এবং ঐ আদালত দায়ের সায়েরী আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে এই বিধান করিলেন যে বিবাহের বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমার বা নালিশের বিচার কেবল দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে॥

১৮১৪ সাল ২১ আপ্রিল ১৫৩ সংখ্যা।

উকীলেরদের রসুমের রসীদ যে কাগজে লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্পের মুল্য ছাড়া তাহাদের রসুমের উপর আর কোন খরচা লাগিবেক না॥

১৮১৪ সাল ১৯ মে ১৫৯ সংখ্যা।

কলিকাতার দায়ের সায়েরী আদালতের জিজ্ঞাসা করাতে সদর নিজামৎ আদালত উক্ত ধারার অর্থ স্পষ্ট করিয়া ইহা জানাইলেন যে সাক্ষী সফিনা পাইয়া যদি হাজির না হয় তবে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক আছে কি না এই বিষয়ের প্রমাণ স্বক্রতিক্রমে দিতে হইবেক এবং কেবল ফরিয়াদীর স্বক্রতির প্রমাণ গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু যদি সাক্ষী হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দেয় অথবা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে তবে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক এই বিষয়ে কোন নূতন প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

১৮১৪ সাল ২৭ জুলাই ১৭২ সংখ্যা।

যদি সফীনা সাক্ষির উপর জারী না হয় তবে তাহার জরীমানা হইতে পারেনা অথবা তাহাকে গ্রেফ্তার করণার্থে পরওয়ানা বাহির হইতে পারে না।

তুমি যে কাগজ পাঠাইয়াছ তাহার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে গঙ্গারামের উপর সফীনা জারী হইয়াছিল কিন্তু সফীনা পাইয়া যে একরার লিখিয়া দিয়াছিল তদনুসারে সে হাজির হয় নাই তাহাতে সদর আদালত জানাইতেছেন যে ঐ রূপ কসুর করাতে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে সে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হওনের এবং ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক। ঐ সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিতে যে দস্তক বাহির হইয়াছিল তাহাও সে না দেখা দেওয়াতে জারী হইতে পারিল না অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে তাহাকে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির

হইতে এক ইশ্‌তিহার দেওয়া উচিত এবং ইশ্‌তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি সে ব্যক্তি হাজির না হয় তবে ৫০০ টাকার অনধিক যত টাকা তোমার উচিত বোধ হয় তত টাকা জরীমানা করিবা এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা সেই জরীমানার টাকা উসুল করিবা।

১৮১৪ সাল ৩ আগষ্ট ১৭৬ সংখ্যা।

আদালতের সিরিশ্‌তার আমলারদিগকে আপন আপন দফ্‌তরের কাগজ পত্র বল পূর্ব্বক ফিরিয়া দেওয়াইবার কোন বিধি আইনের মধ্যে নাই অতএব সেই প্রকার মোকদ্দমা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২১ ধারার সাধারণ বিধানের মধ্যে পড়ে।

১৮১৪ সাল ১৮ আগষ্ট ১৭৭ সংখ্যা।

সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত যদ্যপিও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তথাপি আপেলাণ্ট যদি তাহা পূর্ব্বে দাখিল না করণের হুদ্বোধ মতে কারণ দর্শাইতে পারে তবে জিলার জজ সাহেব আপন বিবেচনা মতে ঐ আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন।

১৮১৪ সাল ১৭ আগষ্ট ১৮২ সংখ্যা।

বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাদী বা প্রতিবাদী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপন আপন সাক্ষীদিগকে আনাইতে পারে কি না অথবা আদালতের দ্বারা যে সাক্ষির তলব হয় কিম্বা বাদী প্রতিবাদী যে সাক্ষিকে আনিতে চাহে এই রূপ উভয় প্রকারী প্রত্যেক সাক্ষির বিষয়ে ইষ্টাম্পা কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে ইষ্টাম্পের আইন সর্ব্ব শেষে জারী হইয়াছে তাহার নিরূপিত মতে দরখাস্ত না করিলে নম্বরী মোকদ্দমার কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে না।

১৮১৪ সাল ১৭ আগষ্ট ১৮৩ সংখ্যা।

চাটিগাঁর জিলার জজ্ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত আপনার এই মত জানাইলেন যে উক্ত ধারাতে কেবল রেজিষ্টর সাহেব ও জিলা ও সহরের জজ সাহেব ও প্রবিন্স্যাল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের নাম লেখা আছে অতএব ঐ ধারার হুকুম সনন্দ দারেরদের অর্থাৎ মুনসেফেরদের প্রতি খাটে না।

১৮১৪ সাল ৩১ আগষ্ট ১৮৬ সংখ্যা।

পাটনার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ফরিয়াদী গোত্রহীন

মতে মোকদ্দামা উপস্থিত না করিয়া সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা নির্ব্বাহ হইতে যদি আপনার দরিদ্রতার প্রমাণ দেয় তবে যোত্রহীনের ন্যায় মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি পাইতে পারে কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে সেই মোকদ্দমার ফরিয়াদী মোকদ্দমার উপস্থিত খরচা দিয়াছে এবং উকীলের রসুমের বিষয়ে জামিন দিয়াছে এই প্রযুক্ত যোত্রহীনের ন্যায় তাহাকে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু আসল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর যদি আপীল হয় তবে সেই ব্যক্তি আপন দরিদ্রতার উপযুক্ত প্রমাণ দিলে যোত্রহীনের ন্যায় আপীল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়াতে হানি নাহি।

১৮১৪ সাল ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭ সংখ্যা।

সরাসরী মোকদ্দমার দস্তাবেজ এবং ইশমনবিশীর কোন ইষ্টাম্পের মাসুল নাই।

১৮১৪ সাল ১৪ ডিসেম্বর ১৯০ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন, যে যাবৎ জজ সাহেব আসামীর স্থানে মালজামিন তলব করণের বিশিষ্ট হেতু থাকনের বিষয়ে প্রমাণের দ্বারা খাতিরজমারূপে অবগত না হন এবং যাবৎ আসামী জজ্ সাহেবের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জামিন দিতে কসুর না করিয়া থাকে তাবৎ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণানুসারে আসামীর ভূমি কোন প্রকার ক্রোক করণ জজ্ সাহেবের উচিত নহে।

১৮১৫ সাল ১৮ জানুআরি ১৯২ সংখ্যা।

যে বরকন্দাজের জিম্মা হইতে কোন কয়েদী ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে সেই বরকন্দাজের তিন মাসের মাহিয়ানার তুল্য জরীমানা করিতে ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে মাজেষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা নাই। সদর নিজামৎ আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া এক মাসের মাহিয়ানার অধিক যত লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিলেন।

১৮১৫ সাল ১ মার্চ ১৯৬ সংখ্যা।

যদি আসামীরা লিখিত একরারের দ্বারা কোন দাওয়ার যথার্থতা স্বীকার করে তবে মোকদ্দমার আসল কারণ এক বৎসর মিয়াদের অধিক কালের পূর্ব্বে হইলে ঐ স্বীকার মোকদ্দমার নূতন কারণ জ্ঞান হইতে পারে এবং মুনসেফ সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না। এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে দাওয়ার

যথার্থতার স্বীকার মাত্র এই রূপ মোকদ্দমার নূতন হেতু জ্ঞান হইতে পারে না যে তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ মোকদ্দমা মুনসেফের শুনিবার যোগ্য হয়।

মুনসেফের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমায় যদি বস্তু কি অন্য কোন দলীলেন বিষয়ের নালিশ হয় তবে নালিশের হেতু ঐ বস্তু প্রভৃতিতে সহী হওনের তারিখ অবধি হিসাব করিতে হইবেক কি ঐ বস্তু বা অন্য দলীলে লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মতে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল এবং আসামী সেই টাকা দিতে ত্রুটি করিল এবং আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিল সেই তারিখ অবধি গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বস্তু অথবা টাকা দেওনের অন্য কোন দলীলের মোকদ্দমা হইলে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল সেই তারিখের পূর্ব্বে মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

১৮১৫ সাল ১ মার্চ ১৯৮ সংখ্যা।

১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ২২ ধারার লিখিত অপরাধ হইলে যখন কোন জিলার আদালত জমীদারী সরকারে জব্দ করেন তখন ঐ আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আইনের ২৩ ধারানুসারে যে আপীল হয় তাহা নম্বরী আপীলের ন্যায় উপস্থিত করিতে হইবেক এবং নম্বরী আপীলের বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তাহা এই প্রকার আপীলের বিষয়ে খাটিবেক।

১৮১৫ সাল ১ জুন ২০৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মোকদ্দমার তজবীজ তনকী না করিয়া যদি আসামী দেনা কবুল করাতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে উপস্থিত রসুমের বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কি না তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ফরিয়াদীর দাওয়া যদি আসামী কবুল করে তবে রাজী-নামার দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক এমত অপেক্ষা হইতে পারে। তাহা হইলে রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমায় উপস্থিত রসুম অথবা তাহার বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপিত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওন বিষয়ে যে বিধি চলন আছে তদনুসারে কার্য্য হইবেক কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে রাজীনামা দাখিল করণ বিনা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে চলিত আইনানুসারে উপস্থিত রসুম অথবা তাহার বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওনের হুকুম নাহি।

১৮১৫ সাল ১ জুন ২০৯ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে মোকদ্দমার তজবীজ তহকীক না হইয়া

আসামীর দাওয়া স্বীকার প্রযুক্ত যদি ফরিয়াদীর পক্ষে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার বিধির অনুসারে রাজীনামা দাখিল না হওয়াতে ঐ ধারার হুকুম খাটিতে পারে না তবে উকীলের রসুম দেওনের বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এমত গতিকে যদি ফরিয়াদীর দাওয়াতে আসামী অস্বীকৃত না হয় তবে অনুমান হয় যে অবশ্য রাজীনামা দাখিল করিবেক এবং তাহা হইলে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের বিধি খাটি-বেক কিন্তু যদ্যপি এমত না হয় এবং ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিত থাকে তবে সদর আদালত বোধ করেন যে উকীলেরা নিরূপিত রসুমের সমুদয় পাইতে পারেন সুতরাং পাপরের মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের বিধি বর্জ্জিত থাকিবেক।

যদি কোন মোকদ্দমার আসামীর কবুলক্রমে এবং দোষগুণের বিবেচনা বিনা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে উকীলেরা আপনারদের সম্পূর্ণ রসুম পাইতে পারেন কিন্তু যদি তাহাতে রীতিমত ডিক্রী হইল না এবং তাহা রাজীনামা ক্রমে ডিসমিস্ হইল তবে ঐ রাজীনামা সওয়াল জওয়াব দাখিল হওনের পূর্ব্বে করা গেলে উকীলেরা সিকী রসুম পাইবেন কিন্তু সও য়াল জওয়াব দাখিল হওনের পর হইলে তাঁহার অর্দ্ধেক রসুম পাইবেন।

১৮১৫ সাল ৮ জুন ২১০ সংখ্যা।

যখন ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১১ ধারানুসারে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার সীমার মধ্যে পোলীসের আমলারদিগকে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ক্রমে তাঁহার নিজ হুকুমের তাবে রাখা যায় নাই তখন সেই শিরিশতার সকল আমলা ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন আছেন বোধ হইবেক।

১৮১৫ সাল ২৭ জুলাই ২১৬ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কথা জাবেতা মত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিতে পারে।

১৮১৫ সাল ৩ নবেম্বর ২২৬ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের নিয়মের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণেতে যে হুকুম আছে আপনারা তাহার কি অর্থ করেন তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের বোধ ঐ ধারার এই অর্থ হয় যে দলীল দস্তাবেজে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করে সেই ব্যক্তি কিম্বা

তাহার মোক্তার ঐ দলীলে দস্তখৎ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দফতরে হাজির হইবেক এবং যে ব্যক্তিরদের সাক্ষাতে তাহা সহী হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক বা দুই জন হাজির হইয়া শপথ পূর্ব্বক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক যে ব্যক্তি ঐ দলীলে দস্তখৎ করিয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং হাজির না হইয়া এক জন মোক্তারকে মোক্তারনামা দিয়া সেই দলীল স্বীকার করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দফতরে পাঠায় তবে ঐ মোক্তারনামা সেই ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া গিয়াছে ইহা শপথ পূর্ব্বক দুই জন সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবেক কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন না যে ঐ দলীল দস্তাবেজের দস্তখৎ করণিয়া ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোক্তারকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা বাদ করিতে আইনের মধ্যে কোন হুকুম আছে ॥

১৮১৬ সাল ১২ জানুআরি ২৩০ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে পেন্স্যানের বিষয়ে সরকারের উপর যে সকল দাওয়া হয় তাহা ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের বিধানক্রমে কেবল কালেক্টর সাহেব বিচার করিতে পারেন এবং তাহার উপর বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে অতএব যে মোকদ্দমার কাগজপত্র এই গতিকে পাঠান গিয়াছে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুননির যোগ্য নহে ॥

১৮১৬ সাল ১২ জানুআরি ২৩১ সংখ্যা।

যে ব্যক্তির রেশ্বৎ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে ফৌজদারীতে দণ্ড হয় সেই ব্যক্তি তৎপরে ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইবেক না কিন্তু যে টাকা সেইরূপে লইয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবার জন্যে সুতরাং তাহার নামে দেওয়ানী নালিশ হইতে পারে ॥

১৮১৬ সাল ২৪ জানুআরি ২৩২ সংখ্যা।

থানার সকল আমলা ছুটির বিষয়ে দরখাস্ত করিলে তাহা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

১৮১৬ সাল ২৯ জানুআরি ২৩৩ সংখ্যা।

শপথপূর্ব্বক অথবা শপথের পরিবর্ত্তে স্বকৃতিপূর্ব্বক যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় যদি সাক্ষী তাহাতে জানিয়া শুনিয়া কাহারো বিশেষ অপবাদ করিয়া থাকে এবং যদি সাক্ষী তাহা অমূলক জানে এবং যদি তাহা দ্বেষ পূর্ব্বক হইয়াছে দৃষ্ট হয় তবে ১৮১১ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার দ্বেষপূর্ব্বক

ও ক্লেশজনক এবং অমূলক নালিশের বিধি থাকিলেও ঐ অপরাধ ১৮০৭ সালের ২ আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা শপথের অপরাধ গণ্য হইবেক॥

১৮১৬ সাল ৩ ফিব্রুআরি ২৩৪ সংখ্যা।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারা দৃষ্টি করিলে প্রথমত অনুভব হয় যে জমীদারেরা কিম্বা তাহারদের কার্য্যকারকেরা রাইয়তের নিকটে পাঠান এস্তেলানামার মধ্যে যত খাজানার টাকা লিখিতে ইচ্ছা করে তত টাকা তাহারা ঐ রাইয়তের স্থানে প্রথমতঃ ক্রোকের দ্বারা অথবা সরাসরী হুকুম ক্রমে উসুল করিতে ক্ষমতা রাখে এবং হয় রাইয়তের আপনার ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবেক কিম্বা যাবৎ নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা ঐ দাওয়ার অযথার্থ প্রমাণ দিতে না পারে তাবৎ ঐ ভূমির নিমিত্তে সেইরূপ বেশী খাজানা দিতেই হইবেক কিন্তু এই অর্থ ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারার এক ভাগের সঙ্গে মিলে না ঐ ধারার মধ্যে রাইয়তেরা যে ধারানুসারে পাট্টার দাওয়া করিতে পারে এবং আপনারদের ভূমি রাখিতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ ধারা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে না অতএব যে জমীদার ও ইজারদারেরা বেশী খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করে অথবা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাহারদের নামে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দেয় তাহারদিগকে আমি নিয়ত এই মত হুকুম দিয়া আসিতেছি যে তাহারদের রাইয়তের উপর জারী হওয়া এস্তেলানামাতে তাহারা যে খাজানার দাওয়া করে তাহা পরগণার নিরিখের অনুযায় এবং ভূমির পরিমাণের উপযুক্ত ইহার প্রমাণ দেয়। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার উক্ত যে অর্থ স্কট সাহেব করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন তাঁহারা কহেন যে কোন লিখিত করারদাদ না থাকিলে ঐ আইনের ৯ ধারার লিখিত যে এস্তেলানামা দিবার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা চলিত আইনানুসারে বেশী খাজানা দেওনের যোগ্য রাইয়তেরদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে সুতরাং ঐ চলিত আইনের মধ্যে পরগণার নিরিখ অনুসারে নূতন পাট্টা দিবার বিষয়ে ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের রদ না হওয়া ৭ ধারার বিধি গণ্য করিতে হইবেক॥

১৮১৬ সাল ১৫ মার্চ্চ ২৪৪ সংখ্যা।

১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণের মতে হুকুম আছে যে পোলীসের আমলারা শৈথিল্য করিলে তাহারদের এক মাসের মাহিয়ানার তুল্য জরীমানা হইবেক। কিন্তু কর্ম্মের শৈথিল্যের অতিরিক্ত যদি অন্য কোন বিশেষ মন্দাচরণের প্রমাণ হয় তবে সেই বিষয়ে ১৮০৭ সালের ৯ আইনের

১৯ ধারাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে সাধারন ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তিনি আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন।

১৮১৬ সাল ১ মে ২৪৬ সংখ্যা।

জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি ডিক্রীবিনা সাক্ষ্য বা স্পষ্টতঃ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ করা গিয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরার বিষয়ে যে ভুল হইয়াছিল তাহা শুধরণের নিমিত্তে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে এই২ কারণে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে ডিক্রীতে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরা সম্পর্কীয় যাহা২ লেখা থাকে তাহা সর্ব্ব প্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক।

১৮১৬ সাল ৮ মে ২৪৮ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাস আপীলের যে২ দরখাস্তের বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন হুকুম হয় নাই সেই দরখাস্তে যদি দেখা যায় যে আপেলাণ্ট ১৮১২ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার হেতু বা হেতু সকল স্পষ্ট করিয়া না লিখিয়াছে এবং যদ্যপি তাহার না লেখা কেবল অনবধানতা প্রযুক্ত হইয়াছে তবে সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত অবশেষ আরজী দাখিল করিতে আপেলাণ্টকে অনুমতি দেওয়া উচিত॥

১৮১৬ সাল ১৫ মে ২৪৯ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা হওয়াতে ঐ আদালতের সাহেবেরা উত্তর করিলেন যে সাক্ষির তলব করণের দরখাস্তের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৬ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২০ ধারার ১ প্রকরণে এই হুকুম হইল যে ঐ ঐ বিধি কেবল আসল নম্বরী মোকদ্দমা এবং নম্বরী অথবা খাস আপীলের বিষয়ে খাটে এবং সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না॥

১৮১৬ সাল ২২ মে ২৫০ সংখ্যা।

খাজানার সরাসরী মোকদ্দমা সদর আমীন অথবা মুনসেফের বিচার্য্য নহে॥

১৮১৬ সাল ৭ আগষ্ট ২৫৩ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধি ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারী ইত্যাদির দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমাতে অর্পিবার হুকুম ১৮১৩ সালের ৬

আইনের দ্বারা দেওয়া গেল অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারানুসারে সেই প্রকার সকল মোকদ্দমার যে মূল্য হউক তাহা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে ॥

১৮১৬ সাল ২১ আগষ্ট ২৫৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজ্ সাহেব ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে যে গতিকে জমীদার এবং তাহারদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কৃষাণেরদের উপর এত্তেলা জারী করিয়া যে বাকী খাজানার বিষয়ে বিরোধ আছে সেই বাকীর নিমিত্তে ঐ রাইয়তেরদের যোত ক্রোক করে কিম্বা বৎসরের শেষে তাহারদিগকে বেদখল করে সেই সেই গতিকে ঐ আইনের ১৫ ধারার বিধি খাটে কি না। ২। আমার এই রূপ জিজ্ঞাসা করণের কারণ এই যে রাইয়তেরা বারম্বার আমার নিকটে আসিয়া এই দরখাস্ত করিযাছে যে আমারদের উপর দাওয়ার যে অংশ আইন সিদ্ধ স্বীকার করি তাহা আদালতে দাখিল করিতে এবং অবশিষ্ট ভাগের বিষয়ে জামিন দিতে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে তাহার যথার্থতার বিষয়ে মোকদ্দমা করিতে প্রস্তুত আছি অতএব আমারদের যোত হইতে আমারদিগকে বেদখল করিতে ইজারদার এবং অন্যেরদিগকে আপনি নিবারণ করুন তাহাতে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে তুমি আদালতের মত এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে যে গতিকে ভূম্যধিকারী বিরোধী বাকী খাজানার বাবৎ আপনার রাইয়তের যোত ক্রোক করে অথবা বৎসরের শেষে তাহাকে বেদখল করে এমত গতিকে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধি খাটে কি না আমারদের উত্তর এই যে ঐ ধারার বিধি যদ্যপি কেবল কথিত বাকী খাজানার বাবৎ সম্পত্তি ক্রোকের বিষয়ে স্পষ্টরূপে খাটে তথাপি আমারদের বোধে যে বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সেই বিষয়ে ঐ বিধির ভাব যথার্থতানুসারে খাটাইতে হইবেক অর্থাৎ ঐ বিরোধী খাজানার বিষয় অগৌণে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তির জন্যে উক্ত ধারার যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সেই নিয়ম রাইয়ত প্রতিপালন করিলে ঐ আইনের ১৫ ধারা তাহারদের বিষয়ে খাটিবেক।

১৮১৬ সাল ৪ সেপ্টেম্বর ২৫৭ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা রাইয়তেরদিগকে পাট্টা লইতে এবং কবুলিয়ৎ দিতে কোন হুকুম ১৮১২ সালের ৫ আইনের মধ্যে নাই কিন্তু ভূম্যধিকারীরা ১৭৯৪ সালের

৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারে ॥

১৮১৬ সাল ২৬ ডিসেম্বর ২৬১ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে যোত্রহীনেরদের যে যে গতিকে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক না তাহা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় লেখা আছে এবং তাহার মধ্যে ওকালৎনামার নাম নাই অতএব যখন কোন যোত্রহীন আপনি উকীল মোকরর করে তাহার ওকালৎনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু যে যে গতিকে আদালতের দ্বারা উকীল নিযুক্ত হন সেই গতিকে ঐ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ওকালৎনামার আবশ্যক নাই কিন্তু যখন উকীল যোত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা মোকরর হন তখন ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ খাটে না সদর আদালতের এমত বোধ আছে।

১৮১৭ সাল ২৩ জানুআরি ২৬৩ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে বয়বলওফাক্রমে বন্ধক হওয়া সম্পত্তির উদ্ধারের নিমিত্তে যে একবৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ ধারার মধ্যে বিশেষরূপে লিখিত সংবাদ দেওনের তারিখ অবধি গণ্য করিতে হইবেক।

১৮১৭ সাল ২৯ জানুআরি ২৬৪ সংখ্যা।

এদেশীয় ইন্বেলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য পলটন উক্ত প্রকার ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য আছে অতএব ঐ আইনের দ্বারা তাহারা উপকার পাইতে পারে।

১৮১৭ সাল ১৯ ফিব্রুআরি ২৬৫ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে জজ্ সাহেব সরেজমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে পারেন কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আবশ্যক না হইলে সেই রূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে আমীন প্রেরণ করা উচিত নহে কিন্তু যত খাজানার দাওয়া হইতে পারে তাহার নির্ণয় করণের নিমিত্তে যদ্যপি সরেজমীনে গিয়া তদারক না করিলে হয় না তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের কোন বিধিতে সেই রূপ তদারক করণের হুকুম দিতে জিলার জজ্ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই।

১৮১৭ সাল ১৯ ফিব্রুআরি ২৬৬ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১০ ধারানুসারে যে নম্বরী মোকদ্দমা ডিসমিস

হয় তাহার বিষয়ে ১৭৯৫ সালের ২২ আগষ্ট তারিখে সদর দেওয়ানী আদালত এক সরকুলর পত্রের দ্বারা জিলা ও সহরের জজ্ সাহেবদিগকে জানাইলেন যে ঐ বিধানক্রমে যে যে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় ফরিয়াদীরা আইনানুসারে ঐ ঐ মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিতে পারে।

১৮১৭ সাল ২৬ মার্চ ২৭০ সংখ্যা।

তুমি সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাতে যদি মহাজনের খাতাবহী দেখাইবার আবশ্যক হয় তবে আদালত সেই খাতা মহাজনকে আনাইতে হুকুম করিতে পারেন কি না তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে ঐ প্রকার কাগজপত্র কোন সাক্ষির নিকটে আছে ইহা নিশ্চয় জানাগেলে অথবা ইহার অতিদৃঢ় অনুভব হইলে এবং সেই কাগজপত্র দাখিল করিতে ঐ সাক্ষিকে হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে যদি সেই ব্যক্তি ঐ কাগজপত্র তলব হওনের পর তাহা দাখিল করিতে অস্বীকার বা ক্রুটি করে এবং তাহা দাখিল না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দিতে পারে তবে সাক্ষিরদিগকে সাক্ষ্য দেওয়াইবার বিষয়ে ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারা এবং ৮ আইনের ২৫ ধারায় যে বিধি আছে তাহার ভাবানুসারে ঐ ব্যক্তির প্রতিকূলে কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ তাহার ৫০০ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইতে পারে এবং যাবৎ ঐ তলব হওয়া হিসাবের খাতা দাখিল করিতে কবুল না করে তাবৎ সে কয়েদ থাকিবেক।

১৮১৭ সাল ৯ আপ্রিল ২৭২ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারার ৫ প্রকরণেতে ক্ষমতা দেওয়া গেল এই কথার দ্বারা ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারার সাধারণ বিধি যে মতান্তর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ঐ ধারাতে হুকুম আছে যে টাকার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে জামিন দেওয়া গেলে সেই ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক এবং সেই ধারা অদ্যাপি চলন আছে।

১৮১৭ সাল ২ জুলাই ২৭৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত জ্ঞাত করিলেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে নানা প্রকার দলীল দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহার কোন প্রকারের মধ্যে খাতাবহী গণ্য করিতে হইবেক না।

১৮১৭ সাল ৯ জুলাই ২৭৭ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে সকল নালিশ

দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার সরাসরী রূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক কি নম্বরী মোকদ্দমায় যে সকল বিধি খাটে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ১০ ও ১১ ধারার লিখিত বিষয়ের সরাসরী রূপে নিষ্পত্তি করিতে আইনে কোন হুকুম নাই কিন্তু বয়বল ও ফারখত যে ব্যক্তির হাতে আছে সেই ব্যক্তি যদি আপনার দখলে থাকা ভূমি ছাড়িয়া দিবার আপত্তি করে তবে আদালত সরাসরী মতে সেই বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

১৮১৭ সাল ৯ জুলাই ২৭৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ১ প্রকরণে ভূমির ইজারদার এই কথার সাধারণ মতে অর্থ করিতে হইবেক এবং সেই কথার অর্থের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার দরগণ্য ইজারদার করা যাইবেক।

১৮১৭ সাল ২৯ ডিসেম্বর ২৮২ সংখ্যা।

১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৬ ও ১৯ ধারাতে যে বিষয়ের বিধান আছে সেই বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যখন কোন বাকীদার তহবীলদার অথবা অন্য আমলাকে কয়েদ করিতে জজ্ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন তখন জজ্ সাহেবের উচিত যে ঐ ঐ ধারার বিধানানুসার ছাড়া অন্য কোন প্রকারে কর্ম্ম না করেন অর্থাৎ বাকীদার যাবৎ টাকা না দেয় অথবা যে কাগজ পত্রের দাওয়া হইয়াছে তাহা দাখিল না করে বা সেই দাওয়া কাটিবার বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে জামিন না দেয় তাবৎ ঐ বাকীদারকে কয়েদ রাখেন এবং সেই মোকদ্দমা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় উপস্থিত ও নির্ব্বাহ হইবেক।

কোন বাকীদার তহসীলদার অথবা অন্য আমলাকে কয়েদ করণের জন্য যদি কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করেন তবে ঐ দেওয়ানী আদালত ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৬ এবং ১৯ ধারা বিনা অন্য কোন প্রকারে কার্য্য করিতে পারেন না অর্থাৎ যদি ঐ বাকীদার ঐ দাওয়া সমুদয় কি তাহার কতক অযথার্থ কহে এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের বিরুদ্ধে পনের দিবসের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার এবং আদালতে যত টাকার ডিক্রী হয় তাহা দিবার জামিন দাখিল করে তবে ঐ আদালত বাকীদারকে খালাস করিবেন ঐ জামিন দেওয়া গেলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক এবং নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

১৮১৭ সাল ২৯ ডিসেম্বর ২৮৪ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নগদ টাকা অথবা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী হইলে এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপেলাণ্ট আপীল আদালতে করা নিষ্পত্তি আমলে আনিবার নিমিত্তে উত্তম ও মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে প্রথম ডিক্রীজারী স্থগিত করিতে হইবেক।

১৮১৮ সাল ৪ ফিব্রুয়ারি ২৮৫ সংখ্যা।

যখন রেজিষ্টর সাহেবের সম্মুখে মিথ্যা শপথ হয় তখন তাহার উচিত যে আপনার রুবকারী জজ্ সাহেবের নিকটে পাঠান এবং যদি জজ্ সাহেবের এমত বিবেচনা হয় যে ঐ অপবাদিত ব্যক্তির নামে নালিশ করণের মাতবর হেতু আছে তবে তিনি সেই মোকদ্দমা সোপরদ্দ করিবেন এবং সেই সোপরদ্দ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজের দ্বারা হইলে তিনি যেরূপ করিতেন সেই রূপ তিনি সেই মোকদ্দমা আপনার কালেণ্ডরের মধ্যে অর্পণ করিবেন।

১৮১৮ সাল ৪ ফিব্রুয়ারি ২৮৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সালিসী নিযুক্তকরণের ভার যখন দেওয়ানী আদালতের প্রতি থাকে তখন রেজিষ্টর সাহেব যথাসাধ্য কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু যখন তাহারদিগকে তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিলে নহে তখন তাহারদিগকে মনোনীত করণের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কালেক্টর সাহেবকে এই কারণে দিবেন যে কানুনগো যে কর্ম্ম অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারেন এবং কালেক্টর সাহেবকে তাহার সম্বাদ না দিয়া কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে ইহার পূর্ব্বে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা নিবারণ হয়।

১৮১৮ সাল ১১ মার্চ্চ ২৮৭ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে যে ডিক্রী এবং অন্যান্য দলীল দস্তাবেজের নকল দাখিল হয় তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২২ ধারার দ্বারা মতান্তর করা ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার লিখিত বিধির ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে আপীল খাস হইলে বা না হইলে নম্বরী মোকদ্দমার আপীলী দরখাস্তের সঙ্গে যে সকল ডিক্রী। এবং অন্যান্য দস্তাবেজের নকল দাখিল হয় তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটিবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৪ ধারার দ্বারা ইষ্টাম্পের

মাসুল হইতে যে ওকালৎনামা এবং অন্যান্য দস্তাবেজের ক্ষমা হইয়াছিল তাহা বর্জিত থাকিবেক সদর আদালত আরো সেই সময়ে আপনার এই মত জানাইলেন যে যে ডিক্রী এবং অন্যান্য দস্তাবেজের নকল রোয়দাদে রাখিবার নিমিত্তে দাখিল না হয় তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২২ ধারার দ্বারা মতান্তর করা বিধি খাটে না।

১৮১৮ সাল ৯ জুলাই ২৯২ সংখ্যা।

যে কাগজে নিরূপিত ইষ্টাম্প নাই সেই কাগজে লিখিত কোন দলীল কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না অথবা দাখিল হইতে পারে না কিন্তু যদি ফরিয়াদী অন্য কোন সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারে তবে সেই প্রকার সাক্ষ্য লইতে আদালতের প্রতি নিষেধ নাই।

১৮১৮ সাল ৯ জুলাই ২৯৩ সংখ্যা।

যদ্যপি ডিক্রীদার আপন ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য কোন সম্পত্তি না পাওয়া যায় তবে তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার উপর ঐ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে খাতকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহা জারী না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রীদার তাহা জারী করিতে পারে।

যে কাগজে নিরূপিত ইষ্টাম্প নাই এমত কাগজ লিখিত দলীল দস্তাবেজ সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না অথবা তাহা কোন আদালতে দাখিল হইতে পারে না॥

১৮১৮ সাল ১১ ডিসেম্বর ২৯৭ সংখ্যা।

১৮১৭ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের ৩০০ নম্বরী আইনের দ্বারা বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩২ ধারাক্রমে খাজানার বিষয়ী সরাসরী মোকদ্দমায় নিযুক্ত উকীলেরা নম্বরী মোকদ্দায় যে রসুম পাইতেন সেই রসুমের সিকী পাইবার তাঁহারদের স্বত্ব আছে। কিন্তু ২৯৫ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা ১৮১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে বিধান হইল যে ঐ ধারা ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে হুকুম হইয়াছে যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১১ প্রকরণের বিধি যে রূপে কসুরক্রমে ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার সরাসরী আপীলের বিষয়ে খাটে তেমনি ঐ সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়েও

খাটে। অতএব আদালতের বিচারক ঐ রসুম কমাইয়া যত টাকা ওয়াজিবী বোধ হয় তত টাকার রসুমের হুকুম করিতে পারেন।

১৮১৯ সাল ২৮ মে ৩০২ সংখ্যা।

যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি খাটিতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণে লেখে যে "ইংরাজী ১৮১৫ সালের ফিব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুম মতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না।

১৮১৯ সাল ৩ সেপ্টেম্বর ৩০৬ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত প্রবিন্স্যল আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে লিখিলেন যে ঐ প্রবিন্স্যল আদালতের আমলারদের কোন বিশেষ কুক্রিয়া প্রমাণ না হইলেও যদি তাহারা অপারগ অথবা বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয় তবে তাহারা কর্ম্ম হইতে তগীর হইতে পারে। পুনশ্চ কোন আমলার পদের আইনানুসারে যে লাভ হইতে পারে যদি তাহার তদপেক্ষা অধিক সম্পত্তি হয় এবং যদি সেই টাকা সঞ্চয়ের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারে তবে তাহাই তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ করণের মাতবর কারণ জ্ঞান হইবেক।

১৮১৯ সাল ১৯ নবেম্বর ৩০৮ সংখ্যা।

বাবু গোবিন্দ দাস ফরিয়াদী কুসাগর আসামী এই মোকদ্দমায় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ হওয়া যোত্রহীন কর্জ্জা খাতকের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে যে বিধি আছে তদনুসারে কয়েদ হওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে ঐ আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার বিধির অনুসারে কর্জ্জা খাতকের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিকা আদালতে দাখিল হইলে এবং সেই সকল সম্পত্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জ্জের সংখ্যার বিষয়ে এবং ডিক্রীক্রমে সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির কেবল এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ৬৪ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে

খাতককে যে সময়ের অতিরিক্ত কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৮১৯ সাল ১৭ ডিসেম্বর ৩০৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কয়েদী ব্যক্তি যে টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়াছিল সেই টাকা পরিশোধ করিলে যদি কেবল মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কয়েদ থাকে তবে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।

১৮২০ সাল ১ জানুসারি ৩১০ সংখ্যা।

নাবালকের অধ্যক্ষের বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি ঐ নাবালক বিধবার স্বামীর দত্তক পুত্র হয় তবে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে জিলার আদালতের জজ সাহেবের কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ আইনে হুকুম আছে যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় নাবালক জমীদার যদি এই মত জমীদারীর এক জন অংশী হয় এবং যদ্যপি অন্যান্য সকল অংশিরা অযোগ্য না হয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ নাবালক জমীদারের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং জিলার জজ সাহেব সেইরূপ একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮০০ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিতমতে তাহার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

১৮২০ সাল ১ আপ্রিল ৩১২ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ১ আইনক্রমে মুরশিদাবাদে স্থিত সম্পত্তি হস্তান্তর করণার্থে কলিকাতাস্থ একজন উকীল ইষ্টাম্প রহিত কাগজে যদি এক দানপত্র প্রস্তুত করেন এবং যদি সম্পত্তিদাতা তৎসময়ে কলিকাতায় বাস করে এবংসম্পত্তি গ্রহিতা মুরশিদাবাদে বাস করে তবে সেই দানপত্র কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮২০ সাল ৫ মে ৩১৩ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারায় যে উপকারি বিধান আছে তাহা লাখেরাজদারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার মধ্যে কেবল জমীদার অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারিরা একেবারে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের বিষয় লেখে অতএব অন্য কোন প্রকার জমীদারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

১৮২০ সাল ৫ মে ৩১৪ সংখ্যা।

বোধ হয় যে ১৮২০ সালের ৩ আইনের বিধিতে কেবল এই নিষেধ

আছে যে পথিক ব্যক্তির অথবা গমনশীল ফৌজের সাহায্যের জন্যে বল পূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে বাহক কিম্বা মজুরের ন্যায় বেগার ধরিতে হইবেক না। এবং তাহার দুই নিয়ম আছে প্রথম ঐ পথিক লোক অথবা ফৌজ স্বয়ং মজুরকে এইরূপে ধরিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় দেওয়ানীর কার্য্য-কারকেরা সেই লোককে ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে ধরিবেন না। এই বর্জ্জিত কথা ব্যতিরেকে ১৮০৬ সালের ১১ আইনের বিধি বলবৎ আছে।

১৮২০ সাল ২ জুন ৩১৬ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাকীদার অথবা তাহার চাকর যদি ক্রোক হওয়া সম্পত্তি বলে বা ছলে স্থানান্তর করে তবে ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৪ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে সরাসরীরূপে যে কার্য্য করিতে হয় তাহার বিষয়ে কি মিয়াদ নিরূপণ আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করি তেছেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারানুসারে সরাসরীরূপে যে কার্য্য করিতে হয় তাহাতে ক্রোক হওয়া সম্পত্তি স্থানান্তর করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের জরীমানার হুকুম করণের বিধি আছে অতএব যে কার্য্যের দ্বারা আদালতে ঐ মোকদ্দমা হইল ঐ কার্য্য হওন অবধি এক বৎসরের মধ্যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৬ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক কিন্তু যখন কালেক্টর সাহেব কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তখন সরকার ফরিয়াদী অতএব যদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওনের উপযুক্ত হেতু দেখান যায় তবে অধিক মিয়াদ দেওয়া যাইতে পারে। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারাতে যে সরাসরী নালিশের বিষয় লেখে তাহা ক্রোক হওয়া সম্পত্তি বেআইনীতে উদ্ধার করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে দণ্ড হয় তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সেই কার্য্য অপরাধ হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হই বেক কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হন (এবং ফলতঃ কালেক্টর সাহেবের কি গবর্ণমেণ্টের নালিশ করা একি কথা) তবে বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে এক বৎসর অতীত হইলেও নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে।

১৮২০ সাল ৭ জুলাই ৩১৮ সংখ্যা।

১৮১৮ সালের ১২ আইনের শেষ ধারাতে যে বিশেষ অপরাধের বিষয় লেখে তাহা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে করা অপরাধ জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই অপরাধের বিষয়ে ভূম্যধিকারিরদের ও পোলীসের কার্য্যকারকেরদের রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য এবং যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিতে না চাহে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমার বিষয় ছুষ্ট উচিত বোধ করিলে সরকারের পক্ষে

নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন। অতএব যে মোকদ্দমা মাজিস্ট্রেট সাহেব হেয় করিতে উচিত বোধ করেন যদি কেবল সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ না হয় তবে আপোসে মিলনের দ্বারা পোলীসের যে কোন ভারি ক্ষতি হয় তাহা নিবারণ করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা থাকা উচিত। জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে অপরাধী ব্যক্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে যদি এই নিয়মানুসারে আপোসে মিল হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিবেক না এবং অপরাধী চোরা জিনিস ফিরিয়া দিবেক তবে দেওয়ানী আদালত সেই প্রকার বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে তাঁহারা পারেন না। যেহেতুক যথার্থ শাসনের এই রূপ বিফলতা করণের প্রবৃত্তি যদি দেওয়া যায় তবে সর্ব্বসাধারণের অপকার আছে। এবং ঐ আইনের শেষ ধারাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নালিশ করণ বা না করণের অনুমতি দেওনের কেবল এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে অপরাধী ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রকাশ করণ অথবা ফরিয়াদীর সময় না হরণ ও ক্লেশ না দেওন।

১৮২০ সাল ২১ জুলাই ৩১৯ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যে সকল ব্যক্তি নম্বরী বা সরাসরী ডিক্রীক্রমে কয়েদ আছে তাহারা সকলেই ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার নিয়ম ক্রমে খালাস হইবার দাওয়া করিতে পারে। কিন্তু যে স্থলে দেওয়ানী আদালতের নম্বরী অথবা সরাসরী মতে কোন ডিক্রী হয় নাই সেই স্থলে তাহারা সেই রূপ দাওয়া করিতে পারে না।

১৮২০ সাল ২৮ জুলাই ৩২০ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবের সিরিশ্‌তার একজন আমলা হইলে সেই নিমিত্তে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে তাঁহার নিকটে অর্পণ হওয়া কোন মোকদ্দমা বিচার করিতে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যেহেতুক ঐ ধারার মধ্যে যে হুকুম আছে অর্থাৎ নিষ্কর রূপে ভূমির ভোগ দখল করণের স্বত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত হইলে তাহা তজবীজ হওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করিতে হইবেক এই বিধি সাধারণ এবং প্রতিপালন না করিলে নয়। ফরিয়াদী চাহিলে সেই দাওয়া আদৌ কালেক্টর সাহেবের নিকটে করিতে পারিত এবং তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তাহা আমার এলাকার অধিকারের মধ্যে নয় বলিয়া কদাচ তাহা না মঞ্জুর করিতে পারিতেন না।

১৮২০ সাল ১৮ আগষ্ট ৩২৫ সংখ্যা।

যদি মহাজন কোন ব্যক্তিকে টাকা কর্জ দিলে তাহা মহাজনের বহীর এক স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় খাতকের খতের ডৌলের অনুসারে লেখা গেল এবং যদি তাহার উপর সুদ চলে ও খাতক এবং সাক্ষী তাহাতে সহী করে তবে ঐ পৃষ্ঠার কাগজে কোন ইষ্টাম্প না থাকাতে সেই লিপি সাদা কাগজের খতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং আদালতে তাহা কোন প্রকারে মঞ্জুর হইতে পারে না।

১৮২০ সাল ১ সেপ্‌টেম্বর ৩২৬ সংখ্যা।

বর্দ্ধমানের রাজা দরখাস্ত করিলেন যে আমার জমীদারীর পত্তনি তালুক অন্য জিলাতে থাকিলেও বর্দ্ধমান জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বাকীর জন্যে নীলাম হয়। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারায় হুকুম আছে যে ঐ পত্তনি তালুক যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ও সেই জিলার কাছারীতে নীলাম হইবেক এবং সদর আদালত ইহার বিপরীত হুকুম দিতে পারেন না।

১৮২০ সাল ১ সেপ্‌টেম্বর ৩২৭ সংখ্যা।

১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারাতে হুকুম আছে যে বেআইনী মতে সম্পত্তির ক্রোক হইলে ঐ ক্রোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের যাহা লোকসান হইয়াছিল তাহার মূল্য সে ফিরিয়া পাইবেক এবং তত্তুল্য টাকা তাহার ক্ষতি পূরণ বলিয়া তাহাকে দেওয়ান যাইবেক। সদর আদালত এইক্ষণে বোধ করেন ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার সেই রূপ অভি প্রায় ছিল। ঐ বিধিতে আরো এমত হুকুম আছে যে রাইয়ত সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা সেই রূপ প্রতিকার পাইতে পারে অথচ তাহার পূর্ব্বে কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা তাহার সেই রূপ প্রতিকার পাওনের উপায় ছিল কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে কত টাকার ডিক্রী করিতে হইবেক এই বিষয়ে ঐ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার দ্বারা কিছু বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

১৮২০ সাল ১ সেপ্‌টেম্বর ৩২৮ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাহার পূর্ব্বকার আইনের কেবল এই মাত্র বিশেষ হইল যে যে ডিক্রীক্রমে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহার সংখ্যা যদি ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ আইনের

এমত অভিপ্রায় নহে যে ঐ ছয় মাসের মধ্যে ১৮০১ সালের যোত্রহীনেরদের বিষয়ী আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস পাইতে পারে না।

১৮২০ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর ৩২৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আগামি ছয় মাসীয় নীলামের নিমিত্তে জমীদারের তরফে দরখাস্ত দাখিল করণের যে দিবস নিরূপণ আছে তাহা পরবের মধ্যে পড়িল অতএব ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুসারে তৎপরে যে প্রথম দিবসে দেওয়ানী আদালতের কাছারী হয় সেই দিবসে তাহারদের ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক এবং সেই দিবসের পর এক মাস অতীত না হইলে নীলাম হইবেক না।

১৮২০ সাল ১৭ নবেম্বর ৩৩০ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পশ্চাৎ লিখিত মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারার কি রূপ অর্থ করিতে হইবেক বিশেষতঃ এক জন মালগুজারের স্থানে সন হালের এবং পূর্ব্ব সালের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হইল এবং সেই ব্যক্তি তাহা না দেওয়াতে দেওয়ানী জেলে কয়েদ হইল তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল যে এই দাওয়া যথার্থ নহে এবং নিয়ম মত জামিন দিয়া খালাস হইলে পরে ঐ দাওয়া যথার্থ কি না ইহার বিচার হওনার্থে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিল অতএব জিজ্ঞাসা করি যে সেই রূপ মোকদ্দমা সরাসরী মত কি নম্বরী মতে বিচার করিতে হইবেক আমার বোধ হয় যে উক্ত আইনানুসারে সেই প্রকার মোকদ্দমা সকল সরাসরী মতে বিচার্য্য জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সরাসরী হুকুম ও বিচারের দ্বারা সেই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেও সেই আইনে বিশেষ হুকুম আছে বোধ হয় কিন্তু এই বিষয়ে অন্যেরদের এই প্রকার অভিমত না হওয়াতে আমি তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মত জানিবার নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে অর্পণ করিতেছি। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ বাকীদার মালগুজারেরা ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে যে নালিশ করে তাহা কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইতে পারে।

১৮২০ সাল ২২ ডিসেম্বর ৩৩২ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারানুসারে খাজানার বাকী যদি ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার যে সরাসরী নালিশ করা যায় তাহা মুনসেফ লইতে ও বিচার করিতে পারেন কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর

করিলেন যে খাজানার বিষয়ী সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে মুনসেফের ক্ষমতা নাই।

১৮২১ সাল ২৯ ডিসেম্বর ৩৩৩ সংখ্যা।

যখন কথিত বাকীদার জামিন দিয়াছে এবং যে বাকী রাজস্ব তাহার স্থানে দাওয়া হয় তাহার যথার্থতার বিষয়ে বিচার করাওনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তখন দেওয়ানী আদালত তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় না করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে পারেন।

১৮২০ সাল ২৯ ডিসেম্বর ৩৩৪ সংখ্যা।

কোন এক দেওয়ানী আদালতের খাজাঞ্চী টাকা তছরূপ করিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জজ্ সাহেবের উচিত যে ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের অনুসারে সেই বিষয়ের সরাসরী তদারক করেন এবং যে বিশেষ টাকার ঐ খাজাঞ্চীর নিশা করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে এক সরাসরী ডিক্রীতে হুকুম দিতে হইবেক এবং যে পর্য্যন্ত সেই রূপ ডিক্রী না হয় সেই পর্য্যন্ত জজ্ সাহেব ঐ আমলার তছরূফ করা টাকা আদায় করিতে পারেন না।

১৮২১ সাল ২ ফিব্রুআরি ৩৩৫ সংখ্যা।

যে নাবালকের জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নয় তাহার নাবালকী থাকিতে তাহার অছি অথবা অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত থাকিবেন এবং ঐ ব্যক্তি নাবালক না হইলে যে রূপে মোকদ্দমা এবং জওয়াবের বিধানের মতাচরণ করিত সেই রূপে তাহার অছি ও সরবরাহকার আচরণ করিবেক।

নাবালক অথবা অযোগ্য ভূম্যধিকারির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা উত্থিত হয় তাহাতে সরবরাহকার কোর্ট ওয়ার্ডসের স্থানে যে সকল হুকুম পায় তদনুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ও নালিশের জওয়াব দিবেক। কিন্তু ঐ প্রকার মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সরকারের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি না থাকা প্রযুক্ত ঐ সরবরাহকার সরকারের উকীলের সাহায্যের বিষয়ে দাওয়া করিতে পারে না।

১৮২১ সাল ২৩ ফিব্রুআরি ৩৩৭ সংখ্যা।

ক্রোকের বিধান সাধারণ রূপে লেখা আছে অতএব তাহা যেমন মাল-গুজারীর ভূমির বিষয়ে খাটে তেমনি নিষ্কর ভূমির খাজানার বিষয়েও খাটে।

১৮২১ সাল ১৮ মে ৩৩৮ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমার আপীল্ হইলে তাহার কি মূল্যের

ইষ্টাম্প কাগজ লাগিবেক তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ মোকদ্দামতে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাহারদের রসুমের বিষয়ে ঐ আপীল সরাসরী আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ ধারার ১২ প্রকরণ দৃষ্টে সদর আদালত বোধ করেন যে জাবেতামত আপীলে যেরূপে কার্য্য হইয়া থাকে সেই রূপে ঐ ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। অতএব এই অভিমতানুসারে এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি দৃষ্টে ঐ আপীলে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের রসুম আদালতে আমানৎ করিয়া রাখিতে হইবেক।

১৮২১ সাল ২৫ মে ৩৩৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বন্ধক দেওনিয়া খাতক যে টাকা কর্জ লইয়াছিল তাহার আসল টাকা যদি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে যে ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল সরাসরী হুকুম ক্রমে ফিরিয়া পাইতে পারে এবং বন্ধক লওনিয়া মহাজনের দখলে ঐ ভূমি যতকাল ছিল ততকাল তাহার জমা খরচের হিসাবের মুখে তাহার সুদ বাবৎ যাহা দেনা হয় তাহার নিষ্পত্তি তৎপরে হইতে পারিবেক।

যদি বন্ধক দেওনিয়া কহে যে কর্জের আসল টাকা ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা শোধ হইয়াছে এবং যে বন্ধক লওনিয়ার দখলে ঐ ভূমি ছিল সে যদি কহে যে ইহা সত্য নহে তবে এই বিষয়ের সরাসরী মতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

কিন্তু যদি বন্ধক দেওনিয়া খাতক সেই কথা পুনর্ব্বার কহে এবং কেবল আপনার ভূমির ভোগ দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে আসল টাকা আদালতে আমানৎ করে তবে সে ব্যক্তি সুতরাং ঐ আমানৎ হওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে তৎপরে বন্ধক লওনিয়া মহাজনের নামে নালিশ করিতে পারে এবং যদি বন্ধক দেওনিয়া খাতক এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই টাকা আমার দেনা ছিল না তবে তাহা খরচা সমেত ফিরিয়া পাইতে পারে।

১৮২১ সাল ২১ জুন ৩৪১ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন ব্যক্তি খতের টাকা দেওনের বিষয়ে জামিন হইলে এবং জামিনী স্বীকার স্বরূপ সেই খতে আপনার নাম লিখিলে সেই ব্যক্তির নামে খাতকের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে সেই ব্যক্তির নামে নালিশ হইতে পারে যেহেতুক সেই

কর্জ্জেতে উভয় ব্যক্তিই দায়ী অতএব সেই জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্ত আসল কর্জ্জের তুল্য মূল্যের স্বতন্ত্র ইষ্টাম্প কাগজে রীতিমতে জামিনী লিখিবার কোন প্রকার আবশ্যক নাই।

কোন বাটী বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর হইলে যদি বিক্রেতা খরীদের টাকা পাইবার রসিদ আসল বিক্রয় পত্রের পৃষ্ঠে লেখে তবে তাহা প্রচুর জ্ঞান হইবেক না সেই হস্তান্তরের বিষয়ে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এক স্বতন্তর রসিদ অর্থাৎ কবুল উষুল দাখিলা না হইলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮১২ সাল ৬ জুলাই ৩৪৩ সংখ্যা।

যে পেন্স্যনের স্বত্ব রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর কিম্বা বহাল হয় নাই এমত পেন্স্যন না দেওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে না।

১৮২১ সাল ৩ আগষ্ট ৩৪৬ সংখ্যা।

১০০ বিঘার অধিক যে লাখেরাজ ভূমি ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে দুই বা ততোধিক দানপত্র ক্রমে হস্তান্তর হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দানে যদি ১০০ বিঘার অধিক না হয় এবং যদি ঐ জমীদার ঐ প্রত্যেক দানে কত ভূমি ছিল তাহা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে কোন প্রকারে নির্ণয় করিতে পারিলেন না তবে সেই সকল ভূমির খাজানা পাইবার নিমিত্তে তিনি একি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত মোকদ্দমা নিষেধ করিতে ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৪ এবং ১৯ আইনের কোন বিধানের অভিপ্রায় ছিল এই মত স্পষ্ট হয় না অতএব তাঁহারদের বোধে এই প্রকার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা উচিত এবং তাহার পরে ঐ মোকদ্দমা আইন সিদ্ধ কি না তাহা এবং ফরিয়াদীর স্বত্ব মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবেক।

১৮২২ সাল ২৬ আপ্রিল ৩৪৯ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রীজারী ক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কাহার দ্বারা নীলাম হইবেক তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব তাহা নীলাম করিবেন।

১৮২৩ সাল ১৪ জানুআরি ৩৫১ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখের তোমার চিঠী

পাইয়াছেন রামচন্দ্রওয়া তোমার আদালতে যে নালিশের আরজী দিয়াছে তাহার এক নকল তাহার মধ্যে পাঠাইয়াছে এবং তুমি আদালতকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে ঐ কর্জ প্রথমে নাগপুরে হয় এবং এই মোকদ্দমার হেতু অর্থাৎ খত তাহাতে আলাহাবাদে দস্তখৎ হয় এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে আসামীরা নাগপুরে বাস করিতেছিল অতএব মোকদ্দমা আমার শুননির যোগ্য কি না। তাহাতে এই উত্তর দিতে হুকুম পাইয়াছি যে এই মোকদ্দমা যাহাতে তোমার বিচার্য্য হইতে পারে এমত কোন কারণ সদর দেওয়ানী আদালত দেখেন না। মোকদ্দমার হেতু অর্থাৎ কর্জ অন্য রাজার দেশের মধ্যে হইয়াছিল এবং আসামীরা নিয়ত সেখানে বাস করিতেছে তৎপরে তোমার এলাকার মধ্যে খতে দস্তখৎ হইল কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না যেহেতুক ঐ খত মোকদ্দমার হেতু কহা যাইতে পারে না ঐ কর্জ মোকদ্দমার হেতু এবংঐ খত ঐ কর্জের প্রমাণ অতএব সদর আদালতের বোধে তুমি এই মোকদ্দমা শুনিতে পার না।

১৮২৩ সাল ১৯ ডিসেম্বর ৩৫৯ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ধারায় এমত হুকুম আছে যে আইনমতে যে সুদ লওয়া যাইতে পারে তাহা বৃদ্ধি হইয়া যদি আসল টাকা হইতে অধিক হয় তবে আসল টাকা অপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী হইতে পারে না। ঐ ধারার হুকুম দৃষ্টে সদর আদালত বিধান করিছেন যে নালিশ উপস্থিত করণের পর যদি সুদ এমত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে আসল টাকা হইতে অধিক হইয়াছে তবে ঐ ৬ ধারার নিষেধ খাটিবেক না যেহেতুক ঐ সুদের ঐ প্রকার বৃদ্ধি ফরিয়াদীর গতিক্রিয়া প্রযুক্ত হয় নাই।

১৮২৪ সাল ২৫ জুন ৩৯৬ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে জিলার দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় এক্টিং রেজিষ্টর শ্রীযুত জাক্সন সাহেব যদি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে জিলার কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তবে দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে পারেন কি না অথবা দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের কার্য্যে তাঁহাকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করণের আবশ্যক আছে কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ সাহেব দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণের কার্য্যে নিযুক্তই আছেন অতএব কিছু কালের নিমিত্তে কালেক্টরী কার্য্যের ভার পাইলে উক্ত আইনানুসারে রেজিষ্টরী কার্য্যে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করণের আবশ্যক নাই।

১৮২৪ সাল ২ জুলাই ৩৬৭ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ফৌজদারী আদালতে যে ফরিয়াদীর নালিশ ডিসমিস হইয়াছে সেই ফরিয়াদীর নামে প্রকৃত খরচার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালতের এই বিধান হইল যে দেওয়ানী আদালতে এই প্রকার মোকদ্দমা হইতে পারে না যেহেতুক ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইলে বিবাদীর কোন এক জনের যাহা নিতান্ত খরচ হইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়াইতে ঐ আদালত যথার্থ ও উচিত বোধ করিলে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু যদ্যপি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ব্যক্তির খরচা ফিরিয়া পাওয়া আপনার বোধে যথার্থ উচিত হয় সেই ব্যক্তিকে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইতে বিস্মৃতিক্রমে হুকুম না দিয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত করিলে পর তাহাকে তাহা পশ্চাতের হুকুমের দ্বারা ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন।

১৮২৪ সাল ২১ সেপটেম্বর ৩৭০ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ১৭ আইনের মর্ম্ম ও অভিপ্রায় যেমন জমীদারীর বিষয়ে খাটে তেমনি অন্য সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে।

১৮২৪ সাল ৩১ ডিসেম্বর ৩৭২ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ২ আইনের বিধি বাকী খাজানার জন্যে কয়েদ হওয়া সকল ব্যক্তির প্রতি খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত আপনার এইমত জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি দেওয়ানী আদালতের নম্বরী কিম্বা সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে খাটে কিন্তু যে গতিকে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সেই গতিকে সেই ধারা খাটে না।

১৮২৫ সাল ২১ জানুআরি ৩৭৪ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালতের নিকটে জিজ্ঞাসা হইল যে কোন ব্যক্তির সিন্ধমারীর অপরাধ হইলে যদি সেই ব্যক্তি যে গ্রামে সিন্ধমারী হইল সেই গ্রাম ছাড়া অন্য গ্রামের চৌকীদার ছিল তবে দায়েরসায়েরীতে সোপর্দ্দ করণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আপনার হুকুমের কোন বৈলক্ষণ্য করা উচিত ছিল কি না।

তাহাতে সদর নিজামৎ আদালত আপনার এই মত জানাইলেন যে চোরা মাল যদি চোরের বিশেষ জিম্মায় ছিল তবে তদ্দ্বারা তাহার অপরাধ অতি

ভারী হয় বটে কিন্তু ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিশেষ কথানুসারে বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি চৌকীদার বা বরকন্দাজ কি পোলীসের আমলার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকন সময়ে যদি তাহার নামে সিন্ধ-মারীর তহমৎ হয় এবং যদি সেই অপরাধের মাতবর প্রমাণ বোধ হয় তবে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার বিচার হওনার্থে অবশ্য তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে হইবেক।

১৮২৫ সাল ৪ ফিব্রুআরি ৩৭৫ সংখ্যা।

তোমার পত্রের মধ্যে তুমি যে নিয়ম লিখিয়াছ অর্থাৎ জাবেতামত মোকদ্দমার তজবীজ যদি এক তরফা আরম্ভ হইয়া থাকে তথাপি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমা রুবকার হওনের কোন সময়ে আসামীর আরজীর জওয়াব দাখিল করিবার অধিকার আছে ইহাতে সদর আদালত সম্পূর্ণ সম্মত হইতে পারেন না বরং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধির ঠিক অর্থ করিলে যে মিয়াদ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১১ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামায় নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যদি আসামী স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হয় তবে তাহার পর উপস্থিত হইলেও তাহার মোকদ্দমা একতরফা রূপে রুবকার হইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ঐ বিধানের ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিধান করিতেছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি আসামী হাজির হইয়া এমত খাতিরজমার প্রমাণ দেয় যে আমি জানিয়া শুনিয়া কসুর করি নাই তবে মোকদ্দমার বিচার একতরফা আরম্ভ হইলেও তাহাকে জওয়াব দাখিল করণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে এবং যদি মোকদ্দমার তহকীক করণের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হয় তবে আপনার বিষয় সাব্যস্ত করণের নিমিত্ত সাক্ষ্য দিতে অনুমতি হইতে পারে।

যদি আসামী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে কোন সময় হাজির হইয়া এমত প্রমাণ দেয় যে আমি জানিয়া শুনিয়া কসুর করি নাই তবে মোকদ্দমার একতরফা বিচার আরম্ভ হইলেও সিরিশ্‌তায় জওয়াব দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ জওয়াব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি হইতে পারে।

১৮২৭ সাল ৮ আপ্রিল ৩৭৭ সংখ্যা।

মুরশিদাবাদের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে শ্রীযুত

নওয়াব নাজিমের পক্ষে মোকদ্দমা হইতে পারে কি না। তাহাতে উত্তর হইল যে গবর্ণমেন্ট নওয়াব নাজিমকে স্বাধীন রাজার ন্যায় জ্ঞান করেন কি না এই বিবেচনায় ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবেক এবং সদর আদালত পরামর্শ দিলেন যে এই বিষয় একেবারে গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

১৮২৫ সাল ১০ আপ্রিল ৩৮০ সংখ্যা।

সদর আদালত এমত বোধ করেন না যে রাইয়ত যদি কবুলিয়ত না লিখিয়া দিয়া থাকে তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে জমীদার তাহার নামে সরাসরী নালিশ করিতে পারেন না বরং জিলার আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দাখিলা এবং উভয় বিবাদীর হিসাব কিতাব প্রভৃতি তজ বীজ করিয়া যে বাকী টাকা প্রকৃতার্থ ও ওয়াজীবি দেনা হইবার প্রমাণ হয় ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের নিরূপিত মতে তাহার ডিক্রী করেন।

১৮২৫ সাল ২২ আপ্রিল ৩৮১ সংখ্যা।

১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণের বিধি ডাকাইতী ও চুরী হওয়া যে বস্তু পোলীসের আমলারা পানি তাহার বিষয়ে খাটে কিন্তু পোলীসের আমলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির বিষয়ে তাহা খাটেনা অথচ তাঁহারা প্রশংসা যোগ্য কর্ম্ম করিলে পুরস্কার পাইতে পারেন কিন্তু ঐ পুরস্কার দেওনের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতি চাহিতে হইবেক।

১৮২৫ সাল ২২ আপ্রিল ৩৮২ সংখ্যা।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে রাইয়তেরদিগকে ডাকাইয়া আনিতে যে ক্ষমতা জমীদারকে দেওয়া গেল সেই ক্ষমতার সীমা নিশ্চয় করিতে সদর দেওয়ানী আদালত স্বীকৃত হইলেন না এবং সদর আদালত কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে কোন অনাবশ্যক অথবা বেআইনী কাঠিন্য রাইয়তেরদের প্রতি হইয়াছে কি না ইহা তিনিই নিশ্চয় করিবেন।

১৮২৫ সাল ১৯ আপ্রিল ৩৮৫ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কোন রাইয়ত যদি এক বিশেষ খণ্ড ভূমি কৃষি করিতে নীলকর সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এবং তৎপরে ঐ বন্দোবস্ত এড়াইতে চাহে তবে ঐ নীলকর সাহেব ১৮২৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা জোর করিয়া সেই রাইতকে ঐ বন্দোবস্ত প্রতি

পালন করাইতে পারেন কি না অথবা কবুলিয়তে যে জরীমানা লেখা থাকে কেবল তাহার বিষয়ে তাহার নামে নালিশ করিতে পারেন কি না।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব আপনার চাকরের দ্বারা ঐ ভূমি কৃষিকরিতে পারেন না এবং রাইয়তকে আপনার কবুলিয়তের নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবার নিমিত্তে পোলীসের সহকারীতার দাওয়া করিতে পারেন না। এই মত হইলে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে যেরূপ হুকুম আছে তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রকারে আইন মতে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব প্রতিকার পাইতে পারেন না।

১৮২৫ সাল ২৭ মে ৩৮৬ সংখ্যা।

কালেক্টর সাহেবের হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করণ অথবা নামাননের বিষয়ে যদি ঐ কালেক্টর সাহেব জমীদারী জব্দ করণের বিষয়ে নালিশ করেন তবে যে জমীদারী জব্দের বিষয়ের কালেক্টর সাহেব নালিশ করেন তাহার সদর জমার অনুসারে মোকদ্দমার মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং যে বাকী পড়িয়াছে তাহার সংখ্যানুসারে মোকদ্দমার মূল্য হইবেক না।

১৮২৫ সাল ৩ জুন ৩৮৮ সংখ্যা।

নিজামৎ আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যাহারা লবণের চরে বিনানুমতি রূপে কৃষি করে তাহারদের স্থানে ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারায় যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কিরূপে আদায় করিতে হইবেক। তাহাতে নিজামৎ আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ জরীমানা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবেক তাহা ঐ আইনে লেখা নাই অতএব আমাদের বোধ হয় যে যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি তাহা দিতে ত্রুটি করিলে সেই জরীমানার পরিবর্ত্তে ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করা উচিত।

১৮২৫ সাল ২৭ জুন ৩৯৩ সংখ্যা।

এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহা বলিয়া বন্ধক দেওনিয়া খাতককে বেদখল করিয়া বন্ধকী ভূমির খরীদারকে তাহার দখল দেওয়াইলেন যে ঐ বিক্রীত ভূমির উদ্ধার হইয়াছে অথচ বিরোধের সময় পর্য্যন্ত ঐ ভূমি কখনো খরীদারের দখলে ছিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মত কর্ম্ম করণেতে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন।

১৮২৫ সাল ২৪ জুন ৩৯৪ সংখ্যা।

নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেবেরা জমীদার কি ভূম্যধিকারী নহেন অতএব

তাঁহারা রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন না কিম্বা জোর করিয়া তাহারদিগকে হাজির করাইতে পারেন না।

১৮২৫ সাল ২৪ জুন ৩৯৫ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমা যখন সালিসীতে অর্পণ হয় তখন যে আদালতে তাহা উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সালিসেরদের অনৈক্য প্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে তাহারদের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হওনের সম্ভাবনায় সেই বিষয়ের শেষ করণার্থে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারাতে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার কোন এক নিয়ম মতে সালিসেরদের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে সম্মত করান যদি ঐ নিয়ম একরারনামার মধ্যে না লেখা গিয়া থাকে এবং সালিসেরা অনৈক্য হয় তবে তাহারদের সকল কার্য্য অসিদ্ধ হইবেক এবং সেই মোকদ্দমার সালিসী গোড়া অবধি নূতন করিতে হইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ঐ ধারার মধ্যে একরারনামার নিয়মের বিষয়ে যে২ উদ্যোগ করণের হুকুম আছে সাবধান হইয়া সেইরূপ উদ্যোগ করিলে কোন বিভ্রাট হইতে পারে না।

১৮২৫ সাল ২৯ জুলাই ৩৯৭ সংখ্যা।

যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা ইউরোপীয় হন তবে সে ব্যক্তি যেখানে জন্মিয়া থাকে তাহাকে ইউরোপীয় জ্ঞান করিতে হইবেক।

১৮২৫ সাল ৭ আগষ্ট ৩৯৮ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাবালকের পিতার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল সে নালিশের জওয়াব দিতে ঐ নাবালক আদালতের মোকররী একজন উকীলকে ওকালৎনামা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারে কি ঐ নাবালকের নাবালকী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার অবেস্থবে থাকিতে হইবেক। ১৮০০ সালের ১ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে যে নাবালকের অতি নিকট কুটুম্বকে অধ্যক্ষতার ভার দিতে কোন আপত্তি দৃষ্টি হইলে জজ সাহেব অন্য কোন মান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ নাবালকের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু যে বিষয়ে এক্ষণে জিজ্ঞসা হইতেছে তাহাতে দৃষ্টি হয় যে ঐ নাবালকের কোন কুটুম্ব নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যুক্তি ক্রমে উক্ত আইনের ১ ধারার বিধি এই মত গতিকেও খাটিতে পারে অতএব জজ সাহেবের উচিত যে অধ্যক্ষের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন। তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি

হুকুম হইল যে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপে নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তি আপন নাবালকের মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেক।

১৮২৫ সাল ১১ নবেম্বর ৪০৭ সংখ্যা।

১৮২৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে যে নিষেধ আছে তাহা আদালতের রীতিমত নিযুক্ত হওয়া আমলা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে খাটে। আদালতে নিযুক্ত হওয়া আমলা ছাড়া অন্য কেহ আইনমতে আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সদর আদালতের বিবেচনায় ঐ আইনের এমত অর্থ করণের আবশ্যক নাই যে আদালতের রীতিমত নিযুক্ত হওয়া আমলা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি ক্রমে সাধারণ লোকেরদের নিমিত্ত এবং তাঁহারদের খরচে কোন আদালতে দাখিল হওয়া কোন কাগজ পত্রের নকল লইতে পারে না।

১৮২৫ সাল, ২ ডিসেম্বর ৪০৮ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৬ ধারার ৪ প্রকরণ ১৮২৪ সালের ১৬ আইনের দ্বারা রদ হয় নাহি অতএব সাধারণ ব্যক্তি আপনারদের উপকারের জন্যে আপনারদের খরচে সরকারী কাগজ পত্রের নকল যে কোন কাগজে চাহে তাহাতে লইতে পারে।

১৮২৫ সাল ২ ডিসেম্বর ৪০৯ সংখ্যা।

১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে সদর দেওয়ানী আদালত সরক্যুলর আর্ডরে বিধান করিলেন যে টাকার বণ্ড হইলে যে আসল টাকা কর্জ দেওয়া গেল তদনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য হিসাব করিতে হইবেক কিন্তু এই বিধি টাকা ফিরিয়া পাইবার নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে খাটে না আসল টাকা ও সুদ একত্র করিয়া ইষ্টাম্পের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবেক।

১৮২৫ সাল ১৬ ডিসেম্বর ৪১০ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কালেক্টর সাহেব কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমানুসারে নাবালকের জমীদারী হস্তান্তর করিলে ঐ নাবালক ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিলে সেই নালিশ আমি শুনিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিরা যে বিষয়ে তাহারদের অনিষ্ট বোধ হয় সেই বিষয়ের প্রতিকার যে রূপে চেষ্টা করিতে পারে

সেই রূপে নাবালককে কোন অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন আইনে নিষেধ নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নাবালক ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ উক্ত প্রকারে নালিশ করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারে। যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ নালিশ করা যায় তাঁহার উচিত যে ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে ঐ নালিশের আরজী বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনার্থে তথায় অর্পণ করেন এবং যদ্যপি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদের দ্বারা তাহার সেই রূপ অস্ত হইতে ব্যতিরেকে হক দেওয়াইতে উচিত বোধ না করেন তবে জজ সাহেবের উচিত যে ঐ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন।

১৮২৬ সাল ২৭ জানুআরি ৪১২ সংখ্যা।

১৮২৪ সালের ১৬ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে মোক্তারনামার নকল দাখিল হইয়াছিল তাহার বিষয়ে হুকুম হইল যে আসল মোক্তারনামায় সহী হওনের সময়ে চলিত আইন ক্রমে যে মূল্যের ইষ্টাম্পে ঐ আসল লিপি লিখিবার হুকুম ছিল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পে নকল লিখিতে হইবেক।

১৮২৬ সাল ৩ মার্চ্চ ৪১৩ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইলেন যে আমার আদালতে নম্বরী আপীল মঞ্জুর করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭।৮।৯।১০ প্রকরণের লিখিত মতে জিলার আদালতে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজ বাদী বা প্রতিবাদীর দ্বারায় দাখিল হওন অবধি ঐ ডিক্রীর নকল তাহাকে দেওন কি দিতে প্রস্তাব হওন পর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ মিয়াদ হইতে বাদ দেওয়া যায় না। ঐ জজ সাহেব আরো লিখিলেন যে ঐ সময় বাদ দেওয়া ঐ ১০ প্রকরণের নিতান্ত অভিপ্রায় ছিল আমার এমত বোধ হয় তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জজ সাহেব আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যথার্থ এবং নম্বরী অথবা সরাসরী খাস আপীলের মিয়াদ হইতে সেই সময় অবশ্য বাদ দিতে হইবেক।

কোন জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে জাবেতামত যে আপীলের দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে দেওয়া যায় সেই আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণেতে জিলার আদালতে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণ অবধি ঐ ডিক্রীর নকল আপেলান্টকে দেওন কিম্বা দিতে প্রস্তাব করণ পর্য্যন্ত যত দিন গত হয় তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭।৮।৯।১০ প্রকরণের নিরূপিত মতের

বিরুদ্ধে এই আদালতে এই পর্য্যন্ত ধরা যাইতেছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে ঐ ধারার ১০ প্রকরণের নিতান্ত এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সকল দিন ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জজ্ সাহেব এই বিষয়ে যাহা ঠাহরিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ এবং কি নম্বরী কি সরাসরী কি খাস আপীল সকল আপীল করণের মিয়াদের হিসাব করণেতে সেই সকল দিবস ধরিতে হইবেক না।

১৮২৬ সাল ১৪ আপ্রিল ৪১৫ সংখ্যা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সদর নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারার দ্বারা যে সদর আমীনদিগকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহারদিগকে বিচার করণার্থে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে যে মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত আছে তাহা অর্পণ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সেই প্রকার মোকদ্দমা বিচারার্থে সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না।

১৮২৬ সাল ১৪ আপ্রিল ৪১৬ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মোক্তারনামার বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১৬ আইনের যে যে বিধি আছে তাহা মুনসেফের আদালতে দাখিল হওয়া মোক্তারনামার বিষয়ে খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের কখনো এমত অভিপ্রায় ছিল না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট অতি ভারি ইষ্টাম্পের মাসুল মুনসেফের আদালতে দাখিল হওয়া মোক্তারনামার বিষয়ে হুকুম হয়।

মুনসেফের আদালতে মোক্তারনামার জন্যে কোন ইষ্টাম্পের মাসুল নাই।

১৮২৬ সাল ২৮ আপ্রিল ৪১৭ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে মোক্তারের মওক্কেল যে মোকদ্দমাতে বাদী বা প্রতিবাদী হয় সেই মোকদ্দমাতে ঐ মোক্তারেরা ওকালৎনামা সিরিশ্তায় দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত তোমাকে এই বিধান জানাইতেছেন যে এই বিষয়ে আপনি যাহা ঠাহরাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারদের সম্পর্ণ ঐক্য আছে। তাঁহারা কহেন যে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা এবং আপনিই সেই কর্ম্ম করা একি কথা এবং ঐ দুই কার্য্য একি প্রকার এমত আইনের অভিপ্রায় আছে এবং তাহা ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৩ ধারার কথাক্রমে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যেহেতুক তাহাতে লেখে যে উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তারকার কোন কোন কার্য্য করিবেক। যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৮ ধারার কথা এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২১ ধারার কথা কোন

প্রভেদ নাই তথাপি ১৭৯৩ সালের আইন জারী হওন অবধি ৩২ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তারেরা যে ওকালৎনামা লিখিয়া দাখিল করে তাহা সকল আদালতে উভয় বিবাদীর নিজে লিখিয়া দেওয়া ওকালৎ নামার তুল্য সিদ্ধ ও মাতবর জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। অতএব সদর আদা লতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে এই প্রকার ব্যবহার সর্ব্বত্র চলি তেছে এবং তাহাতে মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদী অনেক শুভিতা আছে এবং আইনে তাহার কোন নিষেধ দেখা যায় না অতএব এই প্রকার ব্যবহার এক্ষণে নিবারণ করা অনুচিত।

১৮২৬ সাল ৫ মে ৪১৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে সাক্ষ্য লওনের পর যে মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে উকীলেরদিগকে সমুদয় রসুম দিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না অথবা সাক্ষ্য লওনের পর এবং সওয়াল ও জওয়াব সিরিশ্তায় দাখিল হইলে পর রাজী নামার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরদিগকে নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক দেওনের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারায় যে হুকুম আছে তাহা খাটিবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে যেমতে রাজীনামা দাখিল না হইলে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইতে পারেন সেই মতে তাবৎ সাক্ষ্য লওনের পর মোকদ্দমা রাজী নামার দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইতে পারেন।

১৮২৬ সাল ২ জুন ৪২১ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়ত এবং তাহার মালজামিন যদ্যপি উক্ত প্রকার একরারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিতে ক্রুটি করিলে সাধারণ রীতির অনুসারে তাহার সম্পত্তি পুনর্ব্বার ক্রোক ও বিক্রয় হওনের যোগ্য তথাপি ঐ সম্পত্তির বেআইনমতে বিক্রয় হইলে যদি ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্তে সরা সরী মোকদ্দমা করিতে তাহার এবং তাহার মালজামিনের প্রতি নিষেধ নাই।

১৮২৬ সাল ৩০ জুন ৪২৪ সংখ্যা।

যে মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী মুসলমান হয় এমত মোকর্দ্দমা সদর আমীন মুসলমানের শরারমতে বিচার করিবেন ও আবশ্যক হইলে মৌল-বীর স্থানে ফতওয়া লইবেন।

১৮২৬ সাল ১৪ জুলাই ৪২৬ সংখ্যা।

যদি কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় এবং

কারাগারের নিয়ম উল্লংঘনের বিষয়ে তাহার দুই মাসের খোরাকি দণ্ড স্বরূপ কমী করা যায় এবং সেই ব্যক্তি খালাস পাইবার জন্যে মহাজনের দেনা পরিশোধ করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে জরীমানা ও কয়েদ করণের হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু ঐ কয়েদী ব্যক্তি তাহার উপর যে দাওয়া আছে তাহা পরিশোধ করিলে তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক।

১৮২৬ সাল ২৮ জুলাই ৪২৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণে যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলার আদালতে উপস্থিত হয় এবং ঐ আইনের ৬ প্রকরণানুসারে তাহার বিষয়ের কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট করিলে পর জিলার জজ সাহেব ঐ ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীর উপর মফঃসল আপীল আদালতে নম্বরী আপীল হইতে পারে কি তাহার কেবল খাস আপীল হইতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন তাহার উপর সেই মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদীর দের নম্বরী আপীল করিবার অধিকার আছে।

জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ ধারার ঐ প্রকরণানুসারে উপস্থিত করা মোকদ্দমার রিপোর্ট হওনের নিমিত্তে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে যেরূপ অর্পণ করণের হুকুম আছে সেই রূপ অর্প না করিয়া যদি জজ সাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন তবে ঐ জজ সাহেব যে ডিক্রী ও কার্য্য করিয়াছেন সে সকল বাতিল জ্ঞান করিয়া সেই বিষয়ের গোড়া অবধি নূতন মোকদ্দমা করিতে হইবেক কি না অথবা এই প্রকার ভুল হইলে তাহার কি রূপে প্রতিকার হইতে পারে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে এই রূপ হইলে সেই বিষয়ের গোড়া অবধি নূতন মোকদ্দমা করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু জিলার জজ সাহেবের উচিত যে সেই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট আনাইয়া তাহার পুনর্ব্বার তজবীজ করেন যেহেতুক এইরূপ করিলে বাদী প্রতিবাদীরদের খরচান্ত না করাইয়া সেই চুক শুধরাইতে পারেন।

১৮২৬ সাল ৪ আগষ্ট ৪২৮ সংখ্যা।

যে দলিল দস্তাবেজ কোন আদালতে দাখিল হয় নাই এই মত দলিল দস্তাবেজের নকল যখন দলিলের রেজিষ্টর সাহেবের দফ্‌তরখানা হইতে আনিবার আবশ্যক হয় তখন আসল দলিল যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে

লেখা গিয়াছিল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পের উপর ঐ নকল লিখিতে হইবেক অথবা আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ নকল লয় সেই ব্যক্তির ঐ দলিলে কিছু বিশেষ লাভ থাকা বা না থাকা ছুষ্টে ইষ্টাম্পের মূল্যে নির্ণয় করিতে হইবেক। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত তফসীলের ২০ এবং ২৩ দফা এবং (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফা দেখ॥

১৮২৬ সাল ৩ নবেম্বর ৪৩৬ সংখ্যা।

সদর আদালতের এই অভিপ্রায় তোমাকে জানাইতেছি যে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের হেতুবাদে " অন্য শরিয়া কাগজ " এই কথার মধ্যে মোক্তারনামা গণ্য করিতে হইবেক অতএব কাজি ঐ প্রকার মোক্তারনামাতে মোহর করিতে পারেন কিন্তু ঐ প্রকার মোক্তারনামাতে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির দ্বারা রীতিমতে তাহা দস্তখৎ করণের বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় তবে কাজির মোহর ছাড়া তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ জজ্ সাহেব অবশ্য তলব করিতে পারেন।

১৮২৬ সাল ২৬ নবেম্বর ৪৩৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত এই নিয়ম করিয়াছেন যে যে প্রকার ইষ্টাম্প কাগজ আইনের দ্বারা নিরূপণ আছে সেই প্রকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হওয়া কোন দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরীর নিমিত্তে আনা গেলে রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিবেন না কিন্তু সেই বেদাড়া ইষ্টাম্প যদি নিরূপিত ইষ্টাম্পের তুল্যমূল্য হয় কি তাহা হইতে অধিক মূল্য হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহার বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারেন না এবং ঐ দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না।

১৮২৬ সাল ৮ ডিসেম্বর ৪৪০ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারাক্রমে রেজিষ্টর সাহেব আপনার পদোপলক্ষে যে কোন কার্য্য করেন তাহার বিষয়ে তাঁহার নামে নালিশ হইলে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারাতে কিম্বা অন্য কোন আইনে এই মত কোন বিধান দৃষ্ট হয় না যে রেজিষ্টর সাহেব আপনার পদোপলক্ষে যে কোন কার্য্য করেন তদ্বিষয়ে জিলা বা সহরের আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে। আরো যে বিশেষ আইনানুসারে বর্দ্ধমানের রেজিষ্টর সাহেব পত্তনি তালুক নীলাম করেন তাহার মধ্যে সেই প্রকার কোন বিধান নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে

সেই বিষয়ে ঐ রেজিষ্টর সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে না এবং নালিশ হইলে তাহা গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

জিলার কালেক্টর সাহেব পত্তনি তালুক নীলাম করণেতে আপন পদোপলক্ষে যে যে কার্য্য করেন সেই সেই কার্য্যের বিষয় তাঁহার নামে দেওয়ানীতে নালিশ হইতে পারে না। কিন্তু যে জমীদারের বাকী কহনেতে নীলাম হইয়াছিল তাহার নামে অথবা খরীদারের নামে কিম্বা উভয়ের নামে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিয়া প্রতিকার পাইতে পারে।

১৮২৭ সাল ৩০ মার্চ্চ ৪৫০ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যে মোকদ্দমা কেবল রিপোর্ট হওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হয় এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ না হয় তাহা এই রূপে অর্পণ হওয়াতে জজ সাহেবের নথীহইতে উঠান গিয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক না অতএব যখন কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট সমেত তাহা ফিরিয়া পাঠান তখন জজ সাহেবের উচিত যে সেই মোকদ্দমা ঐরূপে অর্পণ না হইলে যেমত বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেইমত বিচার ও নিষ্পত্তি করেন। ঐ জিলার সাবেক জজ সাহেব ঐরূপ মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট সমেত ফিরিয়া আইলে তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে বুঝিয়া তাহার উপর আপীল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার মত আপনার সিরিশ্তায় রাখিয়া তাহার পরে মুৎফরকা মোকদ্দমার ঘরে তাহা লিখিতেন তাহাতে সদর আদালত কহেন যে এই ব্যবহার বেদাঁড়া;

যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় তাঁহারা যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইলে তাহা নম্বরী আপীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের সংক্রান্ত আপীল এই কথা মাসিক ও বার্ষিক কৈফিয়তের মধ্যে লেখা যাইবেক।

১৮২৭ সাল ১৫ জুন ৪৫২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিলেন যে আসামী যদি মুনসেফের এলাকার মধ্যে বাস না করে তবে মুনসেফ নগদ টাকার কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক মোকদ্দমা শুনিতে পারেন না।

১৮২৭ সাল ২০ জুলাই ৪৫৫ সংখ্যা।

১৮৩০ সালের ১৯ আইনের ২ ধারার ৭ ও ৮ প্রকরণে যে ব্যক্তিরদের বিষয়ে লেখা আছে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর নম্বরী মত আপীল করিতে তাহারদের অধিকার আছে।

১৮২৭ সাল ১৭ আগস্ট ৪৫৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জমীদার যদি তালুকদার অথবা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখলিকার থাকে তাহারদের নামে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ করিয়া থাকে তবে ঐ জমীদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার বিধির অনুসারে আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রজালোকের ভূমি ক্রোক করিতে এবং তাহারদের স্থানে খাজানা উসুল করিতে সাজাওল পাঠাইতে পারেন না।

১৮২৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর ৪৬১ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন কোন প্রকার ভূমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীলাম করিতে জমীদারেরদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার তাঁহারা আপনারদের ইজারদারকে দিতে পারেন কি না অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারী আপনার মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল করেন সেই ভূম্যধিকারী আপনার ভূমি ইজারা দেওয়া। প্রযুক্ত ৮ ধারার উপকারজনক নিয়মের বহির্ভূত হন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে পত্তনি তালুক নিয়মিত কালে নীলাম করিতে জমীদারের যে অধিকার আছে তাহা তিনি ইজারদারকে দিতে পারেন না যেহেতুক উক্ত ধারার অনুসারে যে জমীদারেরা সরকারের সঙ্গে একেবারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই ঐ সাময়িক নীলামের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন।

১৮২৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর ৪৬২ সংখ্যা।

জিলা কটকের একটিং কমিশ্যনর সাহেব সদরে জানাইলেন যে সম্প্রতি আমার নিকটে এক জন উত্তরাধিকারিত্বের পেশকশী মহালের দাওয়া করণের দরখাস্ত দিল। তাহার পেশকশ ৪৭৮০।/১২॥ তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ১০,২০০০। ১২ অতএব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করি যে সেই মহালের মূল্য পেশকশ অনুসারে কি সালিয়ানা উৎপন্নানুসারে ধরিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ১ প্রকরণানুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য পেশকশ অনুসারে ধরিতে হইবেক যেহেতুক ঐ মহাল হইতে সরকার যে পেশকশ পান তাহাই সদর জমা জ্ঞান করিতে হইবেক।

১৮২৭ সাল ৭ ডিসেম্বর ৪৬৫ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে যে সাক্ষির উপর সফীনা জারী না হইয়া

থাকে সেই সাক্ষির জরীমানা করা যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে যে ব্যক্তিকে সাক্ষির ন্যায় হাজির করাইবার আবশ্যক আছে কিন্তু সফীনা তাহার উপর জারী হয় নাই তাহার বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটে না।

১৮২৮ সাল ২৫ জানুআরি ৪৬৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার বিধির অনুসারে রাইয়ত কি ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদারের মোকদ্দমা উপস্থিত করণের যে অনুমতি আছে তাহা কতকাল মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের ২০ ধারার বিধির এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে বেআইনী নীলামের দ্বারা ঐ রাইয়ত ইজারদার প্রভৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি হওয়নের তারিখের পর কেবল এক বৎসরের মধ্যে তাহারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।

১৮২৮ সাল ৮ ফিব্রুআরি ৪৬৯ সংখ্যা।

সরকারী রাজস্বের জন্য কালেক্টর সাহেব কতক ভূমি নীলাম করিলেন এবং খরীদারকে তাহার দখল দেওয়াইলেন। এক ব্যক্তি ঐ ভূমিতে আপনার স্বত্ব আছে বলিয়া দাওয়া করিল এবং তৎপরে নীলামের খরীদার এবং ভূমির পূর্ব্বকার মালিকের নামে নালিশ করিতে চাহিল। তাহাতে হুকুম হইল যে নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহা উপস্থিত করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবেক।

১৮২৮ সাল ২২ ফিব্রুআরি ৪৭১ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৬৭ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল তাহাতে সদর আদালত আপনারদের এই মত জানাইলেন যে উক্ত বিধির অনুসারে যে বিনা অনুমতির লবণ ক্রোক হইয়াছে তাহার পরিমাণানুসারে জরীমানা নির্ণয় করিতে হইবেক এবং ঐ বিনানুমতির কার্য্যে যেং ব্যক্তিরা লিপ্ত ছিল তাহারদের সংখ্যানুসারে জরীমানা করিতে হইবেক না।

১৮২৮ সাল ২২ ফিব্রুআরি ৪৭২ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে নালিশের যে ফয়সলা হইয়াছিল তাহা সরাসরী মতে জারী করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হওয়াতে আসামী এই ওজর করিল যে ঐ আইনের ঐ ধারাতে কেবল ভূমি ও ভূমির

স্বত্বসম্পর্কীয় ফয়সলার বিষয়ে লেখে এবং কর্জ বিবাদী হিসাব ও শরাকতী প্রভৃতির ফয়সলা ঐ আইনক্রমে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের হেতুবাদের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ আইন কেবল ভূমি বিষয়ক বিবাদ ও মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।

১৮২৮ সাল ৮ আপ্রিল ৪৭৬ সংখ্যা।

১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩৮ ধারাতে হুকুম আছে যে হাসিলের সিরিশ্তার আমলারা জবরদস্তী করিয়া টাকা লইলে তাহারা কয়েদ ও জরীমানা ও শারীরিক শাস্তির যোগ্য হইবেক সেই ধারার বিধান নিমক সিরিশ্তার আমলারদের বিষয়ে খাটে না। কিন্তু তাহারা সুতরাং জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে সাধারণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক।

১৮২৮ সাল ১৮ আপ্রিল ৪৭৭ সংখ্যা।

আপীল করণের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে পর ও যদি পূর্ব্বে আপীল না করণের হৃদ্বোধ মতে কারণ জজ সাহেবকে দর্শান যায় তবে তিনি সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন।

১৮২৮ সাল ২৮ আপ্রিল ৪৭৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত আইনে ষাটি বৎসর মিয়াদ লেখা আছে তথাপি ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য প্রাপ্ত হওনের পূর্ব্বে যে কোন মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমা ঘটিত বিষয়ের ভোগ দখল যেরূপে পাওয়া গিয়াছিল অথবা পাওনের বিষয়ে কথিত হয় সেই মোকদ্দমার নালিশ শুনা যাইতে পারে না এপ্রযুক্ত ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ আছে।

১৮২৮ সাল ২৮ আপ্রিল ৪৭৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে স্থলে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় আইনের অর্থের বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য হয় কেবল সেই স্থলে ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৪ ধারা খাটিবেক এবং ডিক্রীর হুকুমের বিষয়ে খাটে না। সেই ডিক্রী যদি বাদী বা প্রতিবাদী অসঙ্গত বোধ করে তবে তাহারা আইনের নিরূপিত মতে আপীল করিবেক অথবা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করিবেক।

১৮২৮ সাল ২ মে ৪৮১ সংখ্যা।

সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যদি ১৫০ টাকার বিষয় হয় এবং যদি একি দিবসে সেই সংখ্যক টাকার তিন খণ্ড দেওয়া গিয়াছিল তবে একি ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে তিন আলাহিদা২ মোকদ্দমা মুনসেফ গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মুনসেফের এই মত মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিষেধ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের কোন বিধানে কিম্বা অন্য কোন আইনে দৃষ্ট হয় না।

১৮২৮ সাল ৯ মে ৫৮২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে২ ভূমি প্রজা বা রাইয়ত দখল করিতে আপন অধিকার আছে বোধ করে এই মত ভূমি হইতে ভূম্যধিকারী তাহাকে আইনমতে বেদখল করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

১৮২৮ সাল ২৩ মে ৪৮৩ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের অর্থের কতক২ বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের মত জিজ্ঞাসা করা গেল তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ঐ আইনের ১১৩ ধারানুসারে বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় প্রভৃতির যে যে মোকদ্দমা নিমকের কর্ম্মকারক সাহেবেরা জজ সাহেবের নিকটে পাঠান সেই২ মোকদ্দমার নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি যদি স্বয়ং সওয়াল জওয়াব না করিয়া উকীল নিযুক্ত করা এবং লিখিত জওয়াব দাখিল করা আপনার পক্ষে উপকারক বোধ করে তবে সে ব্যক্তি তাহা করিতে পারে এবং ঐ লিখিত জওয়াব জজ সাহেবের আদালতে দাখিল হওয়া মুৎফরক্কা দরখাস্তের বিষয়ে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ আছে সেই মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

যে ব্যক্তিরদিগকে এজেণ্ট সাহেব নিমকের আইন উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে অভিযোগ করেন তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের যে যে ক্ষমতা আছে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০৪ ধারার দ্বারা সেই সেই ক্ষমতা এজেণ্ট সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে।

১৮২৮ সালে ৪ জুলাই ৫৮৫ সংখ্যা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সদর নিজামৎ আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে খুনের বিষয়ের সংবাদ না দেওনের অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হইলে আমি ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত

তাহার জরীমানা এবং তাহাকে কয়েদ করিতে পারি কি কেবল তাহার জরী মানা করিতে পারি এবং জরীমানার টাকা না দিলে কয়েদ করিতে পারি।

তাহাতে সদর নিজামৎ আদালতউত্তর করিলেন যে ঐ অপরাধ সেই সাব্যস্ত হইলে তাহার ২০০ টাকার জরীমানার উর্দ্ধ দণ্ড হইবেক না এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে ছয় মাস পর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম হইবেক।

১৮২৮ সাল ১২ সেপটেম্বর ৪৮৭ সংখ্যা।

যদি সাক্ষী দেখা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের সফীনা তাহার উপর জারী হইতে পারে না এবং যদি পেয়াদা তাহার বাটীতে সেই সফী- না লইয়া যাওনের বিষয়ে এবং জারী করণের যথোচিত উদ্যোগ করণের বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে তবে সেই প্রকার সাক্ষির উপর দস্তক বাহির হইতে ও তাহার জরীমানা হইতে পারে কি না তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সাক্ষির উপর সফীনা নিতান্ত জারী না হইয়া থাকে সেই সাক্ষির নামে দস্তক বাহির হইতে পারে না এবং তাহার জরী মানা হইতে পারে না।

জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাক্ষির উপর যদি সফীনা জারী হয় এবং সে ব্যক্তি হাজির না হয় এবং তৎপরে তাহার নামে দস্তক বাহির হয় এবং সে আপনাকে দেখা না দেওয়াতে দস্তকজারী হইতে না পারে তবে তাহার বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এমত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারায় লেখা আছে অর্থাৎ ৫০০ টাকার অনধিক তাহার জরীমানা করিতে হইবেক।

সদর আদালত ধার্য্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি কেবল নগদ টাকার কর্জ্জের বিষয়ে খাটে।

১৮২৮ সাল ১৫ ডিসেম্বর ৪৯০ সংখ্যা।

তিন মাসের পর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল করণের বিষয়ে যে অতিরিক্ত খরচা লাগিবেক তাহা কেবল ঐ বিলম্বের এবং তাহাতে যে ক্লেশ সম্ভাবনা তাহার দণ্ডস্বরূপ হুকুম হইয়াছে এবং যে আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ দরখাস্ত কোন হেতুতে নামঞ্জুর করিতে পারেন। যেহেতুক যে বাদী বা প্রতিবাদী পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দাখিল না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এমত যথার্থ ও মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারে তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের আবশ্যক নাই।

১৮২৯ সাল ৯ জানুআরি ৪৯১ সংখ্যা।

১৮২৯ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সরকারের জন্যে যে শতকরা এক টাকা কমিস্যন লইবার হুকুম আছে তাহা নীলামে যত টাকা উৎপন্ন হউক সেই নীলামের খরচা বাদে উৎপন্নের উপর লইতে হইবেক। যে গতিকে একের অধিক বার নীলাম হয় সেই গতিকে শতকরা ১৫ টাকা করিয়া যে যে টাকা আমানৎ হয় তাহা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীলামের উৎপন্নের যে বৈলক্ষণ্য টাকা প্রথম ও দ্বিতীয় খরীদারের স্থানে দাওয়া করা যাইতে পারে সেই বাবৎ যে কোন টাকা পাওয়া গিয়া থাকে তাহা মোট উৎপন্নের অংশের ন্যায় জ্ঞান হইবেক।

১৮২৯ সাল ২৭ ফিব্রুআরি ৪৯৫ সংখ্যা।

মুনসেফের ডিক্রী জারী করণের মোকদ্দমা হইলে ঐ মোকদ্দমার কারণ ডিক্রীর তারিখের এক বৎসরের পর আরম্ভ হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক এবং ডিক্রীর তারিখের চৌদ্দ বৎসর পরে যদি তাহা জারী করণের সেই রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় এবং সেই বিলম্বের কোন মাতবর কারণ না দর্শান যায় তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবেক।

১৮২৯ সাল ১৩ মার্চ্চ ৪৯৬ সংখ্যা।

সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে না।

১৮২৯ সাল ১৩ মার্চ্চ ৪৯৭ সংখ্যা।

শ্রীযুত ওয়ালপোল সাহেব যে সময়ে জিলার জজ ছিলেন সেই সময়ে ভূমির ও ওয়াসীলাতের বিষয়ে ডিক্রী করিলেন তৎপরে ওয়ালপোল প্রবিন্স্যল আদালতে ভর্ত্তি হইলেন এবং সে আদালতে ঐ ডিক্রী বহাল হইল। ডিক্রীজারী করণেতে ওয়াসীলাতের সংখ্যা বিষয়ে এক জিজ্ঞাসা হইল এবং জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার উপর প্রবিন্স্যল আদালতে আপীল হইল তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ওয়াসীলাতের সংখ্যা নির্ণয় করণের হুকুম ওয়ালপোল সাহেবের দ্বারা হয় নাই অতএব যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই বিষয়ে তিনি আপনার মত ইহার পূর্ব্বে লেখেন নাই এবং সে বিষয় এক্ষণে তিনি আপনার মত জানাইতে পারেন।

১৮২৯ সাল ২ মার্চ্চ ৪৯৮ সংখ্যা।

স্পষ্ট হইতেছে যে এই এই প্রকার মোকদ্দমায় দুইপ্রকার বিধি আছে প্রথম যে ইউরোপীয় অথচ ব্রিটনীয় প্রজা সৈন্যের বাজারে নিযুক্ত হওন রূপে রেজিষ্টর হইয়াছেন এবং ছাউনিতে বাস করেন তাঁহারদের এবং গোরা

সিপাহী ও সেনাপতি প্রভৃতির নিমিত্তে দ্বিতীয় বিধি ইউরোপীয় বিদেশী লোকেরদের এবং দেশী সিপাহীরদের এবং যে দেশী লোকেরা রেজিষ্টর হইয়াছে এবং ছাউনিতে বাস করে তাহারদের নিমিত্তে। প্রথম প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে চতুর্থ জর্জের চতুর্থ বৎসরের আইনানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার সীমা ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত জ্ঞান করিতে হইবেক। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার সীমা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত জ্ঞান করিতে হইবেক সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করি আইনের এমত অর্থ করা যথার্থ কি না যদি যথার্থ হয় তবে ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২৪ ধারানুসারে যাঁহারা কার্য্য না করেন তাঁহারদিগকে আর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে নিষেধ করিব তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা জজ্ সাহেবকে কহিলেন যে আইনের ঐ অর্থই যথার্থ।

১৮২৯ সাল ২৭ মার্চ্চ ৪৯৯ সংখ্যা।

এক মোকদ্দমার বিষয়ে কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট করিলেন এবং তাহা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইল কিন্তু হুকুম হইল যে সেই কার্য্য আইন সিদ্ধ কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের উপযুক্ত কারণ আছে।

১৮২৯ সাল ২৪ আপ্রিল ৫০২ সংখ্যা।

একজন ইজারদার পাঁচ বৎসরের জন্যে ইজারা লইয়া রাইয়তেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল কিন্তু দুই বৎসরের শেষে তাহার খাজানা বাকী পড়িল এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে জমীদার তাহাকে বেদখল করিলেন। জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে নূতন এক জন ইজারদার অবশিষ্ট তিন বৎসরের জন্যে ইজারা লইলে প্রথম ইজারদারের দত্ত পাট্টা রদ করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে জমীদার আপনার ও কৃষিকারকেরদিগের মধ্যবর্ত্তি কোন প্রকার এলাকাদারকে যে পাট্টা দিয়াছিলেন তাহা রদ করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮২৯ সাল ২৪ আপ্রিল ৫০৩ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে ভূমির ফসল ক্রোক হইলে যদি রাইয়তেরা ক্রোক উঠাইয়া দেয় তবে জমীদার অথবা তাহার গোমস্তা তাঁহারদের নামে নালিশ করিলে জিলার জজ্ সাহেব সেই নালিশ সরাসরী মতে বিচার করিতে পারেন কি

না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ জিলার জজ্ সাহেবকে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধি দেখিতে কহিলেন এবং তাঁহাকে জানা ইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্টে সদর আদালত এই বিচার করিলেন যে উক্ত ধারানুসারে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সকল মোকদ্দমার সরাসরী মতে নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮২৯ সাল ২৫ আপ্রিল ৫০৪ সংখ্যা।

সেখ বখতিয়ার দেওয়ানী মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য টাকা দিয়াছিল তাহাতে ঐ সেখের নামে সরকারের তরফ হইতে নালিশ হইল ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে সদর নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা হওয়াতে ঐ আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ ব্যক্তিকে বিচার হওনার্থে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে জিলার জজ্ সাহেবের ক্ষমতা ছিল না অতএব নিজামৎ আদালত ঐ ব্যক্তিকে সোপর্দ্দ করা রহিত করিয়া তাহাকে অগৌণে খালাস করিবার নিমিত্তে তোমাকে হুকুম দিতেছেন।

১৮২৯ সাল ২৯ মে ৫০৯ সংখ্যা।

১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে হুকুম আছে যে ভূমি ক্রোক ও নীলাম করণের কার্য্যে নাজির নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নীলামের উৎপন্নের উপর নাজিরেরা কিছু কমিস্তন পাইতে পারেন না।

১৮২৯ সাল ১৯ জুন ৫১১ সংখ্যা।

এক জন কোতওয়াল খানাতলাশী করনের সময়ে ২৬০০০ ছাব্বিশ হাজার টাকা পাইলন। সেই ব্যক্তি ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট শতকরা কমিস্তনের টাকা পাইতে পারেন না কিন্তু তাঁহাতে পুরস্কার দেওনের অনুমতির বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারেন।

১৮২৯ সাল ১৭ জুলাই ৫১২ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে সাধারণ মোক্তারনামা মঞ্জুর করিতে হুকুম আছে কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোক্তারনামা মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করণের বিষয়ে জিলার আদালতের সাহেবেরা প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাব গতিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার সদ্বিবেচনানুসারে হুকুম করিবেন।

১৮২৯ সাল ২৪ জুলাই ৫১৬ সংখ্যা।

কখন কখন এমত হইতে পারে যে যে মোকদ্দমা ছোট বিষয় বোধ হয়

তাহার বিচারের সময়ে অতি ভারি দেখা যাইবেক তাহা হইলে দেশীয় যে বিচারক অথবা যে পণ্ডিত কি যে মৌলবীর নিকটে ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ হইয়াছিল তাঁহারদের উচিত যে সেই মোকদ্দমার তজবীজ তনকী করিয়া তাঁহারা যাহা ঠাহরিয়াছেন তাহার কিছু না লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তাহা ফিরিয়া দেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে যে মোকদ্দমা ছোট বিষয়ের হয় এবং পণ্ডিত ও মৌলবীর দ্বারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে কেবল এমত মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে হয়।

১৮২৯ সাল ৭ আগষ্ট ৫১৮ সংখ্যা।

জালকাগজ করণের অথবা টাকা তদ্রূপ করণের অপরাধের জন্যে দেওয়ানী আদালতের কোন আমলাকে বিচারার্থ সেশন আদালতে সোপর্দ্দ করণের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আছে এবং জজ্ সাহেবের প্রতি নাই।

১৮২৯ সাল ২১ আগষ্ট ৫১৯ সংখ্যা।

যে ব্যক্তির বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে নালিশ করিয়া বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে অথবা তাহাকে কয়েদ করিতে পারে এবং তাহার যেমত সুগম বোধ হয় সেই মতে এই দুই উপায়ের কোন এক উপায় অবলম্বন করিতে পারে। অতএব ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অল্প সংখ্যা টাকার হউক তাহা জজ্ সাহেব (এইক্ষণে কালেক্টর সাহেব) না মঞ্জুর করিতে পারেন না অতএব এক্ষণে এরূপ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা আইনের নিরূপিত মতে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

১৮২৯ সাল ২১ আগষ্ট ৫২০ সংখ্যা।

১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৯ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১২ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১১ ধারাক্রমে এদেশীয় যে আমলারদিগকে জজ্ সাহেবের আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় গোপনে কি অগোপনে হস্ত নিক্ষেপ করণের নিষেধ আছে ঐ আমলারদের মধ্যে সদর আমীনেরা ও মুনসেফেরা গণ্য নহেন।

১৮২৯ সাল ৪ সেপ্টেম্বর ৫২২ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি মন্দ অভিপ্রায়ে কোন সরকারী আমলাকে ঘুষ দেয় তদ্বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর নিজামৎ আদালত

উত্তর করিলেন যে ইংরাজী আইনের এবং মুসলমানের শরা অনুসারে ঐ কর্ম অবশ্য অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক এবং যদ্যপি তাহার বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের আইনে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই তথাপি যে ব্যক্তি সেই অপরাধ করিয়াছে তাহার নামে অবশ্য ফৌজদারীতে নালিশ হইতে পারে।

১৮২৯ সাল ২৪ সেপটেম্বর ৫২৩ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন যে ব্যক্তি ভূমির ইজারা লয় সেই ইজারদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে মফঃসলী তালুক নীলাম করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব ফলতঃ কোর্ট ওয়ার্ডস জমীদারের স্থলে আছেন এবং জমীদার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করেন তাহার যে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত সরবরাহকারেরো সেই ক্ষমতা আছে এক ভূমির সরবরাহ কার্য্যে যাহা যাহা করে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ি। কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে ইজারদার ইজারা করিয়া ভূমি লয় ইজারদার কেবল ঐ খাজানার বাবৎ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ী এবং জমীদারের ইজারদার যে অবস্থায় আছে কালেক্টর সাহেবের ইজারদারও সেই অবস্থায় আছে। এবং ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থে সদর আদালত বিধান করিয়াছিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে ভূম্যধিকারীদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল ভূম্যধিকারিরদের ইজারদার সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। সদর আদালতের সেই রূপ আইনের অর্থ করণের অভিপ্রায় এই যে সেই আইনে কেবল ভূম্যধিকারীরদের বিষয় লেখে অতএব সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট ভারি ক্ষমতা জমীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে যে দেওয়া গিয়াছে এই মত অর্থ হইতে পারে না।

১৮২৯ সাল ৪ সেপ্টেম্বর ৫২৪ সংখ্যা।

যে মোকদ্দমা বিলায়তে আপীল হইবার উদ্যোগ হইতেছে সেই মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য না করিতে সদর দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে এবং সেই জামিনীনামা বাতিল হইয়া তাহার নিকটে ফিরিয়া দেওয়া যায় এমত প্রার্থনা করে। যে আপেলান্ট ঐ জামিনীনামা দাখিল করিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা আপনাকে ফিরিয়া দিবার প্রার্থনা করে। তাহাতে সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা এই ধার্য্য করিলেন যে ঐ জামিনীনামা আপেলান্টের দ্বারা আদালতে দাখিল হইয়াছিল অতএব তাহার এক নকল দফতরে রাখিয়া

তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া উচিত এবং জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

১৮২৯ সাল ২৫ সেপ্‌টেম্বর ৫২৬ সংখ্যা।

১৮২৯ সালের ২৫ সেপ্‌টেম্বর তারিখে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দুই জন জজ সাহেব কোন ডিক্রীর সকল বিষয়ে যদি ঐক্য হন তবে তাঁহারদের নিষ্পত্তি অন্য যে কোন দুই জন জজ সাহেবের মতের পরস্পর অনৈক্য আছে তাঁহারদের নিষ্পত্তির সঙ্গে না মিলে তথাপি তাহার চূড়ান্ত হইবেক।

১৮২৯ সাল ৩০ আক্টোবর ৫২৭ সংখ্যা।

কেবল যে লাখেরাজ ভূমিতে সরকার একপক্ষ হন তাহা কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য এমত নহে কিন্তু যে কোন মোকদ্দমায় লাখেরাজ ভূমির বিষয়ে বিরোধ আছে সেই সকল তাঁহার বিচার্য্য।

১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর ৫৩১ সংখ্যা।

১৮২৯ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে এবং সদর আদালতের ১৮০৯ সালের ২৭ জুন ও ১৪ নবেম্বর তারিখের আইনের অর্থক্রমে রাইয়তেরদের বিষয়ে জমীদারের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সদর পত্তনীদারের নাহি এবং তিনি আদালতে পূর্ব্বে দরখাস্ত না করিয়া দরপত্তনীদারের তালুক নীলাম করিতে পারেন না।

১৮২৯ সাল ৪ ডিসেম্বর ৫৩২ সংখ্যা।

খরিদারকে সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর যদি উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্পত্তির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির দখল না লওয়াতে খরিদারের যে অনিষ্ট হইবে তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইবেক।

১৮৩০ সাল ১ জানুআরি ৫৩৬ সংখ্যা।

আইনানুসারে যে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই সেই মোকদ্দমায় আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিক্রী মানিবার অর্থে ডিক্রীদার জামিন না দিলে তাহাকে সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক না। কিন্তু সেইরূপ জামিন দিবার প্রস্তাব করিলে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে সেই ব্যক্তি ভূমির দখল পাইতে পারে।

১৮৩০ সাল ২৯ জানুআরি ৫৩৮ সংখ্যা।

জিলার আদালতে বলরামের বিরুদ্ধে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইল বলরাম প্রবিন্স্যাল আদালতে আপীল করিল প্রবিন্স্যাল আদালতের জজ সাহেবেরা এক ব্যবস্থা তলব করিলেন এবং কেবল সেই ব্যবস্থা পাঠ করিয়া জিলার আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন। আনন্দ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল এবং সেখানে স্পষ্ট হইল যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহার দ্বারা বলরামের স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। ঐ সাক্ষ্যক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব জিলার আদালতের ডিক্রীর যে অন্যথা হইয়াছে তাহা বহাল করিতে এবং প্রবিন্স্যাল আদালতের ব্যবস্থা হেয় করিতে প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব অধস্থ আদালতে দেওয়া ব্যবস্থা নামঞ্জুর করাতে সেই মোকদ্দমা সদর আদালতের অন্য এক জন জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে হইবেক।

১৮৩০ সাল ২৬ ফিব্রুআরি ৫৪০ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা কথিত দত্তক পুত্রের জমীদারীর কর্ত্তৃত্বকারি স্বরূপ যে পাট্টা দিয়াছিলেন ঐ দত্তকতা আদালতের ডিক্রীক্রমে তৎপরে অন্যথা হইলেও যদি পাট্টা দেওন কার্য্যে কোন কারসাজী ছিল না তবে জিলার জজ সাহেব সেই পাট্টা বহাল রাখিতে পারেন।

১৮৩০ সাল ১৯ মার্চ্চ ৫৪১ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উইল না করিয়া যে ব্যক্তিরা মরিয়াছে তাহারদের যে কতক খত তমঃস্থক প্রভৃতি আদালতে দাখিল হইয়াছে তাহার বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধির অনুসারে সম্পত্তির স্বামির মরণের পর বারো মাসের মধ্যে তাহার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির উপর কেহ দাওয়া না করে তাহার এক তালিকা ফিরিস্তী শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তথায় পাঠাইতে হইবেক। অতএব এই প্রকার যে সকল সম্পত্তি আদালতে আমানৎ থাকে তাহার বিষয়ে জজ সাহেব এইরূপ কার্য্য করিবেন।

১৮৩০ সাল ২ আপ্রিল ৫৪৩ সংখ্যা।

সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে টাকা তছরুফ করণের অপ-

রাধের বিষয়ে মুসলমানেরদের শরাতে যে বিধি আছে তাহা ১৮১৩ সালের ২ আইনের দ্বারা রদ হয় নাহি ঐ অপরাধ ঐ শরার অনুসারে দণ্ডের যোগ্য অতএব অপরাধী ব্যক্তিকে দায়েরসায়েরে আদালতে বিচার হওনার্থ সোপর্দ্দ করা যাইতে পারে।

১৮৩০ সাল ৭ মে ৫৫১ সংখ্যা।

যদি জিলার জজ সাহেব প্রবিন্সাল আদালতের ডিক্রী দৃষ্টি করিয়া ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন এবং প্রবিন্সাল আদালতের ঐ ডিক্রী তৎপরে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা করা যায় তবে জিলার জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের অনুমতির জন্যে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত তাহার অনুমতি দিবেন। যদি কোন জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী দৃষ্টি করিয়া কোন সদর আমীন ফরিয়াদীর দাওয়া ডিসমিস করিয়া থাকেন এবং জিলার জজ সাহেবের ঐ ডিক্রী তৎপরে প্রবিন্সাল আদালতের দ্বারা অন্যথা করা যায় তবে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনা বিনা তাহা ডিসমিস হইয়াছে বলিয়া ফরিয়াদী যে রূপ আপীল করিতে পারে সেই রূপে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার অনুসারে সরাসরী আপীলের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারিত। অথবা যদি ঐ ফরিয়াদী নম্বরী আপীল করিত তবে আইনের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর নম্বরী আপীল গ্রাহ্য করণার্থ ঐ বিষয় অতি প্রচুর কারণ হইত।

১৮৩০ সাল ২৮ মে ৫৫৩ সংখ্যা।

যে আসামীরা দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারা কেবল জেল খানায় আপনারদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে।

১৮৩০ সাল ২৮ মে ৫৫৪ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ আদালতের আমলার দ্বারা জিনিস নীলাম হইলে যদি খরীদার খরীদের টাকা দিতে এবং জিনিস আপন দখলে লইতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবের কি কর্ত্তব্য এবং যদি প্রথম নীলাম অপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অল্পমূল্যে সেই জিনিস বিক্রয় হয় তবে প্রথম নীলামের অপেক্ষা যত টকা কম হয় তাহা কি রূপে জজ সাহেবের উসুল করিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল করিতে হইবেক।

১৮৩০ সাল ২৮ মে ৫৫৫ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যে জামিনীপত্র তলব করেন তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ জামিনী যে আদালত তলব করেন সেই আদালতে দাখিল হওয়া দরখাস্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৭ নম্বর অনুসারে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ জামিনীপত্রও লিখিতে হইবেক।

১৮৩০ সাল ২৮ মে ৫৫৬ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই। ঐ পঞ্চম প্রকরণে হুকুম আছে যে ডিক্রীর উপর আপীল করণের বিশেষ হেতু যদি আপীলী আরজীর মধ্যে না লেখা যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র এক আরজীতে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ঐ প্রকার আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণে লেখা আছে।

১৮৩০ সাল ১৮ জন ৫৬৩ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা নিজামৎ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।

১৮৩০ সাল ৯ জুলাই ৫৬৪ সংখ্যা।

আসামীরদিগকে চলিত আইনানুসারে তলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক পেয়াদার দ্বারা তাহারদের উপর এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমির কৃষি করিবার হুকুম কেবল এইরূপে আসামীর উপর জারী করা যাইতে পারে যে সেই ব্যক্তি পুনরায় কৃষি করিতে ত্রুটি করিলে তাহার অধিক দণ্ড হইবেক।

১৮৩০ সাল ৯ জুলাই ৫৬৫ সংখ্যা।

বাকী খাজানার বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে বিধি আছে তাহা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদনী পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক।

নীলেরকুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিয়াছিলেন তৎপরে ঐ কুঠীর

যে ব্যক্তি মালিক হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার স্থানে আছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং উক্ত আইনানুসারে ঐ দাদনীর টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে সাবেক মালিক যে উদ্যোগ করিতে পারিতেন নূতন মালিকও সেই রূপ উদ্যোগ করিতে পারিবেন।

১৮৩০ সাল ১৬ জুন ৫৬৬ সংখ্যা।

সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আইন ও আইনের তরজমা যে তারিখে তোমার কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখ তুমি ঐ আইন ও আইনের তরজমার প্রত্যেক নকলের উপর টুকিয়া রাখিবা এবং তাহাতে তোমার পদো পলক্ষের দস্তখৎ করিবা।

১৮৩০ সাল ২৩ জুলাই ৫৬৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৃষ্ণনন্দ বিশ্বাসের পক্ষে রিসিবর অর্থাৎ খাজানা আদায় করণিয়া মাকনাটন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর এক নকল পাঠাইয়া তাহা জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করাতে আমি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি কি না অর্থাৎ আমার এলাকার মধ্যস্থিত ভূমির দখল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রীতি মত বিশেষ হুকুম না হইলে আমি সেই ভূমির দখল দেও য়াইতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট আপন ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে এক রিট অর্থাৎ পরওয়ানা পাঠাইলে জজ সাহেবের সেই ডিক্রী করণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের হুকুম নাই।

১৮৩০ সাল ২৩ জুলাই ৫৬৯ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাতক কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিলে এবং মহাজন তাহাতে সম্মত হইলে সেই খাতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্য খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে যদ্যপি কোন খাতক সুদ ও আদালতের খরচামতে ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার কিস্তীবন্দী লিখিয়া দেয় তথাপি ৬৪ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকনের পর ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে তাহার খালাস হওনের যে অধিকার আছে তাহা কিস্তীবন্দী লিখিয়া দেওনেতে লোপ হয় না।

১৮৩০ সাল ২৭ আগষ্ট ৫৭২ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীনের বিচার হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমায় যদি জালকাগজ ধরা পড়ে তবে সেই বিষয়ের মোকদ্দমা আমি শুনিতে পারি কি না। তাহাতে সদর

দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ জাল কাগজ দাখিল হইয়াছিল সেই মোকদ্দমা যদ্যপি আপীল রূপে তোমার আদালতে উপস্থিত থাকে তবে তোমার বোধে যে ব্যক্তি তাহা জাল করিয়া থাকে অথবা জাল জানিয়া আদালতে দাখিল করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে তুমি দায়েরসায়েরী আদালতে বিচার হওনার্থ সোপর্দ্দ করিতে পার। কিন্তু যদ্যপি ঐ আপীল নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া থাকে তবে যাবৎ তোমার ডিক্রী পুনর্ব্বিবেচনা করণের নিমিত্ত তুমি সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না পাইয়াছ তাবৎ ঐ কথিত জালের অপরাধের বিষয় তোমার বিচার্য্য হইতে পারে না।

১৮৩০ সাল ১৭ সেপ্‌টেম্বর ৫৭৪ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে জমীদার বা তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী যদ্যপি আসামীকে পাট্টা না দিয়া থাকেন অথবা তাহার স্থানে কবুলতি না লইয়া থাকেন তথাপি সেই জমীদার প্রভৃতি যদি এমত প্রমাণ দিতে পারেন যে তাঁহার গ্রামের হিসাবকিতাব রীতিমতে রাখা গিয়াছে এবং তাহা যথার্থ এবং যদি সরাসরী মোকদ্দমাতে ঐ গ্রাম্য হিসাবের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ দিতে পারেন যে আসামীর স্থানে তিনি যে টাকার দাওয়া করেন তাহা তাঁহার নিতান্ত পাওনা আছে তবে চলিত আইনানুসারে তিনি ঐ বাকী টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইবার যোগ্য হইবেন।

১৮৩০ সাল ২৪ সেপ্‌টেম্বর ৫৭৫ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাজিরের হাতে ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা না দেওয়া গেলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ক্রমে বাকীদারকে গ্রেপ্তার করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার দ্বারা নিষেধ আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের এই অভিপ্রায় ছিল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার বিধি এই পর্য্যন্ত শুধরণ যায় যে যে যে আসামী জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদের মহাজন তাহারদের খোরাকী টাকা দিবার ত্রুটি করাতে তাহারদের অধিক ক্লেশ না হয়। অতএব ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার এমত অর্থ করা যাইতে পারে না যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ক্রমে কোন বাকীদারের প্রতি দস্তক পাঠান যাইতে পারে না কিন্তু ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ না হইলে ঐ বাকীদার জেলখানায় কয়েদ হইতে পারেন না।

১৮৩০ সাল ১ আক্টোবর ৫৭৬ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে রাজস্ব বাজেয়াপ্ত হওয়া যে ভূমি সরকার কিছু পাইবেন না এমত ভূমির মোকদ্দমার বিষয়ে জজ্ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে নিষ্কর রূপে ভূমি দখল করণের বিষয়ে জমীদারের নামে কেহ নালিশ করিলে অথবা জমীদার অসিদ্ধ সনদী নিষ্কর ভূমির বিষয়ে নালিশ করিলে নিষ্কর ভূমির নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উক্ত দুই প্রকার মোকদ্দমার আরজী লিখিতে হইবেক।

যে মোকদ্দমায় জমীদার নিষ্কর রূপে ধার্য্য হওয়া ভূমি বাজেয়াপ্ত করণের বিষয়ে নালিশ করেন এমত মোকদ্দমার বিষয় জিলার জজ্ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এমত মোকদ্দমার কথিত নিষ্কর ভূমির সনদ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ কেবল এই বিষয়ের দেওয়ানী আদালত নিশ্চয় করিবেন এবং সেই ভূমির উপর কত মালগুজারী ধার্য্য করিতে হইবেক তাহা ঐ আদালত বিচার করিবেন না। যদ্যপি সেই মোকদ্দমা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে দেওয়ানী আদালত আপনার ডিক্রীর মধ্যে এই মাত্র লিখিবেন যে ঐ ভূমি খাজানা দেওনের যোগ্য।

১৮৩০ সাল ৫ নবেম্বর ৫৭৭ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি মোকদ্দমার হেতু একি হয় তবে ফরিয়াদী বিশেষ রূপে জমা ধার্য্য হওয়া দুই অথবা ততোধিক মৌজা বা মহালের বিষয়ে একি মোকদ্দমায় নালিশ করিতে পারে এবং সমুদয় মৌজা বা মহালের যে মূল্য হয় সেই মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল হিসাব করিয়া নালিশী আরজী লিখিবেন।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের শেষ ভাগে ননসুটের যে দণ্ড নিরূপণ আছে তাহা যে সকল মোকদ্দমায় ঐ ঐ বিবাদের নিরূপিত নিয়মের মতাচরণ হয় নাই সেই সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক।

১৮৩১ সাল ৭ জানুআরি ৫৮৩ সংখ্যা।

সরাসরী মোকদ্দমার দরখাস্তে চলিত তফসীলের ৭ দফার লিখিত আরজীর মত ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।

১৮৩১ সাল ২৫ ফিব্রুআরি ৫৮৪ সংখ্যা।

যে মোকদ্দমায় নিষ্কর রূপে ভূমি দখল করণের সনদের সিদ্ধতাসিদ্ধতার বিষয় উত্থাপন হয় সেই প্রকার মোকদ্দমা যখন কালেক্টর সাহেবের

নিকটে অর্পণ না করিয়া জিলার জজ সাহেবের অধীন কোন আদালতে বিচার হইয়া থাকে তখন সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিতে হইবেক এবং সেই মোকদ্দমা জজ সাহেবের সাবেক নম্বরে বহাল করিতে হইবেক এবং নিয়মিত মতে তাহা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে হইবেক।

১৮৩১ সাল ৮ আপ্রিল ৫৮৮ সংখ্যা।

যদ্যপি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা আদালতের এমত হৃদ্বোধ হয় যে আসামী রূপশ হইতে এবং স্থানান্তর যাইতে মনস্থ করিয়াছে অথবা শেষ ডিক্রী করিবার নিমিত্তে যে সম্পত্তি আটক করিয়া রাখনের আবশ্যক আছে তাহা সরাইতে মানস করিয়াছে তবে আদালতের অধীন অন্যান্য ব্যক্তির সম্পত্তি যে রূপে ক্রোক হইতে পারে সেই রূপে আইনমতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাতে কোন ইউরোপীয় আসামীর সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে।

উক্ত বিধানানুসারে যাবৎ ক্রোক হওনের ইশ্তিহার না হয় তাবৎ আসামী আপন সম্পত্তি আইনমতে হস্তান্তর করিতে পারে।

১৮৩১ সাল ৮ আপ্রিল ৫৮৯ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম আছে যে যে আদালতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানার দাওয়াতে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারদিগের তরফ হইতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আর যে২ মোকদ্দমা লোকেরা লাখেরাজ রূপে ভূমি রাখিবার দাওয়াতে দরপেশ করে সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রথম রূপে উপস্থিত হইবা মাত্র তজবীজ করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক। অতএব হুগলির জজ সাহেবের সেই প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করা উচিত ছিলনা।

১৮৩১ সাল ১৫ আপ্রিল ৫৯১ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে প্রবিন্স্যাল আদালতের। (এক্ষণে সদর আদালতের) এক জন জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে যে আপীলের যোগ্য সরাসরী মোকদ্দমা এবং সামান্যতঃ সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার উপর আপীল হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই হুকুম জারী স্থগিত করিতে সেই জজ সাহেবকে হুকুম দেন।

১৮৩১ সাল ৬ মে ৫৯২ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার এবং সেই আইনের (ক) চিহ্নিত তফসীলের সম্পর্কে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বেনিয়া এবং

দোকানদার লওয়া ও দেওয়া টাকার এবং জিনিস প্রভৃতির যে হিসাবের বহী রাখে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা নহে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হিসাবের বহী ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে কোন আইনের মধ্যে হুকুম নাহি অতএব তাহা শাদাকাগজে লেখা হইলেও সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে।

১৮৩১ সাল ৬ মে ৫৯৩ সংখ্যা।

সদর আমীনেরদের আদালতে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে জিলার জজ সাহেব যেখানে নিযুক্ত করা উচিত জানেন সেখানে তাঁহার দিগকে বিলি ও নিযুক্ত করিতে পারেন ও তাঁহার হুকুমের উপর প্রবিন্স্যাল আদালতে আপীল হইতে পারে না।

১৮৩১ সাল ২৪ জুন ৫৯৬ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা যে২ হুকুম করেন তাহার উপর আপীল মফঃসল আপীল আদালত গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা রাখেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আইনে যে সকল বিষয়ের হুকুম আছে তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতের কোন এলাকা নাই কিন্তু জিলা ও শহরের জজ সাহেবের হুকুমেতে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক।

১৮৩১ সাল ২৯ জুলাই ৫৯৮ সংখ্যা।

এক মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইল যে দারোগা সতী হওয়ার সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া ১৮২৯ সালের ১৭ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিলেন না এবং গ্রামে পৌহছিলে তিনি দেখিলেন যে সতী সমাপ্ত হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্মে কে কে সাহায্য করিল ইহা নিশ্চয় করণের কোন তদারক না করিয়া সেই গ্রাম নিবাসী দুই ব্যক্তিকে কয়েদ করিলেন ইহাতে অনুপযুক্ত কর্ম্ম করিলেন। তাঁহার উচিত ছিল যে উক্ত ধারার ৩ প্রকরণে যেমত হুকুম আছে সেই মত তদারক করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করেন।

১৮৩১ সাল ১২ আগষ্ট ৫৯৯ সংখ্যা।

মালগুজারীর ভূমির খাজানার বিষয়ের দাওয়া যেরূপ কালেক্টর সাহেব সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন এই রূপে নিষ্কর ভূমির খাজানার বিষয়ের দাওয়া শুনিতে পারেন।

১৮৩১ সাল ১৪ আক্টোবর ৬০২ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে তুমি যে২ কারণ দর্শাইয়াছ সেই কারণে জিলার আদালতের উকীলেরদিগকে কমিস্যনর সাহেবের আদালতে মোক্তার হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে দেওয়া অতি অনুচিত এবং এই রূপ ব্যবহার ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারার বিরুদ্ধ তাহাতে হুকুম আছে যে এক আদালতের উকীল অন্য আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেক না। অতএব তোমার অর্থাৎ কমিস্যনর সাহেবের আদালতের মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত তাহারা যে মোক্তারনামা দাখিল করেন তাহা তুমি নামঞ্জুর করিতে পার।

১৮৩১ সাল ২১ আক্টোবর ৬০৩ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে বিচারের কার্য্য জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন তাহা ঐ কালেক্টর সাহেব আপনার আসিষ্টাণ্টের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না।

১৮৩১ সাল ১৮ নবেম্বর ৬০৮ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ২২ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে ১৮১৬ সালের ২২ আইনেতে যে যে স্থানের প্রতি লক্ষ্য আছে তাহা ছাড়া অন্য স্থানে ঐ আইনের বিধি না খাটান যায়। কিন্তু ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারার দ্বারা যে চৌকীদারের ভরণ পোষণের খরচ জমীদারেরদের দিতে হয় সেই সেই চৌকীদারের বিষয়ে হাত দিতে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৩১ সাল ১৮ নবেম্বর ৬০৯ সংখ্যা।

বিবাদীর মধ্যে এক জন যদি সালিসের ফয়সলা জারী করণার্থে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে তবে জজ সাহেব সেই বিষয় দেওয়ানী আদালত হইতে উঠাইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিতে পারেন না। এই মোকদ্দমা সম্পর্কীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে কতক হুকুম অন্যথা করণের বিষয়ে নিজামৎ আদালত এক বিশেষ হুকুম করিয়াছিলেন সেই হুকুমের প্রতি কিছু দৃষ্টি না করিয়া ঐ ফয়সলা জারী করা উচিত কি না এই বিষয়ে দেওয়ানীর জজ সাহেবের নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য ছিল যেহেতুক নিজামৎ আদালতের ঐ হুকুমের দ্বারা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের করা হুকুমের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

১৮৩১ সাল ২৫ ডিসেম্বর ৬১১ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণ ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত দেওয়ানী

কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক অতএব দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবের সম্মুখে মিথ্যা শপথ হইলে জজ ও রেজিষ্টর সাহেব ঐ প্রকরণের বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন।

কোম্পানি বাহাদুরের যে চিহ্নিত চাকরেরা ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৩। ৪ ধারানুসারে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম করিতে পারেন তাহারদের মধ্যে সিবিল চিকিৎসক সাহেব গণ্য আছেন।

১৮৩১ সাল ২৫ নবেম্বর ৬১৩ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ও ৮ ধারার বিধি দৃষ্টি করিয়া সদর আদালত বোধ করেন যে প্রথমোক্ত আইনের ৩ ধারাক্রমে যদি সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট ভ্রমক্রমে কিম্বা কারণান্তরে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে খাস আপীলের দরখাস্ত করিলে তবু তাহার সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। এমত হইয়া থাকিলে আপেলাণ্ট আপনার দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা হইতে সরাসরী আপীলের দরখাস্তের উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য অর্থাৎ ২ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

১৮৩১ সাল ২৩ ডিসেম্বর ৬১৫ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্তে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি তাহাতে বাধকতা হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত ইহা জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে আমরা ঐ ঐ ধারার এই অর্থ করিলাম ঐ ঐ বিধির অনুসারে বাধকতা বিষয়ে যে তজবীজ হয় তাহা সরাসরী মোকদ্দমার মত হইবেক। বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নালিশের বিচার করণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির দ্বারা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব ঐ আইনের ৪ ধারার বিধির প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বোধ করি যে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ক্রোকের হুকুম হয় তাহার বাধকতা করণের সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব বিচার করিতে পারেন কিন্তু যদি ঐ বাধকতার কর্ম্মে কিছু মারিপিট হয় তবে সেই মোকদ্দমার বিচার মাজিষ্ট্রট সাহেবের দ্বারা হইবেক।

১৮৩১ সাল ২১ জানুআরি ৬১৯ সংখ্যা।

এক জন মাজিস্ট্রেট সাহেব সদর নিজামৎ আদালতে ইহা লিখিলেন যে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামাতে যে ব্যক্তির উপকার হয় সেই ব্যক্তি তৎ সময়ে হাজির হইলে বা না হইলে তাহাকে আমি সেই বিষয়ে নিয়ত দায়ী করি এবং তাহা সাব্যস্ত হইলে আমি দণ্ড নিরূপণ করি তাহাতে সদর আদালত মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে ইহা লিখিলেন যে যে ব্যক্তির এই রূপে তুমি দণ্ড কর যদি তাহার বিষয়ে এমত প্রমাণ না হয় যে ঐ ব্যক্তি সেই দাঙ্গা হাঙ্গামায় আশ্বাস দিল কিম্বা তাহা জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল তবে তাহার সেই রূপ দণ্ড করা বেআইনী।

১৮৩১ সাল ২১ জানুআরি ৬২১ সংখ্যা।

যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে তাহার উপর নানা দাওয়ার টাকা যে ক্রমে দিতে হইবেক তদ্বিষয়ে তুমি সদর আদালতের হুকুম প্রার্থনা করিয়াছ। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিতেছেন যে উকীলের রসুম প্রথমে দিতে হইবেক তৎপরে তোমার যে রূপ যথার্থ বোধ হয় সে ক্রমে অন্যান্য দাওয়ার টাকা দিবার এবং তোমার হুকুমেতে যাহারা আপনারদিগকে অন্যায় গ্রস্ত বোধ করে তাহারা সামান্য মতে আপীল করিতে পারে।

১৮৩১ সাল ২৫ ফিব্রুআরি ৬২৪ সংখ্যা।

যদি দেওয়ানী আসামী জেলখানা হইতে পলায়ন প্রযুক্ত ফৌজদারী হুকুম ক্রমে তাহার পায়ে বেড়ি দিবার হুকুম হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ দেওয়ানী আসামী জেলখানা হইতে পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্তে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না।

১৮৩১ সাল ১৮ মার্চ্চ ৬২৭ সংখ্যা।

জজ্ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীন কাছারী হইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে আপনার নিজ বাটীতে শপথ করাইয়া যে জোবানবন্দী লন তাহা আইন সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক কি না এবং যদি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ সাক্ষী সদর আমীনের বাটীতে শপথ ক্রমে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল তাহা মিথ্যা ছিল তবে মিথ্যা শপথ করণের বিষয়ে ঐ সাক্ষির দণ্ড হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে এই রূপে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা বেআইনী

এবং গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং যদি সেই জোবানবন্দী মিথ্যা হয় তবে সাক্ষী মিথ্যা শপথের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না।

সদর আমীনের বাটীতে শপথ ক্রমে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা বেআইনী এবং গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং যদি সেই জোবানবন্দী মিথ্যা হয় তবে সাক্ষী মিথ্যা শপথের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না।

১৮৩১ সাল ১১ মার্চ্চ ৬৩০ সংখ্যা।

আইনের মধ্যে এই মত হুকুম নাই যে বন্ধকী খতের নকল সংবাদ দেওনের সময়ে বন্ধক দেওনিয়া খাতককে দেওয়া যায় কেবল বন্ধক লও নিয়া মহাজন নিয়মিত সংবাদ দেওনের বিষয়ে জজ্ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করে তাহার এক নকল বন্ধক দেওনিয়াকে দিতে হইবেক।

১৮৩১ সাল ২০ মে ৬৩৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আই নের (ক) চিহ্নিত তফসীলের ৩১ প্রকরণের বর্জিত বিষয়ানুসারে কৃষাণের দিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় এবং তাহারদের স্থান হইতে যে কবুলিয়ৎ লওয়া যায় তাহাতে গবর্ণমেন্ট লিপ্ত থাকুন বা না থাকুন তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক।

১৮৩১ সাল ২০ মে ৬৩৬ সংখ্যা।

যে ব্যক্তিরা সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী ছিল না তাহারা যদি ঐ আদালতের ডিক্রী জারী হইলে সম্পত্তির বিষয়ের দাওয়া করে তবে মফঃসল আদালতের ডিক্রীজারী করণের বিষয়ে চলিত আইনে যেরূপ হুকুম আছে সেই রূপে ঐ দাওয়া সরাসরী মতে গ্রাহ্য ও বিচার হইতে পারে।

১৮৩১ সাল ২৭ মে ৬৩৭ সংখ্যা।

ময়মুনসিংহের জিলার জজ্ সাহেবের রুবকারীর দ্বারা বোধ হইতেছে যেমত মসম্মাৎ চাঁদ বিবির কন্যা মসম্মাৎ নূরুন্নিসা খাতুনের মৌলবী তমীজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ হওনের যে কল্প হইয়াছিল তাহা মফঃসল আপীল আদালতের এবং জিলার জজ্ সাহেবের পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়াতে স্থগিত হইয়াছিল এবং জিলার জজ্ সাহেব এমত হুকুম করিলেন যে আমার অনুমতি না হইলে কাহার সঙ্গে নূরুন্নিসার বিবাহ হইবেক না। তাহার পর মৌলবী বরকতুল্লা খার পুত্র মৌলবী আবদুললী উক্ত জজ্ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া অথবা তাহাকে সম্বাদ না দিয়া এবং নূরুন্নিসার বৈমাত্র ভ্রাতা অথচ ঐ নূরুন্নিসার অধ্যক্ষ গোলাম আবদুল লইস চৌধুরীকে কিছু না জানাইয়া ঐ নূরুন্নিসাকে বিবাহ করিল। পরে ঐ নূরু-

ন্নিসা আদালতে দরখাস্ত করিল যে আমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বেচ্ছাক্রমে মৌলবী আবদুললীকে বিবাহ করিয়াছি অতএব সদর আদালত হুকুম করিলেন যে নুরুন্নিসা যে যৌবন প্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং জজ্ সাহেব যে হুকুম দিলেন তাহা নুরুন্নিসা যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই বুঝিয়া দিয়াছেন অতএব আবদুললীর সঙ্গে তাহার যে বিবাহ হইয়াছে তাহা যদ্যপি জজ্ সাহেবের ও তাহার অধ্যক্ষের বিনা অনুমতিতে এবং অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তথাপি তাহা মুসলমানেরদের শরার অনুসারে মাতবর ও সিদ্ধ এবং এ বিবাহ প্রযুক্ত এবং জজ সাহেবের হুকুম নামানা প্রযুক্ত আবদুললীকে দোষ এবং দণ্ডের যোগ্য জ্ঞান করিতে হইবেক না।

১৮৩১ সাল ২৭ মে ৬৩৮ সংখ্যা।

মিথ্যা শপথের অপরাধের বিষয়ে কমিস্যনর সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার বিষয়ে নীচের লিখিত কথা জানাইতে হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছি। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে মিথ্যা শপথের অপরাধের বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ঐ বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া লিখিয়াছেন। ঐ কমিস্যনর সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে ঐ অপরাধের কথিত বৃদ্ধি আইনের চুক প্রযুক্ত হইতেছে কিন্তু ইহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্মত নহেন। তাঁহারা বোধ করেন যে এই বিষয়ে আইনের কিছু দোষ এবং তাঁহারা নিশ্চয় বোধ করেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যেমন উচিত তেমন ঐ সাহেবেরা যদি আপন২ আদালতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লন এবং তাহারদের জোবানবন্দীতে যে প্রত্যেক অসঙ্গত ছুট হয় সেই২ বিষয়ে তাহারদিগকে আঁটা আঁটি রূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয় তাহা তাহারদিগকে বুঝাইবার উপযুক্ত যত্ন হয় এবং তাহারা যে জওয়াব দেয় তাহা যদি এই রূপে লেখা যায় যে তাহাতে সাক্ষির অভিপ্রায় অতি স্পষ্টরূপে বোধ হয় তবে কমিস্যনর সাহেব যেরূপ কহিয়াছেন অর্থাৎ এই অপরাধের তাদৃশ শাসন হইতেছে না সেই রূপ অশাসন হইত না। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছেন যে মিথ্যা শপথের মোকদ্দমায় ফৌজদারী আদালত মুসলমানেরদের শরা অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা যথার্থ নয় এবং তাঁহার উচিত ছিল যে অপবাদিত ব্যক্তি যে পুনঃ২ খালাস হইতেছে সেই দোষ আইনের উপর নিক্ষেপ করণের পূর্ব্বে তিনি এই বিষয় অধিক উত্তম রূপে অবগত হন। বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে এই অপরাধের যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা যদি জজ সাহেবের এই মত হৃদ্বোধ হয় যে যে অপরাধ

মিথ্যা শপথরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই অপরাধ অপবাদীত আসামী জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত করিয়াছে তবে তিনি দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন এবং ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণে নিরূপণ আছে যে মিথ্যা শপথের অপরাধে অপবাদীত ব্যক্তি স্বেচ্ছাধীন তাহার আপন অপরাধ মানিয়া লওনেতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিরদিগের সাক্ষ্যের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন কথাক্রমে এই প্রকার দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে অবশ্যই ঐ ব্যক্তি হইতে ঐ অপরাধ হইয়া থাকিবেক তাহার দ্বারা সাব্যস্ত হইতে পারে। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছেন যে যে জজ সাহেবের সম্মুখে মিথ্যা শপথের নালিশের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যায় তিনি ঐ সাক্ষ্যের সত্যাসত্যতার বিষয়ে যেরূপে যথার্থ অনুমান করিতে পারেন সেইরূপে যে জজ সাহেব শপথের মোকদ্দমা এই আদালতে অর্পণের দ্বারা যে বিলম্ব হয় তাহাতে কেবল লিখিত জোবানবন্দী পাঠ করেন তিনি করিতে পারেন না এবং মিথ্যা দণ্ডের ফলের লাঘব হইতেছে কিন্তু যদি ঐ সাহেবের এই২ কথা যথার্থ হয় তবে তাহা যেমন মিথ্যা শপথের মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে তেমনি অন্য সকল মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিবেক। কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্টের ৫৮ দফায় সাক্ষিরদিগকে মিথ্যা শপথের তজবীজ হওনার্থে তাহারদিগকে সোপর্দ্দ না করণের যে২ কারণ লেখা আছে তাহা সদর আদালত প্রচুর বোধ করেন। যদ্যপি তাহার বোধ ছিল যে তাহারা জানিয়া শুনিয়া ঐ অপরাধ করিয়াছে ইহা প্রবল মতে অনুভব করণের মাতবর প্রমাণ ছিল তবে তাহারদিগকে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করা তাঁহার উচিত ছিল এবং যে কারণ তিনি লিখিয়াছেন সেই কারণ দৃষ্টে তাঁহার সেই রূপ সোপর্দ্দ না করণেতে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের একগুঁয়ামিরূপে শৈথিল্য হইয়াছে।

১৮৩১ সাল ১০ জুন ৬৩৯ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালত এই ধার্য্য করিয়াছেন যে জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিরদের আপন২ ভূমিতে হাট বসাইবার এবং যে কোন দিবস তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই দিবসে হাট করিবার ক্ষমতা আছে এবং এক হাট বসাওনেতে কোন নিকটবর্ত্তি হাটের মালিকের স্বত্বের হানি হইবেক এই কারণে অথবা অন্য কারণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা সেই হাট বসাইতে নিষেধ করিতে পারেন না অথবা যে দিবসে হাট করিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না।

১৮৩১ সাল ২১ জুন ৬৪৪ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ বন্ধক লওনিয়া মহাজন

যে দরখাস্ত দেয় তাহার এক নকল ঐ সংবাদের পরওয়ানার সঙ্গেং বন্ধক দেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠান যায় এবং সদর আদালত আরো বোধ করেন যে বন্ধক লওনিয়া মহাজন আপনার দরখাস্ত দাখিল করণের সময় ঐ পরওয়ানা পক্ষান্তর ব্যক্তির উপর যে পেয়াদার দ্বারা জারী করিতে হই বেক সেই পেয়াদার তলবানা দাখিল করিতে তাহার প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত তাহা হইলে ঐ পরওয়ানা পাঠাইবার কিছু বিলম্ব হইবেক না।

১৮৩১ সাল ১৫ জুলাই ৬৪৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হওয়া ব্যক্তিরদের খোরাকী টাকা আমানৎ করণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৬ আইনে যে বিধি আছে তাহা যেমন সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী কর্ম্মকারকের বিষয়েও খাটে।

১৮৩১ সাল ২২ জুলাই ৬৪৮ সংখ্যা।

যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রীজারী করনের দরখাস্ত হয় সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের নামে যদি কালেক্টর সাহেবের বহীতে জমীদারীর রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে কেবল সেই প্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী নীলাম করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না কিন্তু যদ্যপি ঐ জমীদারীর উপর কোন দাওয়া হয় অথবা তাহা নীলামের বিষয়ে কোন ওজর করা যায় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৩১ সাল ৫ আগষ্ট ৬৫১ সংখ্যা।

বাকতন্নেছা বাঙ্গালা ১২২৫ সালে মমুতাজুদ্দীনকে দত্তক পুত্র করিল এবং এক দানপত্র ক্রমে আপনার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে অর্পণ করিল কিন্তু আপনার গোমাস্তা হামদমিয়ানের দ্বারা আপনার ঐ দত্তক পুত্রের সরবরাহকার স্বরূপে ঐ সম্পত্তি আপনার দখলে রাখিল এবং ঐ স্ত্রী মরণান্তর ঐ গোমাস্তার হাতে ১২৩৬সাল পর্য্যন্ত ঐজমীদারী রহিল। ঐ সালে ঐ গোমাস্তা মরিল এবং বাকতুন্নেছার ভ্রাতা নজরুদ্দীন আপনার যে কন্যা বাকতুন্নেছার দ্বারা মুমতাজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল সেই কন্যার স্বত্বক্রমে ঐ জমীদারী ইহা বলিয়া দখল করিল যে মুমতাজুদ্দীনের আপনার বিবাহ সময়ে বাকতুন্নেছার সম্পত্তি ক্রমে আপনার স্ত্রীকে ঐ সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল। মমুতাজুদ্দীন তৎ সময়ে নাবালক ছিল এবং তাহার ভ্রাতার প্রার্থনা ক্রমে গৌরগোপাল তাতার সংসারাধ্যক্ষতা কার্য্য নিযুক্ত হইল এবং বাকতুন্নেছার আসল দানপত্র ক্রমে সেই জমীদারীর দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ইহা বোধ করিলেন যে গোমাস্তার মরণানন্তর

নজরুদ্দীন সেই জমীদারীর দখল পাইয়াছিল অতএব যদি বিপক্ষেরদের নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণেতে ঐ ব্যক্তির স্থানে যে জামিন তলব হই বেক সেই জামিন দিতে অপারক না হয় বা ক্রুটি না করে তবে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৪ ধারানুসারে সে ব্যক্তি বেদখল হইতে পারে না।

১৮৩১ সাল ৫ আগষ্ট ৬৫২ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালে ২৭ ডিসেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডর অনুসারে নীলবিষয়ের বিবাদ কেবল যখন ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা বিচার্য্য হয় তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন যে যে বিরোধ ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের মধ্যে না পড়ে তাহা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে বিচার ও নিস্পত্তি হইবেক ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা ১৮২৪ সালের ১৫ আইন রদ হওন অবধি এই প্রকার সকল বিরোধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বিচার্য্য।

১৮৩১ সাল ১২ আগষ্ট ৬৫৩ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬।৪১ ধারার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যে কতক লবণের জন্যে রওয়ানা পাওয়া গিয়াছে তাহার কতক অংশের বিষয়ে চালান দেওয়া গেলে যেমন রওয়ানার দ্বারা ঐ লবণ জব্দ হইতে রক্ষা হয় তেমনি চালানের দ্বারাও রক্ষা পায় যদি ঐ আইনের এই মত অর্থ না করা যায় তবে এই মত হইতে পারে যে লবণ বোঝাই নৌকার যে মালিক চালানের সিদ্ধতার উপর নির্ভর রাখিয়া এবং মাসুল চুরির কর্ম্মের সাহায্য করণের কোন মতে অভিপ্রায় না করিয়া সেই নৌকা ভাড়া করে সেই মালিকের সেই লবণ বোঝাই নৌকা জব্দ হওনের যোগ্য হয়।

১৮৩১ সাল ৩০ আগষ্ট ৬৫৪ সংখ্যা।

নাবালগের অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত অতএব যদি জমীদরী সরবরাহকারের দ্বারা সরবরাহ হয় তবে তাহার উৎপন্নেতে নাবালগের যে অংশ আছে তাহা ঐ অধ্যক্ষ লইতে পারে এবং নাবালগের সম্পত্তির ব্যয়ের বিষয়ে জিলার জজ সাহেব হাত দিতে পারেন না।

১৮৩১ সাল ২৬ আগষ্ট ৬৫৫ সংখ্যা।

গ্রাম্য চৌকীদারেরদের মাহিয়ানার জন্যে গ্রামনিবাসী ব্যক্তিরদের উপর কর বসাওনের হুকুম কোন আইনের মধ্যে নাই এবং তাহা বে আইনী।

১৮৩১ সাল ২ সেপ্‌টেম্বর ৬৫৬ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালত তোমার গত মাসের ৩০ তারিখের পত্র প্রাপ্ত

হইয়াছেন তাহাতে তুমি এই প্রার্থনা করিয়াছ যে নবম সংখ্যক এলাকার দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব গত ৯ ফিব্রুআরি তারিখের আপনার পত্রে মিথ্যা শপথের বিষয়ে মুসলমানেরদের শরার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না ইহা মুফ্‌তীরদের স্থানে জিজ্ঞাসা করা যায়। সেই ব্যাখ্যা এই যে যে ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা শপথের অপরাধ হয় সেই ব্যক্তি যদি তাহা কবুল না করে তবে তাহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। ২। সদর নিজামৎ আদালত আরো আদেশ করিতেছেন যে ঐ কমিস্যনর সাহেব ঐ মিথ্যা শপথের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ২২ সেপ্‌টেম্বর ও ১৮৩১ সালের ২৩ জুন তারিখে যে দুই পত্র লিখিলেন তাহার এবং সেই২ পত্রের বিষয়ে গত মাসের ১৬ তারিখে রাস সাহেব যেমত লিখিলেন তাহার নকল শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলে জানান যায়। ৩। এই আদালতের সাহেবেরা এই বিষয়ে আপনারদের মুফ্‌তীরদের মত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে আবশ্যক বোধ করিলেন না যেহেতুক ইহার কতক বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ রূপে বিবেচনা হইয়াছিল এবং এই আদালতের তিনজন মুফ্‌তী এক বাক্য হইয়া এই বিষয়ে শরার যথার্থ বচন এক ফতওয়াতে লিখিয়া দাখিল করিলেন ঐ ফতওয়ার এক নকল এবং তাহার ইংরাজী ভাষায় এক তরজমা এই পত্রের সঙ্গে পাঠান যাইতেছে এবং তদ্দ্বারা স্পষ্ট হইবেক যে অপবাদীত ব্যক্তিরা কবুল না হইলেও তাহার মিথ্যা শপথের অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে আদালতের এই মত যথার্থ ছিল এবং কমিস্যনর সাহেব যে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা অনুপযুক্ত আদালতের ঐ মত আরো পুষ্ট করণার্থে এবং ঐ ফতওয়াতে যেরূপ শরার লেখা আছে তদনুসারে আদালতের কার্য্য হইয়া আসিতেছে ইহা দর্শাই বার জন্যে এই আদালতের মুফ্‌তীরা এবং দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্‌তীরা তৎপরে যে কয়েক ফতওয়া দিয়াছিলেন তাহার নকল পাঠাই তেছি। ৪। এই২ বিষয় স্পষ্টে এবং ১৮০৭ সালের ২ আইনের বিধানে সেই মূলবিধান নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাও দৃষ্টি করিয়া সদর নিজামৎ আদালত বোধ করেন যে এই বিষয়ে কোন নূতন আইন করণের আবশ্যক নাই এবং যদি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের এবং তাহারদের মুফ্‌তীরদের মধ্যে ইহার পর কোন মতের বিভিন্নতা হয় তবে তাহা এই আদালতে অর্পণ হইতে পারে। ৫। কমিস্যনর সাহেব আপনার গত ২৩ জুন তারিখের পত্রের ২২ দফাতে জিজ্ঞাসা করেন যে এদেশীয় আমলারদের দ্বারা যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা মিথ্যা হইলে সেই অপরাধ মিথ্যা শপথ কি না। এই আদালতের অধিকাংশ জজ্‌ সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে এদে

শীয় আমলা এই আদালতের ১৮০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে শপথ পূর্ব্বক যে জোবানবন্দী লন তাহাতে যদি কোন আদালতের সম্পর্কীয় কার্য্যে এবং কোন মোকদ্দমার আবশ্যক বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় তবে তাহা মিথ্যা শপথের অপরাধ গণ্য হইবেক রাস সাহেব ও রাটরি সাহেব কহেন যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরে যে কামরাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বসিয়া অন্যান্য কার্য্য করিতেছেন সেই কামরাতে ফৌজদারী আদালতের আমলারা ফরিয়াদী ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে পারেন ইহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরিবর্ত্তে ঐ আমলারদিগকে জোবানবন্দী লইতে ফলতঃ অনুমতি দেওয়া গেল কিন্তু আইন মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি সেই জোবানবন্দী লইবার হুকুম আছে এবং এই রূপে আমলার দ্বারা জোবানবন্দী লওয়া আইন সিদ্ধ নহে অতএব ঐ দুই সাহেব বোধ করেন যে যে জোবানবন্দী এই রূপে আমলারদের দ্বারা লওয়া যায় তাহাতে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা মিথ্যা শপথের অপরাধ হইতে পারে না।

১৮৩১ সাল ১৬ ডিসেম্বর ৬৬৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নাবালকের জমীদারী যদি সাধারণ থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নাবালকের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং সদর আদালতের ঐ ব্যক্তিকে মঞ্জুর করিবার নিমিত্তে তাহার এক রিপোর্ট করেন।

১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া অধ্যক্ষ বা সরবরাহকারকে নাবালকের যে জমীদারী অর্পণ হইয়াছে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্য্য তাহারা আপনাদের বুদ্ধিসাধ্য পর্য্যন্ত করিবেক।

১৮৩২ সাল ৬ জানুআরি ৬৬৫ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার বিধিতে এমত হুকুম নাই যে যে জিলাতে মোকদ্দমা হয় কেবল সেই জিলার মধ্যে স্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে জামিন তলব হইলে আসামী যদি তাহা না দিতে পারে তবে তাহার সম্পত্তি যে কোন স্থানে থাকুক জজ সাহেব তাহা ক্রোক করাইতে পারেন।

১৮৩২ সাল ৬ জানুআরি ৬৬৬ সংখ্যা।

সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইতেছেন যে নাবালকের অধ্যক্ষ সদর আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হইলে নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সদর আদালতের অনুমতি বিনা ঐ অধ্যক্ষকে তগীর করা উচিত

নহে। তাহাকে তগীর করণের যে যে কারণ জিলার জজ্ সাহেব দর্শাইয়াছেন তাহা সদর আদালতের বোধে উপযুক্ত নহে যেহেতুক ঐ অধ্যক্ষ যে জমীদারী রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা যদ্যপিও পক্ষান্তর ব্যক্তিরদের দখলে আছে তথাপি তাহার উপর নাবালকের যে দাওয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই এবং তাহার দখল পুনরায় পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ করণার্থে সেই অধ্যক্ষকে বহাল রাখা আবশ্যক হইতে পারে। অতএব সদর আদালত জজ্ সাহেবের হুকুম রদ করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে ঐ অধ্যক্ষকে পুনর্ব্বার এ পদে নিযুক্ত করা যায়।

১৮৩২ সাল ১৩ জানুআরি ৬৬৮ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের জারী হওনের পূর্ব্বে জিলা ও সহরের জজ্ সাহেবেরদের উপদেশের নিমিত্তে যে বিধান চলন ছিল অর্থাৎ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৪।৫।৬।৭ প্রকরণ তদনুসারে সদর আমীনেরা তলবানার বিষয়ে কার্য্য করিবেন।

জজ সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে আপনারদের বাজেখরচের অনুমতির দরখাস্ত প্রবিন্স্যল আদালতের নিকটে করিতেন এক্ষণে সিবিল আডিটর সাহেব অথবা একবারে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহারা সেই দরখাস্ত করিবেন।

১৮৩২ সাল ১৩ জানুআরি ৬৬৯ সংখ্যা।

যে মোকদ্দমায় নিষ্কর ভূমির বিষয়ে বিবাদ হয় সেই মোকদ্দমায় যদি সনদের মাতবরীর বিষয়ে কিছু বিরোধ নাই তবে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধির অনুসারে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না।

১৮৩২ সাল ২০ জানুআরি ৬৭২ সংখ্যা।

যে গতিকে ১৮০৬ সালের ১৭ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় হওয়া ভূমির উদ্ধারের মিয়াদ সমাপ্ত হইয়াছিল সেই গতিকে ভূম্যধিকারীরা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইবেক না।

১৮৩২ সাল ১৭ ফিব্রুআরি ৬৭৫ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্পকাগজে আপীলের দরখাস্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাম্পের মূল্যের

কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না এবং আপেলান্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন।

যদি ডিক্রী পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না।

যদি রেস্পাণ্ডেন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি আদালতের একজন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সেই উকীলের রসুম ঐ রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনি দিবেক।

যে জজ্ সাহেবের সম্মুখে কোন নম্বরী আপীল উপস্থিত হয় তিনি যে মত উচিত বোধ করেন সেই মত অগৌণে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখনের অথবা প্রতিবাদীর হাজির করাওনের কি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের হুকুম দিবেন।

১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধানের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। *

১৮৩২ সাল ২৪ ফিব্রুআরি ৬৭৬ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পর সদর আমীন কোন আপীলী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। এবং যদি সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি ক্রমে জিলার জজ্ সাহেব প্রধান সদর আমীনের প্রতি আপীলী মোকদ্দমা অর্পণ না করেন তবে প্রধান সদর আমীন কোন আপীলী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না।

জিলার জজ্ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি ক্রমে প্রধান সদর আমীনের নিকট যে আপীল অর্পণ করেন তাহা ছাড়া প্রধান সদর আমীন কোন আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

---

* এই নিয়ম ১৮৪০ সালের ২৯ মের এক নির্দ্ধারণ ক্রমে কিছুকালের জন্যে স্থগিত হইয়াছে। ঐ নির্দ্ধারণ এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাঁহারদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে যাবৎ মুলতবী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ঐ ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য না করেন এবং আদালতে যে প্রত্যেক নম্বরী আপীল করা যায় তাহা একেবারে নম্বরে দাখিল হয় এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করা যায় এবং জিলার আদালত হইতে রোয়দাদ তলব হয়।

১৮৩২ সাল ২৪ ফিব্রুয়ারি ৬৭২ সংখ্যা।

কালেক্টর সাহেবদিগকে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে আপনারদের করা সরাসরী ফয়সলা দ্বারা করিতে হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া গেল।

১৮৩২ সাল ১৮ মে ৬৭৯ সংখ্যা।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাজির হওনের বিষয়ে ফরিয়াদী ও সাক্ষির-দিগের স্থানে পোলীসের আমলারা যে সকল মুচলকা লেখাইয়া লন তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে।

সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে (খ) চিহ্নিত তফসীলের বর্জ্জনীয় কথার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও সাক্ষিরদিগকে হাজির করিবার নিমিত্তে মুচলকা ও জামিনী পত্রের বিষয়ে লেখা থাকাতে তুমি যে মুচলকার বিষয় লিখিয়াছ তাহা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা যাইতে পারে।

১৮৩২ সাল ১৬ মার্চ্চ ৬৮২ সংখ্যা।

জিলার আদালতের কোন২ ওয়ার্ডসের জমীদারীর হিসাব রাখিবার নিমিত্তে জিলার জজ সাহেব আমলারদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে এমত আমলা নিযুক্ত করিতে চলিত আইনে কোন হুকুম নাই এবং সদর আদালত তাহা অনাবশ্যক বোধ করেন অতএব সেই বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা সদর আদালত রদ করিলেন।

১৮৩২ সাল ১৬ মার্চ্চ ৬৮৩ সংখ্যা।

সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন ঐ দুই জন জজ সাহেব তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন। পরে তাহার মধ্যে এক জন আদালত ছাড়িয়া গেলেন অপর একজন জজ ঐ দুই জনের করা হুকুম বহাল রাখিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে অবশিষ্ট জজের ঐ দ্বিতীয় হুকুম চূড়ান্ত এবং অন্য কোন জজের সম্মতি লওনের আবশ্যক নাই।

১৮৩২ সাল, ২৭ এপ্রেল ৬৮৭ সংখ্যা।

তালুক ও ওসত তালুক ও হাওলা কিম্বা ওসত হাওলার জন্যে নালিশ যদি ১৮২৯ সালের ১০ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিল তবে মোকদ্দমার মূল্য ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে নির্ণয় হইবেক তৎপরে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের ৪ দফা বিধি খাটিবেক।

১৮৩২ সাল ১৮ মে ৬৮৮ সংখ্যা।

বিধান হইল যে অমুক আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শুনিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে ঐ আদালত যে প্রকার আপীল শুনিতে পারেন কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। অতএব সদর আমীন ও মুনসেফের দের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শুনিতে পারেন না যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে সেই আপীলের মুখে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত।

১৮৩২ সাল ১৮ মে ৬৮৯ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের (১৮৪০ সালের ৪ আইনের) নির্দিষ্ট মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন না কেননা ঐ ধারার দ্বারা কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমা তাহারদিগকে অর্পণ করিতে পারেন।

১৮৩২ সাল ৪ মে ৬৯০ সংখ্যা।

যে টাকার বিজয়ের ডিক্রী ১৮২০ সালের ৯ ফিব্রুআরি তারিখে হইয়াছিল সেই টাকা ১৮৩২ সালের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে না দেওয়া গেলে যদি সেই টাকা আদায় করণের বিলম্ব ডিক্রীদারের কসুর প্রযুক্ত হইল না তবে সেই টাকার উপর আদালত সুদ দিবার হুকুম করিবেন।

১৮৩২ সাল ১ জুন ৬৯১ সংখ্যা।

সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সিবিল জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করেন তাহাকে ঐ জজ সাহেব আপন সেশন জজ পদে বিচার করিতে পারেন না সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে যদ্যপি জজ সাহেব এদেশীয় আমলারদের টাকা তছরুফ করণের বিষয়ে সরাসরী তহকীক করিতে পারেন তথাপি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ঐ অপরাধ বিচার হওনের নিমিত্ত অপরাধীকে কয়েদ করিতে আইনমতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই। ঐ কার্য্যের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আছে এবং যদি অপরাধী ব্যক্তির নামে ফৌজদারী নালিশ করিতে কোন প্রবল কারণ থাকে তবে জজ সাহেবের উচিত যে আপনার রুবকারী

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষ্য বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়া আপনার অভিপ্রায়ক্রমে আসামীকে কয়েদ অথবা খালাস করিবেন।

১৮৩২ সাল ১৮ মে ৬৯২ সংখ্যা।

যে মোকদ্দমাতে অন্য সদর আমীন এবং মুনসেফ কি তাহারদের আশ্রিত ব্যক্তি লিপ্ত থাকেন সেই মোকদ্দমা শুনিতে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই।

১৮৩২ সাল ১৮ মে ৬৯৩ সংখ্যা।

রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা এই মত হুকুম করিতে পারেন না যে দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদ তহকীক করণার্থে তাহারদের নিকটে পাঠান যায়।

১৮৩২ সাল ৫ মে ৬৯৫ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাকী খাজানার বাবৎ সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের বিধির অনুসারে জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেব তালুক নীলাম করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সকল তালুকে দখীলকার ব্যক্তির লাভ নীলাম হইতে পারে সেই তালুকের বাকী খাজা-জানার নিমিত্তে তাহা নীলাম হইতে পারে এবং ১৮১৯ সালের ৮ আই নের ৯ এবং ১৬ ধারার বিধির অনুসারে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক যে রূপে নীলাম হইতে পারে সেই রূপে ঐ তালুকের নীলাম রেজিষ্টর সাহে বের দ্বারা অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা হইতে পারে।

১৮৩২ সাল ২৫ মে ৬৯৬ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে রাইয়তের নামে যদি মুনসেফের আদালতে খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তবে যে ভূমির খাজানার দাওয়া হয় সেই লাখেরাজ ভূমি ইহা বলিয়া ঐ রাইয়ত সেই মোকদ্দমা মনসেফের আদা লত হইতে উঠাইয়া কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে সে ব্যক্তি পারে না। যেহে তুক ঐ ভূমি লাখেরাজ কি না এই বিষয় যে মুনসেফের আদালতে মোক দ্দমা হয় নাই কিন্তু যে বৎসরের খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তাহার পূর্ব্ব বৎসরের রাইয়ত সেই ভূমির খাজানা দিয়াছিল কি না এই বিষয়ের নালিশ হইল এবং মুনসেফ এই বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং যদি প্রাকৃত রূপে দস্তখৎ হওয়া গ্রামের হিসাবের বহীর দ্বারা

কিম্বা আইন সিদ্ধ অন্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত তাহার পূর্ব্ব বৎসরে খাজানা দিয়াছিল তবে যত খাজানা পাওনা বোধ হয় তত খাজানার ডিক্রী মুনসেফ করিতে পারেন এবং লাখেরাজ রূপে সেই ভূমির ধার্য্য করণের অধিকার রাইয়তের আছে কি না তাহা ঐ রাইয়ত ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে মোকদ্দমা করিয়া সাব্যস্ত করিবেক।

১৮৩২ সাল ২৯ জুন ৬৯৯ সংখ্যা।

আপীল হওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদে যে বাঙ্গলা ভাষার কাগজ পত্র থাকে তাহা আপেলাণ্টের বিশেষ দরখাস্তক্রমে তরজমা হইলে তাহার খরচা সেই ব্যক্তি দিবেক অন্যান্য গতিকে কেবল যে কাগজপত্রের নিষ্পত্তির বিষয়ে আবশ্যক তাহা সরকারের খরচে আদালতের মুহুরীরের দ্বারা অথবা ঠিকা মুহুরীরের দ্বারা করা যাইবেক।

১৮৩২ সাল ৬ জুলাই ৭০১ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে মুনসেফের আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার আসামী যদি অন্য মুনসেফের এলাকায় বাস করে তবে যে মুনসেফের এলাকায় আসামী থাকে সেই মুনসেফ হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিলে তাহা জারী হইতে পারে।

মুনসেফেরা আপনং ডিক্রীজারী ক্রমে মালগুজারীর ভূমি ছাড়া অন্য সকল প্রকার সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে পারেন। এবং যে ডিক্রী মুন সেফ আপনি না করিয়া থাকেন সেই ডিক্রী জারীক্রমে জজ সাহেবের অনুমতিপূর্ব্বক ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারানুসারে মালগুজারীর ভূমির দখল দেওয়াইতে পারেন।

১৮৩২ সাল ৬ জুলাই ৭০২ সংখ্যা।

যদ্যপি চাসি রাইয়তের ইজারা বা যোতে যে ভূমি থাকে তাহা বিক্রয় করণের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না তথাপি ঐ ইজারা বা যোতদারীদা রের যে প্রাপ্তি থাকে তাহার মূল্য নির্ণয় হইতে পারে অতএর তুমি যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিয়াছ তাহাতে ফরিয়াদীর বস্তুতে আপ নার প্রাপ্তি যত টাকা জ্ঞান করে সেই টাকানুসারে আপন মোকদ্দমার মূল্য ধরিতে তাহাকে অনুমতি দিতে হইবেক।

যদ্যপি আসামী তাহাতে কোন ওজর করে তবে আদালত ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার হুকুম মতে সরাসরী তজবীজ করিয়া সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন।

১৮৩২ সাল ২৩ জুলাই ৭০৪ সংখ্যা।

যে দলীল দস্তাবেজ দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইয়াছে তাহার

জালসাজীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিশ আরম্ভ করিতে পারেন না।

১৮৩২ সাল ২০ জুলাই ৭০৫ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে বিবাদীর যে প্রকারে মোকদ্দমা চালাইতে হয় সেই বিষয়ে যদি জজ সাহেব তাহাতে কিছু জানাইতে উচিত বোধ করেন তবে তাহা জানাইতে পারেন।

১৮৩২ সাল ২০ জুলাই ৭০৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে ইশ্‌তিহারনামা ক্রমে যে সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হয় তাহার কোন অংশের বিষয়ের দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার দরখাস্ত আদালতে উপস্থিত হওয়া বিষয় সম্পর্কীয় দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে মুনসেফেরদের বিষয়ে কিছু লেখা নাই এই ছুষ্টে এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের বিধির ছুষ্টে মুনসেফের আদালতে উক্ত প্রকার যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।

স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্বের বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা কেবল মুনসেফেরদের উপদেশের নিমিত্তে হইয়াছিল ইহা ঐ প্রকরণে স্পষ্টই লেখা আছে। এইমত গতিকে জিলা ও সহরের জজ সাহেবেরদের যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে হুকুম ছিল সেই হুকুমই অবিকল রহিল।

১৮৩২ সাল ২৭ জুলাই ৭০৭ সংখ্যা।

গত মাসের ৮ তারিখে আপনার পত্রেতে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সহর ও পরগনার কাজীর সাহায্য করণের নিমিত্তে নায়েব আইন মতে নিযুক্ত হইতে পারেন কি না। এবং যদি আইন মতে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে ঐ নায়েব কি কি কর্ম্ম করিতে পারেন এই বিষয়ে কোন সরকুলর অর্ডর আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই উত্তর দিতেছেন যে ১৮১৭ সালে ১০ ডিসেম্বরে জিলা শাহাবাদের একটিং জজ সাহেব পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাজীর কর্ম্ম অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত ১৮১৮ সালের ২ আপ্রিলে এই উত্তর করিলেন যে সদর আদালতের মফ্‌তীর ফত্তওয়ার অনুসারে কোন কাজী হাকিমের বিশেষ অনুমতি বিনা আইনমতে কোন নায়েব নিযুক্ত করিতে পারেন না অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮২৪ সালের ৬ আপ্রিলে শাহাবাদের জজ সাহেবকে কহিলেন যে নায়েব কাজী নিযুক্ত করণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনে কোন হুকুম নাই।

১৮৩২ সাল ২৭ জুলাই ৭০৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে যে সিঁধকাটা অথবা চুরীতে কোন শারীরিক হানি না হয় এমত সিঁধকাটা অথবা চুরীর বিষয়ে ক্ষতি প্রাপ্ত ব্যক্তি অতি দরিদ্র অথবা মূর্খ হইলেও যদি তাহার বিষয়ে এক লিখিত দরখাস্ত দাখিল না করে তবে পোলীসের আমলায় সেই প্রকার নালিশ লইতে কি বিচার করিতে পারেন না। এবং উক্ত আইনে আরো বিশেষ হুকুম আছে যে ঐ দরখাস্তের মধ্যের অপরাধের বৃত্তান্ত লেখা থাকিবেক কেবল নহে কিন্তু সেই দরখাস্তের মধ্যে এমত বিশেষ প্রার্থনা থাকিবেক যে যে চোরা জিনিসের বিষয়ের তা লাশী হয় অথবা অপরাধী গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ড্য হয়। সেই দরখাস্ত লিখিয়া লইবার খরচাতে এবং তাহা লিখিবার বিলম্বেতে ও ক্ষতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ংহাজির হইবার আবশ্যকতা প্রযুক্ত অনেক অনেক দরিদ্র লোক নালিশ করিতে অনিচ্ছুক হইবেক ইহার সন্দেহ নাই এবং এই প্রযুক্ত মশহুর চোরেরদের গ্রেপ্তার করা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হইবেক।

১৮৩২ সাল ১৪ সেপ্‌টেম্বর ৭১০ সংখ্যা।

পোলীসের আমলারা যে জামিনীনামা লন তাহা শাদাকাগজে লেখা যাইবেক।

১৮৩২ সাল ২১ সেপ্‌টেম্বর ৭১২ সংখ্যা।

যদি কোন বরকন্দাজ কর্ম্মের শৈথিল্যের দোষী হয় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৬ সালের ১৪ আইনানুসারে বা অন্য কোন আইনানুসারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের দণ্ড করিতে পারেন না।

১৮৩২ সাল ৩১ আগস্ট ৭১৪ সংখ্যা।

সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে ইহাই জানাইতেছেন যে তিনি যে মোকদ্দমার বিষয়ে উল্লেখ করিলেন তাহা যদি বাকী খাজানার বাবৎ অথবা মালগুজারী অন্যায়েতে তহশীল করণের বাবৎ হয় তবে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর সাহেবের বিচার করিতে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব তাহা সরাসরীমতে বিচার না করিলে যদি সেই মোকদ্দমার মুল্য মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মুল্যের সীমায় মধ্যে পড়ে তবে ঐ আইনের ৮ এবং ১১ ধারানুসারে মুনসেফেরা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহা বিচার করিতে পারেন কিন্তু সম্পূর্ণ মুল্যের সিকি মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে তাহার দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। জিলার জজ সাহেবের তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত উত্তর করিতেছেন যে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজা অন্যায়

রূপে তহশীলের বাবৎ যে নালিশ করে এবং জমীদার ও অন্যেরা আপনার-দের হক পাওনার বাবৎ যে মোকদ্দমা করে সেই দুই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে উক্ত বিধান তুল্য রূপে খাটে।

যে মুনসেফ অথবা ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারককে খাজানার নিমিত্তে ক্রোক হওয়া সম্পত্তি নীলাম করিতে হুকুম হয় যদ্যপিও তাহা বিক্রয় না হয় তথাপি যে খরচা তাহার নিতান্ত ও আবশ্যক হইয়াছে তাহা তিনি ফিরিয়া পাইতে পারেন এবং যদি ঐ খরচা তাঁহাকে না দেওয়া যায় তবে ক্রোক হওয়া সম্পত্তির যে অংশ আবশ্যক হয় তাহা নীলাম করিয়া ঐ খরচা উস্থল করিতে পারেন।

১৮৩২ সাল ৫ আক্টোবর ৭১৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রী করণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন ঐ খরচার সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং টাকার যে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদালতের ডিক্রীর তারিখ অবধি সুদ চলিবেক সেই মত এই খরচার উপরও সুদ চলিবেক।

১৮৩২ সাল ২১ সেপ্টেম্বর ৭১৬ সংখ্যা।

তুমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেউলিয়া ব্যক্তির বিষয়ে আদালতের কি ক্ষমতা আছে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে আইনের মধ্যে দেউলিয়ার বিষয়ে কিছু বিশেষ বিধি নাই অতএব যদি ঐ প্রকার কোন মোকদ্দমা তোমার নিকট উপস্থিত হয় তবে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২১ ধারার দ্বারা আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবা এবং তোমার হুকুমেতে যাহারা নারাজ হয় তাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে পারে।

১৮৩২ সাল ২১ সেপ্টেম্বর ৭১৭ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ্ সাহেব বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারী সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন ঐ প্রকার জমীদারীর এক অংশ ক্রোক করিতে পারেন না কিন্তু যে হেতু দর্শান যায় তাহা বিশিষ্ট কি না এই বিষয়ে জজ্ সাহেব যাহা নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারে।

১৮৩২ সাল ২১ সেপ্টেম্বর ৭১৮ সংখ্যা।

কোন সাধারণ গুরুতর বিষয়ে সদর আদালতের জজ্ সাহেবেরা আপ

নারদের যে মত লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান তাহা সরকারী দলীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না এবং সাধারণ ব্যক্তিরা তাহা নকল চাহিলে তাহারদিগকে দিতে হইবেক না।

১৮৩২ সাল ২৮ ডিসেম্বর ৭২০ সংখ্যা।

জিলার জজ্ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০০ সালের ১ আইনক্রমে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহারদের হিসাব কিতাব তজবীজ হওনের নিমিত্তে তাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে জিলার জজ্ সাহেব হুকুম দিতে পারেন না এবং ঐ নাবালকের সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ে ঐ আদালতের সাহেবের হাত দিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি ঐ অধ্যক্ষের মন্দ আচার ব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশ্বাস যোগ্য এজহার দেওয়া যায় এবং যদি জজ্ সাহেবের এমত মন প্রত্যয় হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অযোগ্য তবে জিলার জজ্ সাহেব সেই বিষয়ের তদন্ত করিতে পারেন এবং ঐ অধ্যক্ষকে তগীর করণের উপায় করিতে পারেন। যদ্যপি তদন্ত করিয়া দৃষ্ট হয় যে ঐ অধ্যক্ষ কিছু সম্পত্তি কি টাকা তছরুফ করিয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশ না হইলে জজ্ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন না।

১৮৩২ সাল ৫ আক্টোবর ৭২১ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতে এই দুই জিজ্ঞাসা করা গেল যে এক ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশের যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইল সেই জিলার আদালতে বাঙ্গালা দেশীয় লোক রামদাসের ও কৃষ্ণদাসের ও গোপাল দাসের নামে নালিশ করিল। যে জিলার আদালতে নালিশ করা গেল তাহার এলাকার সীমার মধ্যে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি বাস করে কিন্তু উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গোপাল দাস কলিকতা সহরের মধ্যে বাস করে এবং তাহার কোন মোক্তার নাই অতএব আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে ঐ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই প্রকার মোকদ্দমা জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই যে তাহা যদি জিলার আদালতে গ্রাহ্য হয় তবে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে ১৮০৬ সালের দুই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণেতে যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে সেই এত্তেলা কাহার মারফতে এবং কিপ্রকারে গোপাল দাসের উপর জারী করিতে হইবেক এবং যদি সেই এত্তেলা জারী করা অসাধ্য হয় তবে এই মত গতিকে যে ঘোষণা দিবার হুকুম আছে সেই ঘোষণা কিরূপে দিতে হইবেক। প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে ঐ প্রকার মোকদ্দমা জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার এই

উত্তর দিলেন যে ঐ এত্তেলা কি ঘোষণা এক পেয়াদার দ্বারা সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ সাহেব এই আদালতের নাজিরকে এবং সেই পেয়াদার দ্বারা তাহা জারী করিতে হুকুম দিবেন। ১৮২৮ সালের ১৮ জুলাই তারিখের সদর আদালতের পত্রে সেই আদালতের সহর কলিকাতায় হুকুম জারী করণের যে অক্ষমতার বিষয়ে লেখা আছে তাহা কেবল আসামীকে গ্রেপ্তার করণ অথবা ডিক্রী হওয়া টাকা আদায় করণ ইত্যাদি বিষয়ে খাটে এবং আসামীকে সম্বাদ দেওনার্থ যে হুকুম বাহির হয় তাহার বিষয়ে খাটে না। সেই রূপ এত্তেলা এই আদালত জারী করিয়া আসিতেছেন। যদি আসামী হাজির না হয় তবে জিলার জজ্ সাহেব মোকদ্দমার এক তরফা ডিক্রী করিবেন এবং যদি তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে সহর কলিকাতার সীমার বাহিরে ঐ আসামীর যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহার উপর তাহা জারী করিবেন। এবং যদি তৎপরে আসামী এই ওজর করে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের বিষয় আমি কিছু জ্ঞাত ছিলাম না তবে সেই ওজরের প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৩২ সাল ১৯ আক্টোবর ৭২৩ সংখ্যা।

যদ্যপি চলিত আইনানুসারে নম্বরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে সরাসরী আপীল নামঞ্জুর হওয়াতে ঐ নম্বরী আপীলের নিবারণ হইবেক না।

১৮৩২ সাল ২৬ আক্টোবর ৭২৬ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত বিধান করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হওয়া প্রযুক্ত আদালতে সাক্ষ্য দেওনের নিষেধ নাই।

১৮৩২ সাল ২৬ আক্টোবর ৭২৭ সংখ্যা।

সেশন জজ সাহেব প্রশংসাযোগ্য কার্য্যের বিষয়ে পুরস্কারের হুকুম দিতে পারেন এবং চুরীর যে মাল পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা যে কমিশ্যনের টাকার ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণে হুকুম আছে তাহা বিতরণ করিবার হুকুম দিতে পারেন।

১৮৩২ সাল ২৬ আক্টোবর ৭২৮ সংখ্যা।

যে জমীদারেরা সরকারে অল্প খাজানা দিয়া থাকে তাহারদিগকে ডাকের পেয়াদার খরচের ভার হইতে ক্ষমা করিতে নিজামৎ আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৭ সালের ২০ আইনের বিধান জারী করণেতে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ২ বৃত্তান্ত দৃষ্টে আপনার বিবেচনা ক্রমে কার্য্য করিবেন। তাহাতে যে ব্যক্তি নারাজ হয় সে আপীল করিতে পারে।

১৮৩২ সাল ২ নবেম্বর ৭৩১ সংখ্যা।

যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এইমত শোবে হয় যে ঘুষ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে তাঁহার পোলীসের আমলার উপর যে তহমৎ হইয়াছে তাহা মিথ্যা এবং অমূলক তখন যে ব্যক্তি তহমৎ দিয়াছে তাহাকে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত হাজির থাকিবার বিষয়ে জামিন দিবার হুকুম করিতে পারেন।

১৮৩২ সাল ৯ নবেম্বর ৭৩২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ১০ ধারানুসারে যে ব্যক্তিরা দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দপ্তরে হাজির হয় তাহারদের মোক্তারনামা ঐ আইনের ৭ ধারা মতে স্বতন্ত্র এক বহীতে লিখিতে হইবেক।

১৮৩২ সাল ৯ নবেম্বর ৭৩৩ সংখ্যা।

আসামী যে কোন এজহার বা কবুল করিতে চাহে তাহা পোলীসের মুহুরীরের অবশ্য লিখিয়া রাখিতে হইবেক।

১৮৩২ সাল ৭ ডিসেম্বর ৭৩৬ সংখ্যা।

পোলীসের আমলারদের নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার বিষয়ে ১৮৩১ সালের ১১ আইনের ৮ ধারার দ্বারা কমিশ্যনর সাহেবকে কর্তৃত্ব করণের ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই আইন দত্ত ও জয়করা দেশের যেং ভাগে তহশীলদারী মিরিশ্তা স্থাপিত আছে কেবল সেইং ভাগের বিষয়ে খাটে এমত নহে কিন্তু সকল দত্ত ও জয়করা দেশের বিষয়ে খাটে।

১৮৩২ সাল ২৭ ডিসেম্বর ৭৩৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে জজ্ সাহেব ঐ সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত করিতে পারেন না চলিত আইনের দ্বারা জজ সাহেবকে এমত কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই ফলতঃ যদি নম্বরী মোকদ্দমার চূড়ান্ত রূপ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত হইতে পারে তবে সরাসরী বিচার একেবারে বিফল হয়।

১৮৩২ সাল ২৩ নবেম্বর ৭৩৯ সংখ্যা।

ভুক্ত হইতেছে যে যে ভুমির উপস্বত্বের বাকীর বাবৎ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরা জিলার মধ্যে আছে কিন্তু সেই জিলার মধ্যে আসামীরদের কোন সম্পত্তি নাই। তাহারদের সকল সম্পত্তি হুগলি

জিলার মধ্যে এবং তাহারা হুগলি জিলার মধ্যে বাস করে এবং ঐ জিলা কলিকাতার প্রবিন্স্যাল আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন। যে কবুলিয়তের উপর এই দাওয়া হইয়াছে সেই কবুলিয়তে সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে কলিকাতা সহরে সহী হইয়াছিল। ফরিয়াদীর নালিশী আরজী তাহার দাওয়ার সংখ্যা হুষ্টে ৭৫০ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত হইয়াছে এবং তাহা ১৮২৬ সালের ১ আগষ্ট তারিখে এই আদালতে দাখিল হইয়াছিল জওয়াব ৪ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পের উপর লেখা আছে। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে এই মোকদ্দমা টাকার বিষয়ে হইতেছে এবং আসামী সকল হুগলি জিলার মধ্যে বাস করিতেছে অতএব মোকদ্দমার শুনানি হুগলি জিলার আদালতে হইতে পারে।

১৮৩২ সাল ৭ ডিসেম্বর ৭৪০ সখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত তোমার পত্রের এই উত্তর দিতেছেন যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর দাওয়া যদি ডিসমিস হয় তবে আসামী আপনার উকীলের নিমিত্তে যোরসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহার কোন অংশ ফরিয়াদীর উকীল পাইতে পারেন না।

১৮৩২ সাল ৭ ডিসেম্বর ৭৪১ সংখ্যা।

১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩।৪ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা সদর আমীনেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহার নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্টের উপদেশের নিমিত্তে যেং বিধি হইয়াছে সেইং বিধির অনুসারে ঐ সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে এমত মোকদ্দমায় তাঁহারদের হুকুমনামাতে তাঁহারদের দস্তখৎ করিতে হইবেক কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মোহরক্রমে ও তাহার আমলার দ্বারা তাহা জারী হইবেক।

১৮৩২ সাল ১৪ ডিসেম্বর ৭৪২ সংখ্যা।

প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলাণ্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠ করণের পুর্ব্বে যদি জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

এমত জ্ঞান হইতে পারে যে সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র তথায় পাঠাওনের সময়ে হারান যাইতে পারে।

অতএব তাহার উপায়ের নিমিত্তে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সেই রূপে যত আসল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহার একং নকল রাখিতে হইবেক কিন্তু কিং প্রকার কাগজ পাঠাইতে হইবেক তাহার বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারাতে দৃষ্টি করিতে হইবেক এবং ১৮৩২ সালের ১৮ মে তারিখের সদর আদালতের সরকুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে অধস্থ আদালতে দাখিল হওয়া আপীলের আরজীর সঙ্গে যে আসল কাগজপত্র দাখিল হয় বিশেষ হুকুম না হইলে তাহার নকল করিতে কিম্বা তাহা উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হইবেক না।

১৮৩২ সাল ১৪ ডিসেম্বর ৭৪৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে তাঁহার এওজে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে যদি ঐ রেজিষ্টর জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব না হন তবে তিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন।

১৮৩২ সাল ২১ ডিসেম্বর ৭৪৪ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তির অধিকার বহির্ভূত সম্পত্তির উপর সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণের নামে রাম যে নালিশ করিল সেই নালিশে গোপাল যদি বাদী বা প্রতিবাদী না হয় তবে কৃষ্ণের প্রকিকূলে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের নিমিত্তে গোপাল আপন ভূমি হইতে বেদখল হইতে পারে না।

১৮৩২ সাল ২১ ডিসেম্বর ৭৪৫ সংখ্যা।

তোমার প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে তোমাকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারায় দৃষ্টি করিতে হুকুম দিতেছেন। তাহাতে স্পষ্ট হুকুম আছে যে ডিক্রী জারী করণের হুকুম মতে কার্য্য করণার্থে আসামী যদি মাতবর জামিন না দেয় তবে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবেক। তোমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে হুকুম-নামা জারী করিতে যে আমলাকে পাঠান যায় সেই আমলা বাটীর উঠানে প্রবেশ করিলে ঐ হুকুম জারী করণার্থে ঘরের বাহিরে দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেনা।

আদালতের নাজির কিম্বা তিনি আপনার এওজে যে কোন ব্যক্তিকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে পরওয়ানা জারী করিতে পাঠান সেই ব্যক্তি যদি আসামীর ঘরের উঠানে প্রবেশ করে কিন্তু আসামী ঘরের

দ্বার বন্ধ করে তবে নাজির কিম্বা তাঁহার দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তি বল পূর্ব্বক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

১৮৩২ সাল ২৮ ডিসেম্বর ৭৪৭ সংখ্যা।

ক্রয় বিক্রয় হওয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণের বিষয়ে পোলীসের আমলারদের হস্তক্ষেপ করণের ক্ষমতা নাই।

১৮৩৩ সাল ১ ফিব্রুআরি ৭৪৯ সংখ্যা।

যে জমীদারীর সরহদ্দের মধ্যে সতী হয় সেই জমীদারীর জমীদারের জরীমানা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পোলীস বিষয়ক বর্ত্তমান নিয়মের বিরুদ্ধ বোধ হয় এবং সেই প্রযুক্ত তাহাতে অনেক আপত্তি আছে।

১৮৩৩ সাল ১ ফিব্রুআরি ৭৫৪ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেব যে গতিকের বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন সেই গতিকে উক্ত ভূমি ক্রোক করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল কিন্তু ১৮২৭ সালের ৫ আইনের যে অভিপ্রায় আইনের হেতুবাদে লেখা আছে অর্থাৎ আদালতের হুকুমেতে ক্রোক থাকা অধিকার ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য সর্ব্বদা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের অধীনতায় রাখন কর্ত্তব্য তাহা দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা বোধ করেন যে এক জন আমীনের দ্বারা সেই সম্পত্তি স্বয়ং ক্রোক করা জজ সাহেবের উচিত ছিল না কিন্তু কালেক্টর সাহেবকে তাহা ক্রোক করিতে হুকুম দেওয়া বিহিত ছিল। এবং ঐ ভূমি উভয় বিবাদীর আপোসে বন্দোবস্তের অনুসারে ক্রোক হইয়াছিল বলিয়া আইনমতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্যের কিছু বৈলক্ষণ্য হইবেক না।

আসামীর প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় যদি তাহা জারী করণার্থে সে ব্যক্তি এমত প্রার্থনা করে যে আমার ভূমির উপস্বত্ব হইতে টাকা আদায় করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিয়া লহ এবং যদি মহাজন সেই বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে তাহা অবশ্যই মঞ্জুর করেন এবং সেই ভূমির ক্রোক করিতে ও তাহার খাজানা আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন।

১৮৩৩ সাল ৮ ফিব্রুআরি ৭৫৬ সংখ্যা।

দুই জন জজ সাহেব এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন এবং তাঁহারা দুইজন ঐ সদর আদালতে অদ্যাপি আছেন তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত হইলে তাহা উভয় জজ সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে

হইবেক কি এক জন জজ সাহেব তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যের বিষয়ে যে হুকুম দেন তাহা চুড়ান্ত হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে যে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিলেন তাহারদিগকে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং যদি সেই পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে তাঁহারা অনৈক্য হন তবে যে পর্য্যন্ত সেই বিষয়ে অধিকাংশ জজের সম্মতি না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত ঐ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের নিকট তাহা অর্পণ করিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৮ ফিব্রুআরি ৭৫৭ সংখ্যা।

পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত কহিলেন যে যদ্যাপি মহাজনেরদের খাতা বহীর বিষয়ে কোন বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট নাই তথাপি আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ আপন আপন খাতা বহী দাখিল করণের হুকুম মহাজনেরদিগকে দিতে আদালতের বহুকালাবধি ব্যবহার আছে এবং তাঁহারা বোধ করেন যে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে এই ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। অতএব পশ্চিম দেশের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের অনুমতি ক্রমে কমিস্যনর সাহেবকে ইহা জ্ঞাত করিতে প্রস্তাব করেন যে ঐ প্রকার ব্যবহার যদি সাবধানপুর্ব্বক করিতে হয় এবং আবশ্যক না হইলে তাহা করিতে নাই তথাপি আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওনের জন্যে যখন মহাজনের খাতাবহীর অন্বেষণ করণের আবশ্যক হয় তখন ঐ মহাজনেরদিগকে প্রমাণ স্বরূপ আপন২ খাতাবহী দাখিল করিবার হুকুম দিতে দেওয়ানী আদালতের আবশ্যক ক্ষমতা আছে।

১৮৩৩ সাল ১৫ মার্চ্চ ৭৬১ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার বিধির অনুসারে জজ সাহেবের আদালতে করা ডিক্রী জারী করা যাইবার বাবৎ যখন হিসাব কিতাব রফা করণের কিম্বা বিরোধীর বিষয়ের তহকীক করণের অথবা হিসাব কিতাবের কি কোন মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের কি দেশের ব্যবহারের সম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের তহকীক করণের আবশ্যক হয় তখন যেমন ঐ জজ সাহেব অন্য সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন তেমনি প্রধান সদর আমীনদিগকেও নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু চলিত আইনানুসারে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে করা ডিক্রী ছাড়া অন্যান্য ডিক্রীজারী করণের দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না।

(পরন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত সামান্যত প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে।)

১৮৩৩ সাল ১৫ মার্চ্চ ৭৬২ সংখ্যা।

১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্ক সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরা আপন২ দেওয়ানী হুকুম জারী করণার্থে যে পেয়াদাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন সেই পেয়াদা নূতন নিয়ম হওনের পূর্ব্বে জজ ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের আদালতের রেজিষ্টরী হওয়া পেয়াদার মধ্যে হইতে বাচিয়া লইতে হইবেক কি না অথবা তাঁহারা নূতন লোক সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন। আমি নিবেদন করিতেছি যে নূতন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিতে যদি তাঁহারদের প্রতি অনুমতি হয় তবে অনেক পুরাতন চাকর সুতরাং কর্ম্মচ্যুত হইবেক। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের কথানুসারে মজকুরী পেয়াদা মনোনীত করণের ভার দেশীয় বিচারকেরদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে এবং তাহারদের মনোনীত হওয়া ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মের যোগ্য বোধ হয় এমত যত পেয়াদার আবশ্যক হয় তত পেয়াদাকে জজ সাহেব বাচিয়া লইবেন সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে এদেশীয় বিচারকেরা আপন২ আদালতের আমলারদিগকে মোকরর এবং তগীর করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহারদের হুকুমজারী করণের নিমিত্তে পেয়াদারদিগকে মনোনীত করিতে তাহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়াতে কিছু আপত্তি নাই।

১৮৩৩ সাল ২৯ মার্চ্চ ৭৬৪ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে দস্তাবেজ ও ইসমনবিশীর রসুম ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে সেই সেই বিষয়ের যে আইন চলন ছিল তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৮ মার্চ্চ ৭৬৫ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা ক্রমে কোন ব্যক্তি আইন মতে গ্রেপ্তার হইলে যদি দেওয়ানী আমলার জিম্মা হইতে তাহাকে বলক্রমে খালাস করা যায় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ খালাসের প্রমাণ পাইলে খালাস হওয়া ব্যক্তি যে বাটীতে আছে সেই বাটীতে পোলীসের লোকদিগকে জবরদস্তী করিয়া প্রেরণ করিতে এবং

ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হুকুম করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা নাই উক্ত প্রকার কার্য্য হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারানুসারে অপরাধী ব্যক্তিরদের প্রতি কার্য্য করেন।

১৮৩৩ সাল ২৯ মার্চ্চ ৭৩৭ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৭ সালের ৩ আইনের দ্বারা ৩৪ টাকা রকমের সকল মোকদ্দমার বিচার যে কোন আদালতে হয় তাহাতে ইষ্টাম্পের মাস্থল মাফ হইয়াছিল। পরে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণেতে হুকুম হইল ১৫০ টাকার অনধিক মূল্যের সকল মোকদ্দমাতে ইষ্টাম্পের মাস্থল লাগিবেক না। পরে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার দ্বারা হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতে যে কোন মূল্যের মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে কোন ইষ্টাম্প মাস্থল লাগিবেক না এই হুকুম তাহার পর করা কোন আইনের দ্বারা মতান্তর হয় নাই। কিন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা যত অল্প মূল্যের হউক এবং তাহা পরিশেষে অধস্থ আদালতে অর্পিত হইলে বা জজ সাহেবের নথিতে থাকিলে সকলেরি ইষ্টাম্পের মাস্থল লাগিবেক তাহা নিরূপণ হইল অর্থাৎ ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ্ব মোকদ্দমায় ৪ টাকা এবং ১০০০ টাকার কম প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় এবং সদর আমীন ও মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীলী মোকদ্দমায় ১ টাকা।

১৮৩৩ সাল ২৯ মার্চ্চ ৭৩৮ সংখ্যা।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারাতে হুকুম আছে যে ইষ্টাম্পের মাস্থল বসাইবার ও আদায় করিবার ও উস্থল করিবার বিষয়ে তৎসময়ে যে সকল আইন চলন ছিল তাহা রদ হইল এবং ঐ আইনের ১৭ ধারায় হুকুম আছে যে (ক) ও (খ) চিহ্নিত তফশীলের নানা বিধি উত্তরকালে প্রবল হইবেক (খ) চিহ্নিত তফশীলে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত হওয়া আসল বা আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে কোন বর্জ্জিত কথা হৃষ্ট হয় না যে আপীল এক্ষণে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের নিষ্পত্তি অন্যথা করিবার জন্যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৭ ধারানুসারে হইতেছে অতএব যেমন অন্যান্য সকল মোকদ্দমায় হইয়া থাকে তেমনি এই মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও অন্য কাগজপত্রে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণের নির্দ্ধার্য্য ইষ্টাম্পের সম্পর্ক

মূল্য লাগিবেক কিন্তু ঐ আইনের যে২ মতান্তর তৎপরে আইনের দ্বারা হইয়াছিল তাহা আমলে আসিবেক।

১৮৩৩ সাল ২৬ আপ্রিল ৭৭৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের বিধিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে আদালতের কাগজপত্র বা হুকুমের নকল পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক বরং ঐ কাগজের নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা ছাড়া অন্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নকল লেখা যাইবেক। গবর্ণমেণ্টের যে এমত অভিপ্রায় ছিল তাহা ঐ তফশীলের ৩। ৭ ধারার দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে এবং এই অনুভব আরো ইহাতে দৃঢ় হইতেছে যে ঐ তফশীলের ৫ ধারায় এমত হুকুম আছে যে জাবেতামত মোকদ্দমার সিরিশ্তায় যে দলীল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার নিমিত্তে এক দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং ৩ দফাতে আরো হুকুম আছে যে ঐ দলীল দস্তাবেজের নকল কেবল এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৩ মে ৭৭৫ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণে বিধান আছে যে যে মুনসেফের আদালতের হুকুম যে ব্যক্তি জারী করে সে ব্যক্তির সাক্ষ্য ভিন্ন সেই হুকুম জারী হওনের বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্যের আবশ্যক আছে কিন্তু ঐ হুকুম যেকালে হইল সেই কালে ফরিয়াদী আপনি অথবা তাহার তরফের কোন ব্যক্তি ঐ হুকুম জারী করিত। কিন্তু এক্ষণে রেজিষ্টরী হওয়া পেয়াদার দ্বারা মুনসেফের হুকুম জারী হইতেছে অতএব সেই বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্য লওনের তাদৃশ আবশ্যক নাই এবং যদি পেয়াদার এজহারের বিষয়ে সন্দেহ না হয় তবে হুকুম নিতান্ত জারী হওনের বিষয়ে ঐ পেয়াদা যে সাক্ষ্য দেয় তাহা মাতবর জ্ঞান করা যাইতে পারে। টর্ণবুল সাহেব বোধ করেন যে চলিত আইনানুসারে মুনসেফ আপনার বিবেচনা মতে অন্যেরদের সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন বা না পারেন কিন্তু কালবিন সাহেব কহেন যে ঐ ঐ ধারায় লিখিত বিধানানুসারে অবিকল কার্য্য করিতেই হইবেক এবং প্রত্যেক গতিকে যে পেয়াদা হুকুম জারী করে সে ভিন্ন ঐ হুকুম জারী হওনের বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্য লইতে হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কালবিন সাহেবের মতে সম্মত হইলেন।

১৮৩৩ সাল ৩ মে ৭৭৬ সংখ্যা।

সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে কি গোত্রহীন কি অন্যেরদের

মোকদ্দমায় প্রথম ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে এই ওজরে রসুমের নিশাকরণের বিলম্ব হইতে পারে না এবং যদ্যপি কোন২ গতিকে এই নিয়মের দ্বারা ক্লেশ হইতে পারে তথাপি সাধারণ নিয়মের স্থায় তাহা উত্তম ও যথার্থ বোধ হয়। অতএব ঐ ব্যবহার পরিবর্ত্তন করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

। ১৮৩৩ সাল ৬ আপ্রিল ৭৭৭ সংখ্যা।

চলিত আইনানুসারে যোত্রহীন স্ত্রী ফরিয়াদীর মোক্তারের হাজির হইবার বিষয়ে জজ সাহেব জামিন তলব করিতে পারেন না এবং মোক্তারের দ্বারা যে নালিশ হয় তাহা যদি অমূলক কিম্বা ক্লেশদায়ক হয় কি জানিয়া শুনিয়া বাড়াইয়া লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ মোক্তারকে জেলখানায় কয়েদ করা যাইতে পারে না।

১৮৩৩ সাল ১২ আপ্রিল ৭৭৯ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারা সম্পর্কীয় যে মোকদ্দমার বিষয় আমি পূর্ব্বে কালেক্টরী পদে থাকিবার সময়ে রিপোর্ট করিয়াছিলাম পরে জিলার জজের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জিলার জজ সাহেব সেই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

১৮৩৩ সাল ১২ আপ্রিল ৭৮০ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধি যে জিলার মধ্যে জারী হইয়াছে সেই জিলার মধ্যে জজ সাহেবের সকল ডিক্রীর উপর ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে কেবল সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে অতএব আদালতের হুকুমের বাধকতা অথবা নামাননের মোকদ্দমায় ঐ জজ সাহেব ভূমি জব্দ করণের কি জরীমানা করণের যে ডিক্রী করেন সেই ভূমির সালিয়ানা জমা কিম্বা উপস্বত্ব কিম্বা জরীমানা যত সংখ্যার হউক তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ঐ ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। এবং ইহার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতে সেই বিষয়ের আপীল হইলে যে মত জজ সাহেবের আপীলের মিয়াদের প্রতিক্ষা করিতে হইত সেই মত এইক্ষণে সদর আদালতে আপীল করণের মিয়াদের প্রতিক্ষা করিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ১২ আপ্রিল ৭৮২ সংখ্যা।

তোমার গত মাসের ১১ তারিখের পত্রের এই উত্তর দিতে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১০

ধারার ২ প্রকরণের উপলক্ষে মুনসেফের প্রতি ঘুষ লওন বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের নালিশ প্রথমতঃ দেওয়নী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক। তিনি যে সকল তহকীক করণের আবশ্যক হয় তাহা করিয়া ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ করিতে অনুমতি দিবেন বা না দিবেন। যদ্যপি অনুমতি দেন তবে অন্য অপরাধের ন্যায় ফরিয়াদী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নালিশ করিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে যথার্থ কর্ম্ম হওনের নিমিত্তে জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ মুনসেফের নামে ঘুষ ইত্যাদির বিষয়ে নালিশ করিতে এবং সরকারের পক্ষে ঐ ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে সরকারী উকীলকে হুকুম দিবার বিষয়ে জজ সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা উক্ত বিধির দ্বারা রহিত হয় নাই।

১৮৩৩ সাল ১৯ আপ্রিল ৭৮৪ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে কোন আসামী ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারীক্রমে যদ্যপি কয়েদ হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দেয় ও আপনার যোত্রহীনতা প্রমাণ করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে খালাস করিতে প্যারেন। এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে।

১৮৩৩ সাল ৩ মে ৭৮৬ সংখ্যা।

দেশীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে হওয়া ডিক্রী যে রূপে জারী হয় সেই রূপে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার বিরুদ্ধে করা ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৩ মে ৭৮৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে কোন প্রকার জিনিস অথবা অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিলে এবং অনুমতিক্রমে তাহা উঠাইয়া লইয়া গেলে যদি সেই ব্যক্তি ঐ জিনিসের মূল্য দিতে কিম্বা জিনিস ফিরিয়া দিতে স্বীকার না করে তবে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে অস্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তি খরিদ করে সেই ব্যক্তি তাহার মূল্য না দিয়া কদাচ তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এবং যদি নাজির অথবা নীলামের অধ্যক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মূল্য না পাইয়া খরিদারকে তাহা দেয় এবং সেই খরিদার যদি তৎপরে টাকা না দেয় তবে সেই টাকার বিষয়ে নাজির অথবা নীলা

মের অন্য অধ্যক্ষ দায়ী হইয়া নিজ হইতে দিবেক এবং তৎপরে আইন মতে খরিদারের স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নাজির প্রভৃতি মোকদ্দমা করিতে পারিবেক।

১৮৩৩ সাল ৩ মে ৭৮৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পেনস্থন ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হইতে পারে না।

১৮৩৩ সাল ৭ জুন ৭৯০ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী জজ সাহেব যেপর্য্যন্ত পাঠ না করেন সেই পর্য্যন্ত আপেলাণ্টকে আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে নূতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি করিবেন না।

১৮৩৩ সাল ৫ জুলাই ৭৯৪ সংখ্যা।

কোন জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করণের বিষয়ে আমি যে হুকুম দিয়াছিলাম তাহার মতাচরণ করিতে এই জিলার কালেক্টর সাহেব স্বীকার না করাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জিলার আদালতের হুকুমক্রমে যে ভূমি নীলাম করণের ইশতিহার হয় তাহার উপর দাওয়া করা গেলে সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কি নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে আদালত হইতে ঐ নীলামের হুকুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বারা এই প্রকার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে। এবং যদি সেই প্রকার দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে তাঁহার উচিত যে সেই দাওয়ার বিচার হওনার্থে তাহা দেওয়ানী আদালতে পাঠান এবং আদালতের পুনর্ব্বার হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনার কার্য্য জবেস্থবে রাখেন।

১৮৩৩ সাল ১৪ জুন ৭৯৫ সংখ্যা।

যদি বাকীদার পত্তনি তালুকদারের তালুক ১৮৩২ সালের ৭ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকীর জন্যে বিক্রয় হইয়াছিল তবে যে বাকীর জন্যে তালুক নীলাম হইল তদপেক্ষা অধিক যে টাকা নীলামক্রমে উৎপন্ন হইল তাহা পাইবার জন্যে তাহারদের দরখাস্ত যে জজ সাহেবের হাতে ঐ টাকা আমানৎ আছে তাঁহার নিকটে দরপেশ করিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৫ জুলাই ৭৯৬ সংখ্যা।

প্রধান সদর আমীন রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিলে অধস্থ আদালতের কোন নিষ্পত্তি আপীল ক্রমে বহাল করিতে পারেন না।

১৮৩৩ সাল ৫ জুলাই ৭৯৭ সংখ্যা।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় দেনদার হয় এবং তাহার কর্জের প্রমাণ অর্থাৎ দোকানের বিল কিম্বা খৎ অথবা নোট কি রসীদ কলিকাতায় লেখা যায় তবে এপ্রকার কর্জের বাবৎ নালিশ ১৮০৩ সালের ২ আইনের ৫ ধারার অনুসারে তোমার জিলাতে অর্থাৎ কানপুর জিলাতে করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি মোকদ্দমার হেতু তোমার জিলাতে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে আসামী তোমার জিলায় বসতি করে তবে ঐ মোকদ্দমা তোমার জিলাতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। আসামী যে তোমার জিল্যাতে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া থাকে অথবা তোমার জিলার মধ্যে তাহার সম্পত্তি আছে ইহা বলিয়া সে ব্যক্তি তোমার এলাকার অধীন হয় না।

১৮৩৩ সাল ১৪ জুন ৭৯৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রীজারী করণার্থে যে লাখে রাজ ভূমি ক্রোক হয় তাহা কাহার দখলে আছে এ বিষয়ের অন্যান্য বিচা রকেরা যে রূপ বিচার করিতে পারেন সেই রূপে মুনসেফেরদের করিবার ক্ষমতা আছে।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে তাঁহারদের নিকটে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার ওকালৎনামা শাদাকাগজে লিখিতে হইবেক।

মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার ওকালৎনামা শাদা কাগজে লওয়া যাইতে পারে।

১৮৩৩ সাল ২১ জুন ৮০০ সংখ্যা।

বলরাম যে বন্ধকী খৎ দিয়াছিল তাহার উপর আনন্দের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে ডিক্রী হইল এবং বলরাম যে বন্দোবস্ত পত্র লিখিয়া দিয়াছিল তদ্দৃষ্টে প্রবিন্স্যাল আদালত তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং সেই সম্পত্তি তাহারদের দখলে ছিল মাজিষ্ট্রেট সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বেদখল করিতে স্বীকার করিলেন না এবং সদর আদালত কহিলেন যে তিনি উপযুক্তমতে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার উচিত যে কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণার্থে সরিফ সাহেবের বেইলিফের সাহায্য করেন। বন্ধক লওনিয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী ক্রমে যে সম্পত্তির দাওয়া করে তাহার জন্য জিলার আদা লতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পারে।

১৮৩৩ সাল ২ আগষ্ট ৮০২ সংখ্যা।

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের আদালতের উকীল ফলতঃ জজ সাহেবের আদালতের উকীল এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭২ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনু সারে জজ সাহেব তাঁহারদিগের অধস্থ আদালতের মোকদ্দমার ওকালতী কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন এবং ঐ ২৩ আইনের ৭২ ধারাতে এমত হুকুম আছে যে জিলার আদালতের সনদ প্রাপ্ত উকীলের বিষয়ে যে সকল বিধি চলন আছে তাহা সদর আমীনের আদালতে নিযুক্ত সনদ প্রাপ্ত উকীলের বিষয়েও খাটিবেক।

জিলা ও সহরের আদালতের উকীলেরদের নিকটে আইনের কোন বিষয় অথবা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা বিশেষ গতিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিষয়ে তাঁহারা আপনারদের মত লিখিয়া দিবার নিমিত্ত যে রসুম লইতে পারেন সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আদালতের উকীলেরাও সেই প্রকার মত লিখিয়া দিলে সেই সেই রসুম লইতে পারেন।

১৮৩৩ সাল ১৬ আগষ্ট ৮০৪ সংখ্যা।

বলরামের বিরুদ্ধে আনন্দ যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা জারী করণেতে বলরামের পুত্র এই ওজর করিল যে সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে কিন্তু জিলার জজ সাহেব সেই ওজর না মানিয়া বলরামের সম্পত্তি নীলাম করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ আদালতের একজন জজ সাহেব মোকদ্দমার কাগজ পত্র তলব না করিয়া ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারেন এবং বলরামের পুত্রের এজহারের সত্যা সত্যতার বিষয়ে পুনশ্চ প্রমাণ লইতে পারেন।

১৮৩৩ সাল ১৯ জুলাই ৮০৫ সংখ্যা।

যে যে গতিকে অধস্থ আদালতে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনা না হইয়া বিলম্ব বা বেদাঁড়া কি অন্য কসুর প্রযুক্ত ডিস্‌মিস্ বা হেয় হইয়াছে কেবল সেই সেই গতিকে সরাসরী আপীল হইতে পারে।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মধ্যে আইনের অন্য মতে এই যে কথা লেখা আছে তাহার অর্থ এই যে আইনের মধ্যে লিখিত না হওয়া হেতু প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ অথবা নামঞ্জুর করণ অথবা উভয় বিবাদীকে হাজির হইয়া আপন আপন মোকদ্দমার ডিস্‌মিস্ না হওন প্রভৃতির কারণ দর্শাইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম আছে সেই নিয় মানুসারে কার্য্য না করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ কি নামঞ্জুর করণ।

১৮৩৩ সাল ৬ সেপ্টেম্বর ৮০৬ সংখ্যা।

জারজ সন্তানেরা আপনারদের মাতার স্বত্বাধিকারী হয় এবং তাহারদের মাতা যদি ব্রিটনীয় প্রজা কিম্বা ইউরোপীয় বিদেশী কিম্বা আমেরিকীয় হয় তবে তাহারদের সন্তান ব্রিটনীয় প্রজা কি বিদেশীয় ইউরোপীয় কি আমেরিকীয় প্রজা গণ্য হইবেক।

১৮৩৩ সাল ২ আগষ্ট ৮০৭ সংখ্যা।

তোমার গত মাসের ১৫ তারিখের পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে কালেক্টরীর সিরিশ্‌তাদার যে টাকা ঘুষ লইয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে যে দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে তাহা কি রূপে গ্রাহ্য করিয়া বিচার করিতে হইবেক। তাহাতে সদরআদালত উত্তর করেন যে কর্জের সামান্য নালিশের ন্যায় তাহার বিষয়ে কর্ম্ম করিতে হইবেক ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারায় লেখে যে এদেশীয় সমস্ত লোক দেওয়ানী আদালতের অধীন এবং কালেক্টর সাহেবের আমলারদের উপর ঐ দেওয়ানী আদালতের এলাকা না থাকিবার বিষয়ে কোন আইন নাই অতএব সেই বিধি তাঁহারদের বিষয়ে খাটে।

১৮৩৩ সাল ৩০ আগষ্ট ৮০৮ সংখ্যা।

যখন কালেক্টর সাহেব ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ২৬।২৮ ধারার অনুসারে ইজারদার ও তাহার জামিনের প্রতিকূলে নালিশ উপস্থিত করেন তখন যে জমীদারীর বাকী পড়িয়াছে তাহার জমানুসারে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবেক এবং যে জরীমানা করিতে হইবেক তাহার সংখ্যানুসারে মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় হইবেক না ঐ জরীমানা আদালত আপনার বিবেচনামতে নিরূপণ করিবেন।

১৮৩৩ সাল ২ আগষ্ট ৮১১ সংখ্যা।

রামতনু পাল আমার আদালতে যে দরখাস্ত দিয়াছিল তাহার এক নকল সদর আদালতের বিবেচনার নিমিত্তে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে দরখাস্তকারী যে ভারি মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করে তাহা আইনমতে মুনসেফ বিচার করিতে পারেন কি না রামতনু কহে যে এই পর্য্যন্ত আমি সালিয়ানা ৩২ টাকার অধিক খাজানা দিই নাই কিন্তু গঙ্গাধর রায় জমীদার ২০৬৸০ টাকা সালিয়ানা খাজানার দাওয়া করিতেছেন অর্থাৎ তিনি চিরকালের নিমিত্তে সালিয়ানা ১৭৫ টাকার অধিক খাজানার দাওয়া করেন এবং বাঙ্গালা দেশে যে রূপ সুদ চলন আছে তদনুসারে হিসাব করিলে আসল টাকা ১৫০০ অথবা ২০০০ টাকা হয় আমার বোধ হয় এই প্রকার ভারি

মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিতে হয় তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা ৩০০ টাকার অনধিক মোকদ্দমা অতএব ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে মুনসেফ তাহার বিচার করিতে পারেন।

এই প্রকার মোকদ্দমা নিয়ত প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে তুমি পরামর্শ দিয়াছ তাহাতে সদর আদালত সম্মত নহেন কিন্তু এই বিশেষ গতিকে উক্ত আইনের ৭ ধারানুসারে তুমি চাহিলে তাহা আপনার প্রধান সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দ করিতে পার।

১৮৩৩ সাল ১৬ আগষ্ট ৮১২ সংখ্যা।

এক জন কমিস্যনর সাহেব সদর আদালতের নিকটে ইহা লিখিলেন যে ত্রিহুতেতে যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা আমি অত্যন্ত অনুপযুক্ত বোধ করি এবং অনুমান করি যে তাহা আইন বিরুদ্ধ। সেই ব্যবহার এই যে যে দলীল ইজারানামা বলিয়া খ্যাত আছে তাহা তন্নিমিত্তে প্রস্তুত হওয়া এক বৎসর মধ্যে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে ঐ দলীলের ভাব পশ্চাৎ লিখিত দলীলের মর্ম্ম পাঠ করিলে অনায়াসে স্পষ্ট হইবেক তাহার এক দলীল এই "আমি ২৬ বৎসর বয়স্ক মীর মতুয়া ত্রিহুতের দেওয়ানী আদালতের এক জন উকীল ওমরাও সিংহের স্থানে ১৮ টাকা কর্জ করিয়া ৮৫বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দাস হইতে অঙ্গীকার করিলাম এবং তৎপরে আমার সন্তানেরা চিরকাল তাহার দাস থাকিবেক,, অন্য এক দলীল এই ব্যক্তি ২০০ টাকা কর্জ করিয়া আপনার গোলামি এবং তাহার সন্তানেরদিগকে ৮১ বৎসর পর্য্যন্ত মহাজনকে অর্পণ করিল অতএব আমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ১৮১২ সালের ২০ আইনানুসারে অথবা দলীলের রেজিষ্টর সাহেবের উপদেশার্থে অন্য যে আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে এই প্রকার কার্য্যের দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইতে পারে কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে তোমার পত্রে যে প্রকার দলীলের বিষয়ে লেখা আছে তাহা ১৭৯৩।৩৬ আইন অথবা ১৮১২। ২০ আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নাই অতএব ঐ শেষোক্ত আইনের ৭ ধারায় যে নিষেধ আছে তদনুসারে সেই প্রকার দলীল রেজিষ্টরী করা বেআইনী অতএব দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের জন্যে তুমি আমারদের এই মত ত্রিহুতের জজ সাহেবকে বিজ্ঞাপন করিবা ইতি।

১৮৩৩ সাল ১২ আগষ্ট ৮১৩ সংখ্যা।

১২ বৎসরের মধ্যে কোন দেওয়ানী আদালতে কেবল মৎকরক্কা দরখাস্ত হইলে তাহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারার অর্থের মধ্যে এমত

নালিশ করণ জ্ঞান হইতে পারে না যে ঐ ১২ বৎসর গত হইলে পর বাদী বা প্রতিবাদী নালিশ উত্থিত করিতে পারে ইতি।

১৮৩৩ সাল ১ নবেম্বর ৮১৫ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৬ প্রকরণ প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিতেছেন যে উক্ত প্রকরণ যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার কোন বিশেষ হুকুম নাই তথাপি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের সাধারণ ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যে সদর আমীনের বিষয়ে ঐ প্রকরণ যে রূপ খাটে সেই রূপে তাহা প্রধান সদর আমীনের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

১৮৩৩ সাল ২৩ আগষ্ট ৮২০ সংখ্যা।

১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে কোন মোকদ্দমা যতকাল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে ততকাল ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব জাল কাগজ করণ বা জালকাগজ চালাওনের অপরাধের অপরাধীকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জালসাজীর তজবীজ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করনের পর সেই রূপ সোপর্দ্দ করিতে পারেন না যে মোকদ্দমার বিষয়ে উল্লেখ হইতেছে সেই মোকদ্দমা যে সদর আমীন নিষ্পত্তি করিলেন তিনি ঐ কথিত জালসাজীর বিষয়ে কিছু কহিলেন না এবং ঐ মোকদ্দমার উপর তৎপরে জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইল। আপীল থাকন সময়ে ঐ দলীল অতি স্পষ্টতঃ জাল দৃষ্ট হওয়াতে মাজিষ্টেট সাহেবের প্রতি এই হুকুম হইল যে মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিরদিগকে ফৌজদারী আদালতে জালসাজীর বাবৎ নালিশ করণের অনুমতির দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকটে করিতে আদেশ কর ইতি।

১৮৩৩ সাল ৩০ আগষ্ট ৮২১ সংখ্যা।

আমি সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে যোত্রহীন ফরিয়াদী নালিশের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করিলে আসামী আপন উকীলের সমুদয় রসুম আমানৎ করণের অথবা নম্বরী মোকদ্দমার খরচা দেওনের পূর্ব্বে সরাসরীরূপে এমত ওজর করিতে পারে কি না। যে ঐ দাওয়া আইন বিরুদ্ধ দাবীর এবং সম্পত্তির মূল্যের অতিরিক্ত ধরা গিয়াছে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারায় হুকুম আছে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট সওয়াল জওয়াব বিনা আর কোন সওয়াল জওয়াব বিনা আর কোন সওয়াল জওয়াব গ্রাহ্য করিতে নিষেধ আছে অতএব ফরিয়াদী মোকদ্দমার যেহেতু আপন আরজীতে লিখিয়াছে

তাহাতে আসামীর কোন ওজর থাকিলে তাহা সরাসরীরূপে শুনা যাইতে পারে না কিন্তু ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারার কল্পিত মোকদ্দমার সম্বন্ধ ঐ ওজর প্রথমতঃ নালিশের জওয়াবে লিখিতে হইবেক ইতি।

(১৮৩১ সালের ৯ আইনানুসারে জজ সাহেব দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সম্ভাবনীয় কারণ আছে কি না তাহা নির্দ্ধার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত আছেন)।

১৮৩৩ সাল ৩০ আগষ্ট ৮২৪ সংখ্যা।

দেওয়ানী আদালতের নাজির নাওয়ারিসী সম্পত্তি নীলাম করিলে তাহার উপর শতকরার হিসাবে কমিস্থন পাইতে পারেন যে যেহেতুক ঐ সম্পত্তি লইয়া গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহার উৎপন্নের উপর তাঁহাকে কমিস্থন দিতে পারেন। কিন্তু যে মৃত ব্যক্তি উইল করিয়া মরেন তাঁহার সম্পত্তির নীলামের উৎপন্নের উপর নাজির কিছু কমিস্থন পাইতে পারেন না যেহেতুক সেই নীলাম সেই নাজিরের পদোপলক্ষে হইতেছে না এবং সেই সম্পত্তির টর্ণির সঙ্গে তিনি যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন কেবল সেই প্রকার বন্দোবস্তক্রমে নাজির নীলামের কিছু মেহনতানা পাইতে পারেন। পুনশ্চ ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হয় এবং সরকারী আমলারদের তছরূপ হওয়া টাকা পূর্ণ করিবার জন্যে যে সম্পত্তি নীলাম হয় তাহার উপর নাজির কোন কমিস্থন পাইতে পারেন না যেহেতুক এইং নীলাম ডিক্রীজারী ক্রমে অথবা আদালতের হুকুমক্রমে হইতেছে।

১৮৩৩ সাল ৯ আগষ্ট ৮২৭ সংখ্যা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রীজারী ক্রমে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানা ক্রোক হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ক্রোক হইতে পারে অতএব জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা সেই প্রকার টাকা ক্রোক করিতে পারেন এবং যে কর্ম্মকারক ঐ মাহিয়ানা বাঁটেন তাঁহাকে ঐ মাহিয়ানা ক্রোক করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং মাহিয়ানা বাঁটনিয়া কর্ম্মকারের প্রতি সেই রূপ করিতে হুকুম আছে। যে মাহিয়ানার টাকা পাওনা আছে তাহাতে যদি ঐ ডিক্রীর টাকা অকুলান হয় তবে ঐ আসামীকে সুতরাং কয়েদ করা যাইতে পারে।

১৮৩৩ সাল ১৮ আক্টোবর ৮২৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূমি বিক্রয় করাতে যে টাকা

পাওয়া যায় তাহা অতি অল্প হইয়াছে বলিয়া সেই ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা বেআইনী। জজ সাহেব যথাসাধ্য সাবধান হইবেন যে ঐ সম্পত্তির যে মূল্য বাজারে হইতে পারে তাহার কম মূল্যে তাহা বিক্রয় না হয় কিন্তু যখন নীলাম সমাপ্ত হইয়াছে এবং ডাকনিয়া ব্যক্তিকে এমত কহা গিয়াছে যে তুমি যে টাকা ডাকিয়াছ সেই টাকায় তুমি এই বস্তুর খরীদার হইলা তখন সেই বস্তুতে খরীদারের স্বত্ব হয় এবং তাহা পুনর্ব্বার নীলাম হইতে পারেনা।

১৮৩৩ সাল ১৮ আক্টোবর ৮৩০ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালত আইনের অর্থের বহী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ১৮১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখের ২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারানুসারে অর্থাৎ দত্ত ও জয়করা দেশের চলিত ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঐ অর্থ আলাহাবাদের সদর আদালত যথার্থ বোধ করেন এবং উত্তরকালে আপনার অধীন আদালত সকলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন।

১৮৩৩ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর ৮৩২ সংখ্যা।

সদর আদালত তোমার বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখের পত্র পাইয়া এই উত্তর দিতেছেন যে কমিস্যনর সাহেবের মারফতে ঐ সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন জিলার জজ সাহেব মুনসেফকে এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় ভর্ত্তি করিতে পারেন না।

১৮৩৩ সাল ১৮ আক্টোবর ৮৩৩ সংখ্যা।

জজ সাহেবের পত্রের দ্বিতীয় দফার উত্তর সদর আদালতের সাহেবেরা এই দিতেছেন যে সম্প্রতিকার নিয়মেতে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে ৩০০ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমা যে বিচারকেরা মাসে ১৫০ টাকা মাহিয়ানা পান এবং উভয় বিবাদীর ঘরের নিকটে কাছারী করেন তাঁহারদের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে অর্পণ করা নিতান্ত অনুচিত কেননা মুনসেফদিগকে নিযুক্ত করণের এই মুখ্য কারণ ছিল যে তাঁহারা এই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন অতএব এপ্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে অর্পণ করিতে হইবেক না। পরন্তু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৭ ধারা অদ্য পর্য্যন্ত বহাল আছে অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা বিশেষ কারণ হইলে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনদিগকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু তাঁহারদের নিকটে এপ্রকার মোক

জমা অর্পণ করণের কারণ প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১৮৩৩ সাল ৪ আক্টোবর ৮৩৪ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার বর্জ্জিত বিষয়ের মধ্যে লেখা নাহি অতএব সেই রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ৪ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৮ নবেম্বর ৮৩৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত তফশীলের ৪৯ প্রকরণানুসারে হেবাবেলাএওজ (ক) চিহ্নিত তফশীলের ৩ প্রকরণানুসারে একরারনামার মত লেখনিয়া ব্যক্তিরদের বিবেচনামতে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

১৮৩৩ সাল ৮ নবেম্বর ৮৩৭ সংখ্যা।

নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরা আপনারদের রাইয়তের নামে খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক যেহেতু দেওয়ানী আদালত সেই প্রকার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারে না।

১৮৩৩ সাল ১১ আক্টোবর ৮৩৮ সংখ্যা।

সেশন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির নামে জালের বিষয়ের নালিশ করণের উপযুক্ত হেতু দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির নামে আমি নালিশ করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় একথা লেখা আছে অতএব তাহার মধ্যে যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ তাহা গণ্য করিতে হইবেক। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে তুমি যদি সেই অপরাধী ব্যক্তিকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিয়া থাক তবে সেশন জজ সাহেবের ন্যায় তুমি তাহার মোকদ্দমার বিচার করিতে পার না কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক।

১৮৩৩ সাল ১৮ নবেম্বর ৮৩৯ সংখ্যা।

জিলা ও সহরের জজ সাহেব ৬ জুলাই তারিখে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে হুকুম বা ডিক্রীর উপর জাবেতামত অথবা সরাসরী আপীল হয় সেই হুকুম স্পষ্টতঃ অযথার্থ

অথবা অবিধি বোধ হইলে অথবা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অন্য কোন কারণ হইলে উক্ত আইনে এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারায় তাঁহারদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে সদর আদালতে মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব না করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য করিতে আপনারদের সাধ্য আছে এমত জ্ঞান করিলেন এই মত গতিকে ঐ ডিক্রী অযথার্থ অথবা অবিধি কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ পুনঃদৃষ্ট করণের আবশ্যক নাই যেহেতুক ঐ হুকুম বা ডিক্রী পাঠ করিবা মাত্র তাহা অযথার্থ অথবা অন্যায় দৃষ্ট হইতেছে অথবা তাহার যে সকল কাগজ পত্র পাঠান গিয়াছে তাহার দ্বারা তাহা সাব্যস্ত হইতেছে। আরো ঐ ধারার ৩ প্রকরণে এমত হুকুম আছে যে ঐ আদালত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিলে তাঁহারা অধস্থ আদালতের সকল রোয়দাদ অথবা যে ভাগ আবশ্যক বোধ হয় তাহা তলব করিতে পারেন। এবং ঐ ধারাতে সদর আদালতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাহারা কার্য্য করিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ ধারার ৭ প্রকরণেতে সকল অধস্থ আদালতের প্রতি এই হুকুম হইয়াছে যে উভয় বিবাদীর মধ্যে যে বিশেষ বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহা এবং যে হেতুতে ঐ আদালত ডিক্রী অথবা হুকুম করেন তাহা ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে আইনে যে বিধান আছে তাহার মতাচরণ করিতে হুকুম হইল।

১৮৩৩ সাল ১ নবেম্বর ৮৪২ সংখ্যা।

ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত নামঞ্জুরীর হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত বিবাদীরা মুৎফরক্কা দরখাস্তের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে অর্থাৎ ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ইহা বলিয়া লিখিয়া থাকে যে হুকুমের তারিখের পর তিন মাস অতীত না হইতে হইতে তাহারা দরখাস্ত দিয়াছে কিন্তু সেই দরখাস্ত বাস্তব সেই বিষয়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত এই প্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের প্রথম দরখাস্তের ইষ্টাম্প মূল্যের বিষয়ে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে দ্বিতীয় দরখাস্তের মূল্য নির্ণয় হইবেক। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এইমত যে প্রত্যেক দরখাস্ত আপীল হওয়া ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব করিবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া যায় তাহা ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারে কিন্তু তিন মাসের পর যদি সেই দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম মতে ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করণিয়া ব্যক্তির প্রতিকূলে যত মূল্য বা সংখ্যার টাকার ডিক্রী হইয়াছে সেই সংখ্যানুসারে হিসাব

করিয়া ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

১৮৩৩ সাল ৬ ডিসেম্বর ৮৪৪ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে সম্পত্তির নীলামের বিষয়ে যে ওজর হয় এই কথার অর্থের মধ্যে যে আসামীদের প্রতিকূলে হুকুম হইয়াছে সেই আসামীরা আপন আপন সম্পত্তির নীলাম হওনের বিষয়ে যে ওজর করে সেই ওজর গণ্য করিতে হইবেক কি ঐ সম্পত্তির দাওয়াদার বা অন্য ব্যক্তিরা ঐ নীলামের বিষয়ে যে ওজর করে কেবল তাহা গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রীক্রমে যে সম্পত্তির নীলাম করিবার ইশ্তিহার হয় তাহাতে অন্যান্য ব্যক্তি এবং আসামী যে ওজর করে এমত সকল প্রকার ওজরদারের সঙ্গে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের কথার সম্পর্ক আছে।

১৮৩৩ সাল ২০ ডিসেম্বর ৮৪৯ সংখ্যা।

কোন এক মোকদ্দমায় স্বতন্ত্র পাট্টাদার কএক আসামীর বিশেষ বিশেষ দেয় টাকা ডিক্রীর মধ্যে লিখিত না হওয়াতে সদর আদালতের জজ সিক্সপিয়র সাহেব অধস্থ আদালতকে ঐ ডিক্রী সংশোধিত করিয়া প্রত্যেক আসামীর শিরে কত টাকা দেনা পড়িল তাহা লিখিতে হুকুম দিলেন তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐ মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এক এক করিয়া আপীল করণের যে অধিকার রাখে তাহা বিফল না হয়।

ঐ যখন কএকজন আসামী থাকে এবং ডিক্রী সকলের বিরুদ্ধে হয় এবং প্রত্যেক জনের যত টাকা দেনা হয় তাহা বিশেষ করিয়া না লেখা থাকে তখন যে ব্যক্তি প্রথমে আপীল করে সেই ব্যক্তির উচিত যে ডিক্রীর সম্পূর্ণ মূল্য ধরিয়া আপনার দরখাস্ত দাখিল করে যদি সেই ব্যক্তি আপনার কথিত অংশ ধরিয়া আপীল করে তবে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যদি প্রত্যেক জন আসামীর অংশ ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্ট লেখা থাকে অথবা যদি মোকদ্দমার রুবকারীর দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে তবে প্রত্যেক জন কেবল আপন আপন অংশের বিষয়ে স্বতন্ত্র আপীল করিতে পারে এক বিশেষ মোকাদ্দমায় যে নানা আসামীর স্বতন্ত্র পাট্টা ছিল তাহারদের বিশেষ বিশেষ দায় ডিক্রীর মধ্যে লিখিত হইল না এবং তৎপ্রযুক্ত জিলার জজ সাহেবের প্রতি এই হুকুম হইল যে ঐ আসামীরদের প্রত্যেকের আপীল করণের যে স্বত্ব আছে তাহার ব্যর্থ না হইবার জন্যে তিনি

ঐ ডিক্রী সংশোধন করিয়া প্রত্যেক জন আসামী যে দেনা হয় তাহা ডিক্রীর মধ্যে লেখেন।

১৮৩৩ সাল ৮ মার্চ্চ ৮৫১ সংখ্যা।

পোলীসের আমলা আপনার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে অন্য জিলাতে গমন করিলে গ্রেপ্তার হইতে পারে না।

১৮৩৪ সাল ৭ জানুআরি ৮৫২ সংখ্যা।

বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখের তোমার পত্রে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে তোমার আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে ডিক্রীদার যে ওকালৎনামা উকীলকে দিয়া থাকে সেই ওকালৎনামার ক্ষমতাক্রমে মোকদ্দমার আপীল হইয়া ডিক্রী বহাল হইল সেই ডিক্রী জারী করণের সকল কার্য্য ঐ উকীল করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারায় এই বিষয়েতে অতিস্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হওনের সময়ে যে ওকালৎনামা লেখা যায় তাহা মওক্কেলের দ্বারা বাতিল না হইলে বা প্রকারাণান্তরে রহিত না হইলে চূড়ান্ত ডিক্রীজারী হইবা পর্য্যন্ত তাঁহা কর্ম্মণ্য ও বলবৎ জ্ঞান করিতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ১৭ জানুআরি ৮৫৩ সংখ্যা।

বাকীদার মালগুজারের ভূমি নীলামের ইশ্তিহার দেওনের পূর্ব্বে ঐ মালগুজার দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিলে এবং ঐ আদালতের নিষ্পত্তি মানিবার অর্থ মাতবর জামিন দিলে তাহার উপর যে দাওয়া হইয়াছিল তাহার অযথার্থতার প্রমাণ দেওনার্থে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব ঐ বাকীদার মালগুজারের স্থাবর সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিতে পারেন না।

১৮৩৪ সাল ৩১ জানুআরি ৮৫৪ সংখ্যা।

জিলার আদালতের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তির বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার সম্পত্তির উপর নম্বরী নালিশ হইতে পারে কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ সে মোকদ্দমার নালিশের হেতু তোমার মোতালক স্থানে হইয়াছিল এবং কথিত আছে যে আসামীর জায়দাদ তথায় পাওয়া যাইতে পারে অতএব এপ্রকার নালিশ তুমি শুনিতে পার এবং ১৮০৩ সালের ২ আইনের ২ এবং ৩ ধারায় যেমত হুকুম আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ২৪ জানুআরি ৮৫৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বারম্বার বিধান করিয়াছেন যে যে বন্ধক লওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সে মহাজন ছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থে সেই ভূমি নীলাম হইতে পারে কিন্তু বন্ধক লওনিয়া মহাজনের যে স্বত্ব ও লাভ তাহাতে থাকে তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ২৮ ফিব্রুআরি ৮৬০ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন গ্রাম নিবাসী ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি কেবল এই মাত্র পরস্পর সম্পর্ক থাকে যে তাহারা এক গ্রামে বাস করে এবং তাহারা সাধারণ রূপে কোন একখণ্ড ভূমির চাসবাস করে না তবে এইমত গ্রাম নিবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিরদের নামে বাকী খাজানার নিমিত্তে একি নালিশ করিলে তাহা অতি বেদাঁড়া এবং অসঙ্গত হয় এবং এইরূপ এক সরাসরী মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে গ্রাহ্য হইয়াছিল ইহা দেওয়ানী আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মাতবর কারণ বোধ হইবেক না। যে সকল রাইয়ত একবন্দ ভূমি এজমালী রূপে চাসবাস করে এবং তাহার খাজানার বিষয়ে তাহারা সাধারণ রূপে দায়ী কেবল এইমত রাইয়তেরদের নামে একি মোকদ্দমা হইতে পারে।

ঐ যখন কোন নালিশ বা আপীলের আরজীর সমুদয় বিষয় এক ফর্দ্দ ইষ্টাম্পকাগজে না আঁটে তখন অন্য যে ফর্দ্দ কাগজের আবশ্যক হয় তাহা ইষ্টাম্পকাগজ হওনের প্রয়োজন নাই।

১৮৩৪ সাল ২৮ ফিব্রুয়ারি ৮৬১ সংখ্যা।

১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার বিধির অনুসারে মুনসেফের আদালতে যে পেয়াদা নিযুক্ত হয় সেই পেয়াদা কেবল আদালতের হুকুম জারী করণার্থ নিযুক্ত আছে এবং তাহারদিগকে খাজানার বাকীর বাবৎ সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবেক না।

ঐ মুনসেফেরা আপন আপন আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিলে তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রী ক্রমে যাহা নীলাম করেন তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন।

১৮৩৪ সাল ২৮ ফিব্রুআরি ৮৬২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরী মতে এমত ফয়সালা করেন যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং যদি তাহাকে বাকীদার বলিয়া বেদখল করিতে হুকুম দেন এবং ঐ খোদকস্তা রাইয়ত ঐ সরাসরী ফয়সালা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জিলার

আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে নালিশ করে তবে যত খাজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে ঐ রাইয়তের নামে যত টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তত টাকা ঐ নম্বরী মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ১৪ ফিব্রুআরি ৮৬৩ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীল গ্রাহ্য করণের বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে আপীলের আরজীর সঙ্গে অজুহাৎ অর্থাৎ আপীল করণের কারণ না লেখা থাকিলেও তাহা নথীর শামিল করা যাইতে পারে সেই নিয়ম নূতন আইন না হওন বিনা অন্যথা হইতে পারে না অতএব জজ সাহেবের উচিত নহে যে আপেলাণ্টকে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল এবং অজুহাৎ দাখিল করিতে হুকুম দেন।

ঐ যদ্যপি ১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা অনুসারে মুনসেফেরা আপনারদের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সরেজমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে পারেন তথাপি অন্যান্য আদালত যে তদারক করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম দেন তাহা করিবার নিমিত্তে তাঁহারা মুহরীর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন না যদি সেই রূপ তদারক করণার্থ মুনসেফ আপনার মোকাম হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহার নিজ কাছারীর কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক বোধ হয় তবে তাহার উচিত যে সেই বিষয় জজ সাহেবকে জ্ঞাত করেন এবং তিনি সেই কর্ম্মে অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন।

১৮৩৪ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি ৮৬৪ সংখ্যা।

নীলগিরি নামক পেশকসী মহালের অন্তর্গত অথবা তাহার সীমাবর্ত্তি কতক ভূমির বিষয়ে নালিশ হয় এবং বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরী তহকীক করণের পর ডিক্রী করিলেন যে ঐ ভূমি সেই পেশকসী মহালের অন্তর্গত পরে আইনের অধীন এক জমীদার পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে সেই বিষয়ের নালিশ করিলেন। ১৮১৬ সালের ১১ আইনে এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু বিধি নাই অতএব ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই মোকদ্দমা আমার নথীতে রাখিতে হইবেক কি জিলার আদালতে নালিশ করিতে দরখাস্ত করণিয়াকে হুকুম দিতে হইবেক তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ বিরোধী ভূমি নীলগিরি মহালের অন্তর্গত ইহা বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরী তহকীক করণের দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন

অতএব যাবৎ অন্য তহকীকের দ্বারা তাহা অপ্রকৃত বোধ না হয় তাবৎ মাজিস্ট্রেট সাহেবের ঐ হুকুম বহাল রাখিতে হইবেক এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া সেই বিষয়ের পুনশ্চ তহকীক করিবেন।

১৮৩৪ সাল ১৪ ফিব্রুআরি ৮৬৭ সংখ্যা।

দেওয়ানী আদালত খাজানার বিষয়ী মোকদ্দমা ইষ্টাম্পের সিকী মাসুলের কাগজে লইতে পারেন এবং সেই মোকদ্দমার বিষয়ে এই মত কোন আবশ্যক নাই যে তাহা প্রথমতঃ সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয়।

১৮৩৪ সাল ১৪ ফিব্রুআরি ৮৬৮ সংখ্যা।

যে টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী হইল কিন্তু আসামীর আপীল করাতে আপীল আদালত বোধ করিলেন যে সমুদয় টাকার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করা উচিত ছিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ফরিয়াদী যদি স্বয়ং সেই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর না করিয়া থাকে তবে তাহার উপকারের নিমিত্তে অধস্থ আদালতের ডিক্রী সংশোধন হইতে পারে না।

১৮৩৪ সাল ১৪ ফিব্রুআরি ৮৬৯ সংখ্যা।

কোন এক জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইলেন যে কোন মোকদ্দমার আসল দলীল দস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্র খোয়াগিয়াছে কিন্তু মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিরদের নিকটে ঐ সকল কাগজ পত্রের নকল আছে এবং তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে খোয়া কাগজের যে নকল ঐ ব্যক্তিরদের নিকটে আছে অথবা যে কাগজ পত্রের নকল তাহারা আনাইতে পারে সেই নকল তাহারদের স্থানে তলব করণেতে কোন আপত্তি নাই।

১৮৩৪ সাল ২৭ মার্চ্চ ৮৭০ সংখ্যা।

আদালতের ডিক্রী ক্রমে যে ব্যক্তিরদিগকে বাটী ভুমি ইত্যাদির দখল দেওয়া যায় তাহারদের স্থানে লওয়া দখলনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।

ঐ আসামীকে এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে অথবা তাহার জওয়াব দাখিল হওনের পুর্ব্বে যদি ফরিয়াদী গরহাজির হয়, তবে তাহার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক না এবং তাহা ডিস্‌মিস্ করিতে হইবেক।

ঐ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৮ ধারার বিধি ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে নিযুক্ত জিলার জজ সাহেবের বিষয়ে খাটে অতএব তাঁহারা মোক-

দ্দমার পুনর্ব্বিচার হওনার্থে তাহা এদেশীয় বিচারকেরদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন।

ঐ যদি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় তবে মোকদ্দমার শুননি না হইলে ফরিয়াদী সেই দাওয়ার বিষয়ে যে রূপে নূতন নালিশ করিতে পারিত সেই রূপে ঐ দাওয়ার বিষয়ে নূতন নালিশ করিতে পারিবেক।

ঐ যদ্যপি মোকদ্দমার তজবীজ তনকী করিয়া নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে এবং কেবল কসুর প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া থাকে তবে যে বিচারক ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন তিনি আপনার রোয়দাদী কাগজে "ননসুট" একথা না লেখাতে সরাসরী আপীল করিতে ফরিয়াদীর যে অধিকার আছে তাহা লোপ হইবেক না।

১৮৩৪ সাল ২১ ফিব্রুআরি ৮৭১ সংখ্যা।

রঙ্গপুর জিলার এক ইজারার খাজানার বাকীর বাবৎ নালিশ হইল কিন্তু ফরিয়াদী এবং আসামী উভয়ে মুরশিদাবাদ জিলায় বাস করে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই মোকদ্দমার বিচার রঙ্গপুর জিলাতে করিতে হইবেক।

ঐ খাজানার বাবৎ এক মোকদ্দমা হয় ইজারা অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি এক জিলাতে আছে এবং ভূম্যধিকারী অন্য জিলাতে বাস করে এবং ইজারদার তৃতীয় জিলাতে থাকে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা হয় যে জিলাতে টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই জিলাতে অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত সময়ে আসামী যে জিলাতে বাস করিতেছিল সেই জিলাতে হইতে পারে।

১৮৩৪ সাল ২৪ আক্টোবর ৮৭২ সংখ্যা।

যদি ফরিয়াদী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা ননসুট হয় এবং যদি ফরিয়াদী এমত প্রমাণ দিতে পারে যে আমি সম্পত্তির যে মূল্য ধরিয়াছিলাম তাহা কম ছিল না অতএব সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে ঐ ননসুট হওয়া মোকদ্দমার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।

— ঐ যদি ফরিয়াদী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণের বিধান মতে এই হেতুতে ননসুট হয় যে সেই ব্যক্তি আপনার দাওয়া করা বস্তুর মূল্য শতকরা ১০ টাকা পর্য্যন্ত কম ধরিয়াছে তবে যদ্যপি

১৮১৮ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে সরাসরী আপীল করা যাইতে পারে না তথাপি ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার মূল নিয়ম তাহাতে খাটিতে পারিবেক অতএব এমত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ও সদর আমীনের (এবং ১৮৩৮ সালের ২২ আইন জারী হওন অবধি মুনসেফের) হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।

১৮৩৪ সাল ২৮ ফিব্রুআরি ৮৭৩ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি রাইয়তের সঙ্গে এই মত বন্দোবস্ত হয় যে সে ব্যক্তি পাঁচ অথবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত নীলের কৃষি করিবেক এবং প্রতি বৎসরে আপনার হিসাব রফা করিয়া নূতন দাদন লইবেক এমত একরার প্রথম বৎসরের দাদনী টাকার তুল্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা হইলে তাহা মাতবর হইবেক কি না। এবং এই রূপ একরার হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনানুসারে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফা করাইতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং যদ্যপি রাইয়ত তাহা না করে তবে কবুলিয়তের মধ্যে যতকাল লেখা থাকে তত কাল পর্য্যন্ত. তাহার মধ্যের লিখিত সংখ্যার বিঘা ৩ ধারার মতে তাহাকে কৃষি করান যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যদি এই মত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত নীলের কৃষিকরণের ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়া দিয়াছিল তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার বিধি ফৌজদারী আদালতের অবশ্য জারী করিতে হইবেক। (ঐ ধারা ১৮৩৫ সালের ১৬ আইনের দ্বারা রদ হইল।) এবং সেই প্রকার তমঃস্সুক যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক যদ্যপি ঐ কবুলিয়ৎ তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুসারে ইষ্টাম্পের বাবৎ ঐ একরারের বিষয়ে কোন ওজর হইতে পারে না। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফা করাওনের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৫ আইনে কোন হুকুম নাই।

১৮৩৪ সাল ৮ আপ্রিল ৮৭৪ সংখ্যা।

নালিশী আরজী প্রভৃতিতে ইষ্টাম্পের মাস্থলের হিসাব করণের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিতেছেন যে ঐ হিসাব হইতে টাকার আনা মাষা বাদ দেওনের যে ব্যবহার তোমার আদালতে আছে তাহা বেদাঁড়া যেহেতুক দাবীর টাকা যৎকিঞ্চিৎ বেশী হইলে ইষ্টাম্পের মাস্থল বেশী করিতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ১৮ আপ্রিল ৮৭১ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরেরা এবং সওদাগরেরা এবং যে অন্যান্য ব্যক্তি সৈন্যেরদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক না রাখিয়া ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করেন তাঁহারা ঐ ছাউনির মধ্যে যতকাল বাস করেন ততকাল আইনানুসারে কর্জার বাবৎ মোকদ্দমাতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্টের অধীন এবং অন্য কোন আদালতের অধীন নহেন। অতএব যতকাল তাঁহারা তথায় বাস করেন ততকাল তাঁহারা কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের এলাকার বহির্ভূত।

১৮৩৪ সাল ২৭ মার্চ্চ ৮৭৭ সংখ্যা।

যদবধি সদর আদালত এমত হুকুম করিলেন যে নীলামের ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমির উপর দাওয়া নামঞ্জুর করণের হুকুমের তারিখ অবধি তিন মাস গত না হইলে ডিক্রীজারী ক্রমে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করিতে হইবেক না তদবধি এমত ব্যবহার হইতেছে যে নীলাম করণের যে দিবস নিরূপণ হয় তাহার পূর্ব্ব দিবসে তাহার উপর দাওয়ার দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ দরখাস্ত সেই ভূমির উপর কোন দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থ দাখিল হয় না কিন্তু তাহার এই মাত্র অভিপ্রায় যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় এবং তৎপরে নীলামের আর তিন মাস বিলম্ব হয়। সেই তিন মাস অতীত হইতে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উপর নূতন দাওয়ার দরখাস্ত করে তাহাতে ডিক্রীজারী করণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে। অতএব সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবসে যে দরখাস্ত বিনা দলীল দস্তাবেজে অথবা বিনা কোন প্রমাণে দাখিল করা যায় তাহা পাইলে নীলাম তিন মাস পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবেক কি না এই বিষয়ে আমি সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করি সেই হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে কার্য্য করিতে আমার মানস আছে। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের গত বৎসরের ১৯ জুলাই তারিখের (উপরের ১৯৬ নম্বরী) সরক্যুর অর্ডরের যথার্থ অর্থ তুমি বোধ কর নাই সেই সরক্যুলর অর্ডরের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে নীলাম বিষয়ক ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে নীলাম স্থগিত করিতে হইবেক কিন্তু তাহার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে ঐ হুকুমে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ আপীল করণের যে তিন মাস মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হওনের পূর্ব্বে নীলামের হুকুম জারী না হয়।

১৮৩৪ সাল ২ মে ৮৭৮ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে আ-পীলীমোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেব সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ আ পীল আইনের হুকুম মতে রোয়দাদ পাঠ করণের পর মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে জাবেতামত নিষ্পত্তি হওয়া আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই রূপ মাসিক কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক।

ঐ এমত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাসুলের কোন ভাগ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

১৮৩৪ সাল ১১ আপ্রিল ৮৭৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে যে২ সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেব মুনসেফের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন না।

১৮৩৪ সাল ১৩ জুন ৮৮৪ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বাকী খাজানার বাবৎ কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারকের নিকটে নালিশ হইলে ফরিয়াদী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে কার্য্য করিয়াছে তাহার এমত প্রমাণ দিতে হইবেক সুতরাং তদ্বিষয়ে ফরিয়াদী যে প্রকার প্রমাণ দর্শা ইতে পারে তাহা লইতে হইবেক।

১৮৩৪ সাল ২৩ মে ৮৮৫ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তি ফৌজদারী নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ফৌজদারী আদালতে জামিন দিয়া হাজির থাকে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুম ক্রমে গ্রেপ্তার হইতে পারে না।

১৮৩৪ সাল ৪ জুলাই ৮৮৮ সংখ্যা।

যে আসামীরা পলাইতে উদ্যত অথবা আদালতের মোতালক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে উদ্যত আছে তাহারা জামিন না দিলে তাহারদিগকে কয়েদ করিতে জজ সাহেবকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে কিন্তু যদি আসামী এক জিলার জজ সাহেবের মোতালক স্থান হইতে অন্য জিলায় নিতান্ত গমন করিয়া থাকে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ আইনের মধ্যে কিছু লেখা নাহি তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে জিলার মধ্যে আসামীর নামে মোক-

দ্দমা হইয়াছিল সেই জিলার সীমা সরহদ্দের মধ্যে ১৮০৬ সালের ২ আই নের ৪ ধারার নিরূপিত হুকুমনামা তাহার উপর জারী করণের সময়ে সে ব্যক্তি যদি বর্ত্তমান ছিল না তবে উক্ত ধারার বিধান তাহার প্রতি খাটে না এই প্রযুক্ত যে জিলার মোতালক স্থানে সে পলায়ন করিয়া রহে সেই জিলার আদালতের দ্বারা যদি সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া থাকে তবে তাহাকে খালাস করিতে হইবেক এবং যে আদালতে নালিশ হইয়াছিল সেই আদা লতে সে ব্যক্তি যদি হাজির হইয়া মোকদ্দমার জওয়াব না দেয় তবে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী করিতে পারেন।

১৮৩৪ সাল ১১ জুলাই ৮৯০ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রীজারী করণার্থে যোতদারের স্বত্ব ও লাভ নীলাম হইতে পারে।

১৮৩৪ সাল ১ আগষ্ট ৮৯৩ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ফৌজদারী নালিশের জওয়াব দেওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তিরা হাজির থাকে সেই ব্যক্তিরা যেমত দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে গ্রেপ্তার হইতে পারে না সেই মত কালে ক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমা বা দাওয়ার জওয়াব দেওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তি হাজির থাকে সে ব্যক্তি দেওয়ানী হুকুম ক্রমে কয়েদ হইতে পারে না। এবং উভয় গতিকে ঐ ব্যক্তি যতকাল আদালতে হাজির থাকে এবং আদালতে আসিতে এবং আদালত হইতে আপন বাটীতে পেঁহুছিতে তাহার যতকাল লাগে ততকাল সে ব্যক্তি দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হইতে পারে না।

১৮৩৪ সাল ২৬ সেপ্টেম্বর ৮৯৫ সংখ্যা।

১৮৩৩ সালের ৯ আইন ক্রমে নিযুক্ত পঞ্চাইত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা জারী হইবেক। আদালত সংক্রান্ত কার্য্যকারকেরদের সেই নিষ্পত্তি জারী করণের ক্ষমতা নাই।

১৮৩৪ সাল ৩ আক্টোবর ৮৯৬ সংখ্যা।

এক মুনসেফের কাছারী দগ্ধ হইয়াছিল এবং কাছারীর কাগজপত্র সকল নষ্ট হইল তাহার মধ্যে এগারটা মোকদ্দমার ডিক্রীর কাগজপত্র ছিল এবং তদ্বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন যে অন্য কোন উপায় করণের পূর্ব্বে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার ভাব নির্ণয় করণার্থে উদ্যোগ হয় অতএব জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ডিক্রীর মর্ম্মের কোন নকল বা টুকিয়া রাখা লিপির নিমিত্তে উভয় বিবাদী ও তাহারদের

উকীল এবং মুনসেফের স্থানে আঁটা আঁটিরূপে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং কাছারীর বহী অন্বেষণ করা যায়। যদি তাহা পাওয়া যায় তবে মুনসেফ তাহা দেখিয়া নূতন ডিক্রী প্রস্তুত করিতে পারিবেন কিন্তু যদি এই প্রকার সকল দলীল দস্তাবেজ না পাওয়া যায় তবে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার ভাবের বিষয়ে উভয় বিবাদী ও তাহারদের উকীলদিগকে জিজ্ঞাসা বাদ করিলে ভাল হয় এবং যদি তাহারা এবিষয়ে ঐক্য হয় তবে মুনসেফ তাহারদের কথা ক্রমে ডিক্রী প্রস্তুত করিতে পারিবেন এই সকল উপায় করণের পর যদ্যপি এই মত হয় যে কোন২ মোকদ্দমার ডিক্রীর বিষয়ে কোন সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে না অথবা তাহার ভাবের বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তবে সেই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট এই আদালতে কর এবং ডিক্রীর মর্ম্ম জানিবার নিমিত্তে যে যে উদ্যোগ করা গিয়াছে এবং তাহা বিফল হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা এই আদালতে জানাও।

১৮৩৪ সাল ৫ সেপ্টেম্বর ৮৯৭ সংখ্যা।

ঢাকা জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৮ধারাতে যে পত্তনি তালুক ও অন্যান্য বিক্রয় যোগ্য পাট্টার ভূমির বিষয়ে লেখে সেই প্রকার পত্তনি তালুক প্রভৃতি মালগুজারী ভূমি হইলে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ধারানুসারে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না করিয়া ডিক্রীজারী করণার্থে বিক্রয় হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম আছে যে ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করিতে হইবেক এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারানুসারে তাহার রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবেক।

১৮৩৪ সাল ৫সেপ্টেম্বর ৮৯৮ সংখ্যা।

কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এক বন্ধকী সম্পত্তি যদি বয়বলওফার কটক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি কর্জের টাকা না দেওয়া যায় তবে বন্ধক লওনিয়া মহাজন উত্তম ও মাতবর কারণ না দেখাইতে পারিলে কেবল ঐ বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার এমত সাধ্য নাই যে আপনার যেমত উপকার বোধ হয় সেই মতে ইচ্ছা ক্রমে হয় টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে অথবা ভূমির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে।

১৮৩৪ সাল ২৪ আক্টোবর ৯০১ সংখ্যা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে সরে জমীনে তহকীক করণের নিমিত্তে আমীনকে না পাঠাইয়া তোমার আদালতের উকীলদিগকে পাঠাইতে পার কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে তাহার কোন আইনে নিষেধ নাই বটে কিন্তু তাহারদিগকে ঐ কর্ম্মে না পাঠাইলে ভাল হয়।

১৮৩৪ সাল ২৪ আক্টোবর ৯০২ সংখ্যা।

ডিক্রীজারী করণার্থে দেওয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা ক্রোক করিতে পারেন না।

১৮৩৪ সাল ৩ আক্টোবর ৯০৪ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারানুসারে যে ব্যক্তি মোত্রহীন মতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছিল যদি মোকদ্দমা রুবকার থাকনের সময়ে সে ব্যক্তি এমত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় যে আপনার দরিদ্রতার বিষয়ে আর ওজর করিতে না পারে তবে উপস্থিত রসুমের পরিবর্ত্তে যে ইষ্টাম্পের রসুম নিরূপিত আছে সেই রসুম দিতে তাহাকে হুকুম হইতে পারে এবং যদি তাহা না দেয় তবে মোকদ্দমা ননসুট হইতে প্যারে।

১৮৩৪ সাল ৭ নবেম্বর ৯০৭ সংখ্যা।

পোলীসের আমলারদের মাহিয়ানা অধিক হউক বা কম হউক ঐ সকল আমলারদের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার ৪। ৫। ৬। ৭ প্রকরণের বিধি রদ হইয়াছে। অতএব পোলীসের আমলার মাহিয়ানা ১০ টাকার কম হউক বা বেশী হউক তাঁহাকে তগীর করণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম দেন তাহার উপর পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে।

১৮৩৪ সাল ১০ আক্টোবর ৯০৮ সংখ্যা।

মুনসেফদিগকে সস্পেণ্ড করণের বিষয়ে জজ ও কমিস্যনর সাহেবেরদের পরস্পর যে ক্ষমতা আছে তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার ৩ এবং ৪ প্রকরণে স্পষ্ট লেখা আছে ঐ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা জজ সাহেব অত্যাবশ্যক বুঝিলে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিতে পারে। ঐ ধারার ৪ প্রকরণে লেখে যে কমিস্যনর সাহেব মুনসেফকে তগীর করিতে অনুরোধ করিতে পারেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের ঐ অনুরোধ জজ সাহেবের মারফতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবেক অতএব আইনের দ্বারা মুন সেফকে সস্পেণ্ড করেণর ক্ষমতা কমিস্যনর সাহেবকে দেওয়া যায় নাহি এবং যদ্যপি কমিস্যনর সাহেব এইরূপে মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিয়া থাকেন তবে

তিনি আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। যদ্যপি কলিকাতার সদর আদালত ঐ পরামর্শতে সম্মত হন তবে তাহা কমিস্যনর সাহেব ও সেশন জজ সাহেবকে জ্ঞাত করা যাইবেক। তাহাতে ১৮৩৪ সালের ৭ নবেম্বরে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত আইনের ঐ অর্থে সম্মত হইলেন।

১৮৩৪ সাল ১৭ আক্টোবর ৯১০ সংখ্যা।

একজন জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি পত্রে সহী না করিয়া মরিলেন তাহাতে তৎপদে জজীপদে যিনি নিযুক্ত হইলেন তাঁহার প্রতি এই হুকুম হইল যে বাদী প্রতিবাদীর যে উকীলের সম্মুখে ঐ নিষ্পত্তি হইল এবং যে ব্যক্তি তাহা লিখিল তাহারদের জোবানবন্দী লন এবং স্থত জজ সাহেবের স্বহস্তে লিখিত যে কোন ইয়াদদস্তাবহী পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে ঐ ডিক্রী মোকাবিলা করেন এবং যদি ঐ রূপ তদারক করণেতে ঐ ডিক্রী প্রকৃত ঐ জজ সাহেবেরই এবিষয়ে সন্দেহ না জন্মে তবে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং যে নিমিত্তে তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ হইল তাহা টুকিয়া রাখেন।

১৮৩৪ সাল ২৪ আক্টোবর ৯১২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল এই মত জমীদারীর নাবালগ উত্তরাধিকারীর বিষয়ে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধি খাটে ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক না। অতএব যে তালুকের খাজানা সরকারে দাখিল না হইয়া জমীদার এবং অন্যেরদিগকে দেওয়া যায় এই মত তালুকের নাবালগ উত্তরাধিকারীর এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে জিলার জজ সাহেবকে সদর আদালত অনুমতি দিয়াছেন।

১৮৩৪ সাল ৫ ডিসেম্বর ৯১৫ সংখ্যা।

জিলা ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জানাইলেন যে দেবকীনন্দন এবং লাবারাম ফরিয়াদী এবং নন্দরাম আসামী সকলেই চকরাই গ্রামে বাস করে ঐ গ্রাম ফরক্কাবাদের কালেক্টর সাহেবের অধীন কিন্তু মৈনপুরীর দেওয়ানী জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে। ২। ফরিয়াদীরা ৪৭ টাকার খাজানার বাবৎ ফরক্কাবাদের কালেক্টর সাহেবের নিকটে আসামীর নামে সরাসরী নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইল। ৩। নন্দরাম এক্ষণে দরখাস্ত করিতেছে যে কালেক্টর সাহেবের ঐ সরাসরী ডিক্রী অন্যথা করিবার নিমিত্তে আমি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহি কিন্তু জিলা ফরক্কাবাদের চিবরামৌ স্থানের মুনসেফ কহেন যে উভয় বিবাদীর মধ্যে কেহ আমার

এলাকার মধ্যে বাস করে না। এবং মোকদ্দমার হেতুও আমার এলাকার মধ্যে জন্মে নাই অতএব আমি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মৈনপুরী জিলার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু হয় অতএব মৈনপুরী জিলার মুনসেফ তাহার বিচার করিবেন। ফরক্কাবাদের জিলার দেওয়ানী কর্ম্মকারকেরদের চকরাই গ্রামে কিছু কর্ত্তৃত্ব নাই এবং তাঁহারা ফরিয়াদীর দাওয়ার বিচার করিতে পারেন না।

১৮৩৪ সাল ২১ নবেম্বর ৯১৬ সংখ্যা।

ডিক্রীজারী করণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলাম হইবার জন্য ক্রোক হয় তাহা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাত হইতে রক্ষা করণের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৭ ফিব্রুআরি তারিখের ৫০ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে নিয়ম করা গিয়াছে কিন্তু যদ্যপি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে ক্রোক হওয়া ভূমি অথবা সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সরকুলর অর্ডরে কিছু লেখা নাই তথাপি এই গতিকেও সেই রূপ সাবধান হইয়া কর্ম্মকরা তত্তুল্য আবশ্যক ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। হিউম সাহেবের কয়েকটা নীলের কুঠী ও কতক নীল ক্রোক করিতে ঢাকার আদালতে দরখাস্ত হইয়াছে কিন্তু যদ্যপি উপরের উক্ত মতে সাবধান না করা যায় তবে ঐ সাহেব আইনের কোন পেঁচের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট হইতে পরওয়ানা আনাইয়া তাঁহার সেই ভূমি বিপরীত রূপে ক্রোক করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ ক্রোকী বস্তুর দ্বারা কোন প্রকারে ফরিয়াদীরদের ডিক্রীজারী হইতে পারে না। অতএব আমার এই পত্র অগৌণে সদর দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করুন এবং ঐ সম্প ত্তির ক্রোক যাবৎ দরখাস্ত না হয় তাবৎ একজন আমসাকে সেই ভূমির উপর নিযুক্ত করিতে. সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম প্রার্থনা করি। যেহেতুক সদর আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া কেবল আইনের বিধানের ছুষ্টে এমত কর্ম্ম করিতে আমার সাহস হয় না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমি ক্রোক হইলে যে রূপ কার্য্য করিতে হয় ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে ক্রোক হইলে সেই রূপ কার্য্য করিতে হইবেক যেহেতুক উভয় গতিকেই সম্পত্তি ক্রোক করণের একি অভিপ্রায়।

১৮৩৫ সাল ২ জানুয়ারি ৯১৭ সংখ্যা।

সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত তফসীলের মতে ৪ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত এক সাধারণ মোক্তারনামা এক ব্যক্তি তজ্ঞ-দীক হইবার নিমিত্তে আদালতে দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিল যে তাহা

মঞ্জুর হইলে আমাকে ফিরিয়া দেন। এই পর্য্যন্ত এই আদালতের এই ব্যবহার আছে যে ঐ মোক্তারনামা আদালতের রোয়দাদে রাখা যায় এবং তাহা যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছিল তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে তাহার নকল লইতে অনুমতি দেওয়া যাইত। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিলেন যে এই প্রকার মোক্তারনামা যে ব্যক্তিরা তোমার আদালতে দাখিল করে তাহারদিগকে তুমি আপনার বিবেচনা মতে আসল কাগজপত্র ফিরিয়া দিতে পার বা না পার।

১৮৩৪ সাল ২৮ নবেম্বর ৯১৮ সংখ্যা।

(১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারানুসারে মুনসেফেরা শারীরিক হানির বিষয়ী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন)

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কালেক্টর সাহেবের নাজির সরকারী রাজস্বের বাকীর নিমিত্তে যে অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটী ক্রোক করিয়াছিলেন তাহা নীলাম করিতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া কালেক্টর সাহেব মুনসেফের নামে পরওয়ানা দিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের এমত কোন ক্ষমতা নাই।

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কালেক্টর সাহেবের নাজির মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাটী ক্রোক করিলেন তাহা বিক্রয় করিতে জজ সাহেবের অনুমতি ভিন্ন কালেক্টর সাহেব মুনসেফের উপর পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন না।

১৮৩৪ সাল ২৬ ডিসেম্বর ৯১৯ সংখ্যা।

সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে খোদকস্তা রাইয়তেরা বেদখল হওয়াতে নোকসানের বিষয়ে যে নালিশ করে এবং ক্ষেত্রে জল সেচনের নিষেধ হওয়াতে তাহারদের যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ে যে মোকদ্দমা করে তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিষেধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণ কেবল শারীরিক হানির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে নোকসান হইয়াছে তাহাতে খাটে না অতএব মুনসেফেরা এই প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। কিন্তু প্রথম প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকার দাওয়া শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন। সেই রূপে সেই প্রকার দাওয়া যোত্রহীনের দ্বারা উপস্থিত করণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৪ ধারার বিধি তোমার লিখিত মোকদ্দমার

বিষয়ে খাটে না কেননা সেই নিষেধ কেবল শারীরিক হানীর মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে।

১৮৩৫ সাল ২৬ জানুআরি ৯২২ সংখ্যা।

এটাবার জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে যোত্রহীন এবং তাহার হাজির জামিন উভয়েই রূপোশ হইলে ডিক্রীতে ফরিয়াদীর শিরে যত খরচা দিবার হুকুম হইয়াছিল তাহার নিশা করিবার নিমিত্তে হাজির জামিনের জায়দাদ বিক্রয় হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এক্ষণে যেরূপ আইন চলন আছে তদনুসারে ফরিয়াদী আপনি হাজির না হইলে তাহার হাজির জামিন ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে কেবল ছয় মাস কয়েদ হইতে পারে এবং ফরিয়াদীর স্থানে যে খরচা পাওনা থাকে তাহার নিমিত্তে জামিনের জায়দাদ বিক্রয় হইতে পারে না।

১৮৩৫ সাল ১৬ জানুআরি ৯২৩ সংখ্যা।

ইহার পূর্ব্বে যে বরকন্দাজ চৌকীদারপ্রভৃতি কর্ম্মের শৈথিল্যের দোষী হইলে তাহারা কয়েদ হওনের অতিরিক্ত বেত্রাঘাতের যোগ্য ছিল না অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের দ্বারা শারীরিক শাস্তি নিষেধ হওয়াতে ঐ বরকন্দাজ প্রভৃতির দিগকে অধিক কাল মিয়াদে কয়েদ যাইতে পারে না।

১৮৩৫ সাল ২ জানুআরি ৯২৪ সংখ্যা।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিধি নীলকর সাহেবেরদের গোমাস্তা ও মুহুরীরের প্রতি খাটে।

১৮৩৫ সাল ২৭ মার্চ্চ ৯২৫ সংখ্যা।

আসামী যে টাকা পাইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে যদি প্রবঞ্চনা করিয়া দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দেয় তবে জজ সাহেব বিচারার্থে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন না জজ সাহেবের উচিত যে আপনার যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকে সেই পর্য্যন্ত তহকীক করিয়া আপন মত লিখিয়া কাগজপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমত তাহাকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিবেন কি না করিবেন।

১৮৩৫ সাল ৬ ফিব্রুআরি ৯২৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এবং তাহারদের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা খাটে।

সদর আদালত আরো বোধ করেন যে পোলীসের দারোগারা যে জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া থাকে তাহা চলিত ব্যবহারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে বিক্রয় করিলে ভাল হয় এবং এমত কার্য্যেতে অনর্থক জজ সাহেবের সময় হরণ করা উচিত নহে।

১৮৩৫ সাল ২৩ জানুআরি ৯৩০ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে যে নালিশ হয় তাহাতে উকীলেরদের সম্পূর্ণ রসুম আমানৎ করিতে হইবেক এবং সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং জাবেতামত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবেক ঐ ৮ ধারার দ্বারা কেবল এই মাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে সরাসরী মোকদ্দমা না করিয়া জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে লোকেরদিগকে আশ্বাস দেওনের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি অংশের তিন অংশের তিন অংশ সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন।

১৮৩৫ সাল ৬ ফিব্রুআরি ৯৩২ সংখ্যা।

সদর আদালত জিলা ও সহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১২ সালের ১৬ আইনের অনুসারে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের ডিক্রীজারী করিতে হইলে জজ সাহেব আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতেন সেই রূপে তাহা জারী করিবেন এবং ১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদী এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যে রূপ আচরণ করিতে পারেন ইউরোপীয় হইলেও সেই রূপ আচরণ করিতে পারিবেন।

১৮৩৫ সাল ২০ ফিব্রুআরি ৯৩৩ সংখ্যা।

সদর আদালত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের হেতুবাদ বিবেচনা করিয়া এবং ঐ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ সেই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৩ ধারার ১ প্রকরণের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া বোধ করিতেছেন যে বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র ভূমি খণ্ড অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক। কিন্তু নিষ্কর বৃহৎ ভূমিখণ্ড এবং মালগুজারীর সকল ভূমি যত ক্ষুদ্র হউক তাহা ফলের বাগান বা বাগিচা না হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক।

১৮৩৫ সাল ২০ ফিব্রুআরি ৯৩৪ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়তের কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ

না হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সেই ব্যক্তি আপনার হিসাব কিতাব চুকাইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি রাইয়ত কহে যে নীলগাছের বাবৎ নীলকুঠির কর্ত্তার স্থানে আমার পাওনা আছে এবং সাহেব তাহা দিতে চাহেন না তবে তদ্বিষয়ে তাহার জাবেতামত নালিশ করিতে হইকে।

১৮৩৫ সাল ২০ ফিব্রুআরি ৯৩৫ সংখ্যা।

ডিক্রীজারীর উৎপন্ন যে যে টাকা আদালতে আমানৎ হয় তাহা প্রত্যেক দাওয়া পরিশোধ করণার্থে অকুলান হইলে সেই সেই টাকা আদালতের নানা ডিক্রীর দাওয়া পরিশোধ করণেতে যে রূপে বিলি হইতেছে তাহার বিষয়ে নানা আদালতে বিবিধ মত ও বিবিধ ব্যবহার হইতেছে অহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সাহেবের দের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন যে কলিকাতার সদর আদালতের আজ্ঞা ক্রমে যে ব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা ইহা বোধ করি অর্থাৎ যে ডিক্রীতে আগেকার তারিখ থাকে তাহা আগে পরিশোধ হইবেক না কিন্তু যে সকল ডিক্রী ক্রমে ক্রোকের হুকুম হইয়াছে সেই সকল ডিক্রী যদি আমানৎ হওয়া টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখে হইয়া থাকে তবে প্রত্যেক ডিক্রীদার অংশাংশী মতে টাকা পাইতে পারে কিন্তু যদি কোন বিশেষ দাওয়ার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই দাওয়া প্রথমে পরিশোধ হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত লিখিলেন যে আদালতের মধ্যে সামান্যত এই রূপ ব্যবহার চলিতেছে।

১৮৩৫ সাল ২৭ মার্চ্চ ৯৩৬ সংখ্যা।

নগদ টাকার কি অস্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারানুসারে এক জন সালিসকে সমর্পণ করিতে পারেন। যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মূল্য তাহা হইতে অধিক হয় তাহা এই রূপে এক জন সালিসকে জজ সাহেব সমর্পণ করিতে পারেন না। অতএব জিজ্ঞাসা হইল যে কেবল জাবেতামত মোকদ্দমা এই রূপ অর্পণ করণের নিষেধ আছে কি বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহাও অর্পণ করণের নিষেধ আছে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আইনের কথা অতি সাধারণ রূপে লেখা গিয়াছে এবং যে নিষেধের হুকুম আছে তাহা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এমত অর্থ করিতে হইবেক। সদর আদালত আরো জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬

আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদীর স্বেচ্ছাক্রমে যে মোকদ্দমা সালি সকে অর্পণ করা যায় তাহার বিষয়ে উক্ত নিষেধ খাটে না।

১৮৩৫ সাল ২০ মার্চ্চ ৯৩৭ সংখ্যা।

১৫ সংখ্যক দায়েরসায়েরীর কমিশ্যনর সাহেব সদর নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে ইহা লিখিলেন যে ১৮২৭ সালে জিলা ছিলটে কাশীনাথ ও রামরত্নের মধ্যে এক হাটের বিষয়ের বিরোধ হইল এবং অনেক বাদানুবাদের পর ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে অর্পণ হইল এবং ঐ আদালতের জজ শ্রীযুত কোর্টনি স্মিথ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি বহাল রাখিয়া এই হুকুম করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রুবকারীতে যে দুই দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই২ দিবসে কাশীনাথের হাট হইবেক এবং আদালতের অন্য জজ শ্রীযুত রস সাহেব শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের ঐ হুকুমে সম্মত হইলেন।

ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক্ষণে সেই হাটের বিষয়ে পুনর্ব্বার বিরোধ হইয়াছে এবং যদ্যপি ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের সদর আদালতের এক সরকুল্যর অর্ডরে এই হুকুম আছে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার মোকদ্দমায় হাত দিতে পারেন না তথাপি আমার বোধ হয় যে ঐ হুকুম কেবল তৎপরে তারিখ অবধি বলবৎ হইবেক। তাহা না হইলে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এবং শ্রীযুত রস সাহেবের নিষ্পত্তির ফল কি। কিন্তু এই মোকদ্দমার কোন চূড়ান্ত হুকুম দেওনের পূর্ব্বে আমি সদর আদালতের অভিপ্রায় জানিতে চাহি।

তাহাতে সদর আদালত এই হুকুম করিলেন যে কাশীনাথ ও রামরত্ন আপন২ হাট যে দিবসে রাখিবেক তাহার বিষয়ে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত রস সাহেব যে সরাসরী হুকুম দিলেন তাহা যাবৎ কোন নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দ্বারা অন্যথা না হয় তাবৎ তাহা সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকিবেক এবং ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের সরকুল্যর অর্ডরের দ্বারা তাহাতে কোন মাতবর হইবেক না। ঐ সরকুল্যর অর্ডর কেবল হাটের কোন নূতন বিবাদের বিষয়ে খাটে সেই হাটের বিষয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণার্থে আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে হাত দিবেন না।

১৮৩৫ সাল ২৭ মার্চ্চ ৯৪০ সংখ্যা।

১৮১৮ সালের ৮ আপ্রিল তারিখের সদর নিজামৎ আদালত আপনার এক সরকুল্যর অর্ডরের দ্বারা ধার্য্য করিলেন যে এদেশীয় যে আমলারা ১০ টাকার অনূর্দ্ধ মাহিয়ানা পান তাঁহারদের মোকরর ও তগীরের বিষয়ে

মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত। সদর নিজামৎ আদালতের ঐ অর্ডর সেই প্রকার যে সকল আমলা পোলীসের আমলা নহেন তাঁহারদের বিষয়ে অদ্যাপি বলবৎ আছে। সেই প্রকার পোলীসের আমলারা ১৮৩১ সালের ১১ আইনের ৮ ধারানুসারে কমিস্যনর (অর্থাৎ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের) নিকটে আপীল করিতে পারেন।

১৮৩৫ সাল ৩ আপ্রিল ৯৪২ সংখ্যা।

যে ব্যক্তি আপনার ভরণ পোষণের নিমিত্তে পৈতৃক অবিভক্ত ভূমির কোন অংশের দখল এই পর্য্যন্ত করিতেছে অথবা বারোবৎসরের মধ্যে দখল করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ঐ জমীদারী বাঁটওয়ারা করিতে এবং আপনার বিশেষ অংশ পাইবার দাওয়া করিতে পারে কি না অথবা সেই ব্যক্তি বিশেষ অংশ না পাইয়া যদি বারো বৎসরের অধিক কাল অবধি ভূমি হইতে ভরণ পোষণ পাওনেতে রাজী ছিল তবে তৎপ্রযুক্ত তাহার নিজ অংশের স্বতন্ত্র দখল পাইবার নালিশ করিতে নিষেধ আছে কি না। তাহাতে আলাহাবাদের সকল জজ সাহেব এবং কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবের এই মত হইল যে ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ ধারার ১০ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে যে ব্যক্তি আপন হকের বদলে প্রধান পটীদারের স্থানে ভরণ পোষণ লইতে অথবা ঐ আইনের লিখিত কথানুসারে নগদেতে কি ভূমিতে বেতন পাইতে সম্মত হইয়াছিল সেই ব্যক্তি ঐ জমীদারীর কোন অংশ নিজে দখল করিবার অথবা তাহার সরবরাহ করিবার দাওয়া করিতে পারেন না।

১৮৩৫ সাল ৬ মার্চ্চ ৯৪৩ সংখ্যা।

১৮২২ সালের ৬ আইন যেমন তাহার জারি হওয়া কার্য্যে খাটে তেমনি তাহার পূর্ব্বে হওয়া কার্য্যেও খাটে এবং ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের দত্ত ইজারার যে ফল ছিল এবং যে নিয়ম ঐ আইনের অধীন ছিল ১৮২২ সালের ৬ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোর্ট ওয়ার্ড্সের সাহেবেরা যে পাট্টা দিয়াছিলেন সেই পাট্টার সেই ফল হইবেক ও সেই পাট্টা সেই নিয়ম ও আইনের অধীন আছে।

১৮৩৬ সাল ৩ আপ্রিল ৯৪৪ সংখ্যা।

যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন না।

১৮৩৫ সাল ১ মে ৯৪৫ সংখ্যা।

যোত্রহীনের যে মোকদ্দমা জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত হইয়া

তৎপরে মুনসেফেরদের নিকটে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হয় তাহাতে কোন ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না।

১৮৩৫ সাল ২২ মে ৯৪৬ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির ভাব দৃষ্টে সদর আদালত বোধ করেন যে মালগুজারেরা আপনং জমীদারীর সরবরাহী কার্য্যে যে পাটওয়ারী এবং অন্যং এদেশীয় মোক্তার নিযুক্ত করেন তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৭ ধারানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় কালেক্টর প্রভৃতির দ্বারা তাহার বিচার হইবেক। ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনের এই মত অভি প্রায় ছিল। এবং ঐ প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের ভার যে কর্ম্মকারক অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাঁহার যেং বিষয়ের বিচার করিতে হইবেক তাহার ভাবদৃষ্টে সেই মোকদ্দমা তাঁহার প্রতি অর্পণ করা অতি উপযুক্ত বোধ হয়।

১৮৩৫ সাল ২২ মে ৯৪৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারা প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে অতএব জজ সাহেবের অনুমতি ব্যতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন আসামীকে কয়েদ করিতে পারেন না।

১৮৩৫ সাল ১ মে ৯৪৮ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে অধ্যক্ষতার ভার ত্যাগ করণের পর অথবা নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারিখের পর বারো বৎসর অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ১৮০০ সালের ১ আইনের ৪ ধারায় যে একরারনামার বিষয় লেখা আছে তাহা আদালতের সিরিশ্তায় থাকিবেক কিন্তু নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি ঐ অধ্যক্ষকে একরারনামা ফিরিয়াদিতে স্বীকার করে তবে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ১ মে ৯৪৯ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া এই বিধান করিলেন যে জজ সাহেবের অনুমতি বিনা প্রধান সদর আমীন যোত্রহীনের ন্যায় কোন আসামীর স্থানে নালিশের জওয়াব লইতে পারেন না যেহেতুক কোন ব্যক্তি যোত্রহীন কি না এই বিষয় কেবল জজ সাহেব নির্ণয় করিতে পারেন।

১৮৩৫ সাল ১ মে ৯৫০ সংখ্যা।

মুনসেফের আদালতে ওকালৎনামা এবং ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত শাদা কাগজে হইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ২২ মে ৯৫১ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে যে যে মোকদ্দমা অধস্থ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় তাহা নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহীর মধ্যে লিখিতে ও বিচার করিতে হইবেক।

১৮৩৫ সাল ২২ মে ৯৫৩ সংখ্যা।

আমার ১১৮ নম্বরী ৩ আপ্রিলের পত্রের অনুক্রমে সদর আদালতের হুকুমানুসারে তোমাকে জানাইতেছি যে মুনসেফেরা নির্দ্ধারিত পরবের সময়ে জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া অপনারদের কর্ম্মস্থান হইতে স্থানান্তরে থাকিলে তাঁহারদের মাহিয়ানার কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না।

১৮৩৫ সাল ১০ জুলাই ৯৫৬ সংখ্যা।

যদি আসামী মুনসেফের এলাকার মধ্যে বাস করে না কিন্তু সেই এলাকার মধ্যে তাহার স্থাবর সম্পত্তি আছে তবে সেই প্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় ঐ আসামীর নামে মুনসেফের আদালতে নালিশ হইতে পারে। কিন্তু যে মোকদ্দমায় আসামী ও করিয়াদী উভয়ে অন্য রাজার দেশে বাস করে এবং মোকদ্দমার কারণও সেই অন্য রাজার দেশে জন্মিল এই মত মোকদ্দমা মুনসেফের শুননির যোগ্য নহে।

১৮৩৫ সাল ৭ আগষ্ট ৯৫৭ সংখ্যা।

যদি বন্ধক দেওনিয়া বন্ধক হওয়া ভূমির ভোগদখল পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা করে তবে ভূমির মূল্য অনুমান করণের নিমিত্তে আইনে যে সকল বিধান আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ভূমির মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমি যে টাকায় বন্ধক দেওয়াগিয়াছিল সেই টাকানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক না। অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণের এই অভিপ্রায় ছিল যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে দাবীর বস্তুর মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক।

ঐ কোন আসামীর নিকটে যে বসত বাটী ৪৯৮ টাকায় বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই বাটী উদ্ধার করিবার নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ হইয়াছিল। ফরিয়াদীরা সেই বাটীর মূল্য ১০৫০ টাকা ধরিল কিন্তু সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে পর এমত প্রমাণ দেওয়া গেল যে সেই বাটীর যথার্থ মূল্য অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহা ৫০০০ টাকারো অধিক। ইহা অবগত হইলে প্রধান সদর আমীন কহিলেন যে এমত ভারি

মোকদ্দমা আমার এলাকার মধ্যে নহে এবং তাহা আপন আদালতের নথী হইতে উঠাইয়া দিলেন। তাহাতে জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে এই মোকদ্দমায় বন্ধক দেওনীয়া খাতককে যে টাকা কর্জ দেওয়া গিয়াছিল সেই টাকা এবং বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে ৪৫০০ টাকার ইতর বিশেষ আছে অতএব আমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করিবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার আরজী কর্জ দেওয়া টাকার অনুসারে কি বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক যেহেতুক ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৩ প্রকরণে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিষয়ে বিধি আছে তাহার এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু উল্লেখ নাই। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধক দেওনিয়া খাতক বন্ধকী সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে যে নালিশ করে তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের সংখ্যা ঐ বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যানুসারে হিসাব করিতে হইবেক এবং যত টাকায় ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তাহার সংখ্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক না। এই মত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণের অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে দাবীর বস্তুর মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক।

১৮৩৫ সাল ১৭ জুলাই ৯৫৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে কোন জিনিস ক্রোক হইলে সেই জিনিস কোন ব্যক্তি আপন জিম্মায় রাখিতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেই রূপ রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে সেই জিনিস আপন জিম্মায় লইতে করার করে তবে সেই করার অনুসারে বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করিতে সেই ব্যক্তি দায়ী হয় এবং যদি সেই জিনিসের কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার নামে ক্ষতির দাওয়াতে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত নালিশ হইতে পারে কিন্তু তাহার নামে কোন সরাসরী নালিশ হইতে পারে না।

ঐ সামান্যতঃ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বস্তু ক্রোক হয় ঐ বস্তুর ক্রোক থাকন সময়ে নির্বিঘ্নে রাখনের বিষয়ে সেই ব্যক্তি দায়ী জ্ঞান হইবেক।

১৮৩৫ সাল ৭ আগষ্ট ৯৬১ সংখ্যা।

যে মোক্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রীজারীর বা স্থগিত করণের জামিনীপত্র এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলাণ্টকে আপীলের

আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে সদর আদালত অনুমতি দিয়া থাকেন। অন্যান্য সকল দলীল দস্তাবেজ পৃথক্‌ দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে দাখিল করা গিয়া থাকে।

ঐ খাস আপীলের দরখাস্ত করণের ১৮৩০ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের এক সাধারণ রুবকারী অনুসারে যাবৎ ঐ আপীল গ্রাহ্য না হয় তাবৎ যে দলীল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার কোন রসুম লওয়া যাইবেক না। খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে মোকদ্দমার রুবকার সময়ে যে দলীল দস্তাবেজ রোয়দাদের শামিল করা যায় তাহার রসুম লওয়া যাইবেক।

১৮৩৫ সাল ৩১ জুলাই ৯৬২ সংখ্যা।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত বিক্রয় করণের যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে কেবল বকেয়া খাজানা উসুল করণের নিমিত্তে সেই বস্তু নীলাম হইতে পারে না। ডিক্রীজারী করণার্থে সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে নিষেধ নাই অতএব ডিক্রীজারী করণার্থে মুনসেফ সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে পারেন।

১৮৩৫ সাল ২৬ জুন ৯৬৩ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার কথার দ্বারা বোধ হইতেছে যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের জজ সাহেব আপনার বিবেচনা মতে জামিন তলব করিতে পারেন কি না পারেন এবং জজ সাহেব সেই বিষয়ে যে হুকুম দেন তাহার উপর আপীল হইতে পারে না এবং ঐ আইনের ১১ ধারার সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় সেই প্রকার আপীল করণের অধিকার থাকনের বিষয়ে বিশেষ হুকুম আছে এই প্রযুক্ত বোধ হইতে পারে যে ঐ আইন যাহারা করিলেন তাহারদের এমত অভিপ্রায় ছিল যে কেবল শেষোক্ত ধারার অর্থাৎ ১১ ধারার গতিকে আপীল হইতে পারে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমায় ডনবন সাহেব ফরিয়াদী ও পাদরী গ্রাডোলি সাহেব আসামী সেই মোকদ্দমায় সম্প্রতিকার জজ মোর সাহেব আসামীর স্থানে জামিন লইতে নারাজ হইয়া যে হুকুম দিলেন সেই হুকুমের উপর এই সদর আদালতে আপীল হইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ৩১ জুলাই ৯৬৪ সংখ্যা।

সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণেতে কয়েদের সময়ের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কেবল আদালতের ডিক্রী অনুসারে কয়েদ হওয়া খাতকের

বিষয়ে খাটিতে পারে। কিন্তু আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে জরীমানার টাকা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারা যাবজ্জীবন কয়েদ থাকে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যে কারণেতে ঐ জরীমানার হুকুম হইল তাহার প্রতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি করিয়া জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে আসামীকে খালাস করিতে পারেন।

১৮৩৫ সাল ৭ জুলাই ৯৬৫ সংখ্যা।

১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের বিধি যেমন স্থাবর বস্তুর বিষয়ে খাটে তেমনি অস্থাবর বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কি না অর্থাৎ গচ্ছিত টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ী মোকদ্দমার হেতু হওন অবধি বারো বৎসরের পরে ঐ মোকদ্দমা হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণের কথা সাধারণ মতে লেখা আছে এবং তাহার মধ্যে ভুমি এবং অন্য প্রকার সম্পত্তি গণ্য করিতে হইবেক অতএব তাহার বিধান যেমত ভুমির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে সেই মত গচ্ছিত টাকা এবং অন্য অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়েও খাটে।

১৮৩৫ সাল ১৭ জুলাই ৯৬৬ সংখ্যা।

দুঃখ ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা করা যায় তাহার নিমিত্তে জরীমানা করণের হুকুম ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪০ ধারাতে নাই। জরীমানা কেবল সরকারের নিমিত্তে উসুল হয় কিন্তু যদি ক্ষতির টাকা পূরণ করিবার হুকুম হয় তবে যে ব্যক্তি তাহা পাইবার যোগ্য ডিক্রীতে লেখা যায় সেই ব্যক্তি সেই ক্ষতি পূরণের টাকা পাইবেক। এই মত হইলে ঐ ক্ষতি পূরণের টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই ডিক্রীতে নারাজ হয় সে যদি তাহার আপীল না করে তবে আদালতের অন্যান্য ডিক্রীর মত জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই ডিক্রীজারী হইবেক।

১৮৩৫ সাল ২১ আগষ্ট ৯৬৮ সংখ্যা।

তুমি সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ লিখন পাঠাইয়া যদি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ হুকুম জারী না হয় তবে তাহার মাতবর কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন তবে ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জিলার জজ সাহেব এমত কার্য্য করিতে চাহিলে অবশ্য করিতে পারেন।

১৮৩৫ সাল ৩১ জুলাই ৯৬৯ সংখ্যা।

মুরশিদাবাদ জিলার আদালতে ৬৩ মৌজার ইজারার বিষয়ে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬১ মৌজা বীরভূমের মধ্যস্থিত এবং কেবল ২ দুই মৌজা মুরশিদাবাদের শামিল। কিন্তু যদ্যপি উক্ত ৬১ মৌজার ফৌজদারী বিষয়ে বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন তথাপি সেই সেই মৌজার রাজস্ব মুরশিদাবাদের কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে এবং ঐ প্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা মুরশিদাবাদের সহরের আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের এবং বিশেষতঃ তাহার ৮ ধারার কথা বিবেচনা করিলে ঐ সকল মৌজার রাজস্ব মুরশিদাবাদের খাজানাখানায় দাখিল হওন প্রযুক্ত সেই মোকদ্দমার শুনানি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে হওয়া অনুপযুক্ত বোধ হয় অতএব এই বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য ইহাতে সদর আদালতে হুকুম প্রার্থনা করিতেছি। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে যে যে মৌজা এই মোকদ্দমার কারণ হইতেছে তাহার অধিকাংশ বীরভূমের দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যেস্থিত অতএব ঐ মোকদ্দমার ঐ বীরভূমের আদালতে বিচার করা উচিত।

১৮৩৫ সাল ৭ আগষ্ট ৯৭০ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মহাজনের খাতা বহীতে কোন ব্যক্তির হিসাব নিষ্পত্তি হইলে এবং রীতিমতে সেই ফর্দ্দের নিম্নভাগে খাতকের স্থানে যত পাওনা আছে তাহা লেখা হইলে যদি অন্য ব্যক্তি তাহাতে দস্তখৎ করিয়া মহাজনের ঐ পাওনা টাকার বিষয়ে খাতকের জামিন হয় তবে ঐ প্রকার জামিনী সাদাকাগজে লেখা থাকাতে তাহা মাতবর হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে মহাজনের পক্ষে ঐ জামিন মাতবর হওনের নিমিত্তে তাহার উচিত যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার খাতাবহীর যে পৃষ্ঠায় ঐ হিসাব ও জামিনী লেখা থাকে তাহাতে ইষ্টাম্প বসায় পরন্তু যদ্যপি ঐ মহাজন সেই রূপ না করে তবে সেই জামিনীর দ্বারা মহাজনের উপকার হইবার নিমিত্তে তাহার উচিত যে ঐ কাগজ ভিন্ন ঐ জামিনীর অন্য মাতবর প্রমাণ দেয় যেহেতুক সাদাকাগজে ঐ জামিনী থাকিলে তাহা আইনমতে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ঐ যখন এমত হুকুম হয় যে কোন জামিনী খত সাদাকাগজে বা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হওন প্রযুক্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না তখন করি

য়াদী সেই জামিন যে নিতান্ত দেওয়া গিয়াছিল ইহার অন্য প্রমাণ দিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ৭ আগষ্ট ৯৭৪ সংখ্যা।

কটকের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধক দেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি বন্ধক লওনিয়া মহাজনের দখলে যে বন্ধকী ভূমি আছে তাহা উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি বন্ধক লওনিয়া মহাজনের পাওনা টাকা সুদসমেত বা সুদ ছাড়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে বন্ধক লওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া দিবার যে সংবাদ দিতে হয় তাহার এক বৎসর মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই কিন্তু বন্ধক লওনিয়া মহাজন সদর মোকাম হইতে যত দূরে বাস করে তাহা হিসাব করিয়া যে মিয়াদ উপযুক্ত সেই মিয়াদ ধার্য্য করা উচিত।

১৮৩৫ সাল ১৮ সেপ্‌টেম্বর ৯৭৬ সংখ্যা।

আপীল আদালত আইনের নিরূপিত সুদের নিরিখ হইতে অল্প সুদের হুকুম দিতে পারেন না অর্থাৎ অধস্থ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিলেন তাহার উপর শতকরা ১২ টাকা সুদের হুকুম করিতে হইবেক।

১৮৩৫ সাল ২৮ আগষ্ট ৯৭৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে রাজীনামাব দ্বারা রফা হওয়া মোকদ্দমাতে যেরূপ উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যায় সেই রূপে দস্তবরদারী হইলে অর্থাৎ ফরিয়াদী আপনার দাওয়া স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিলে উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যদি রফানামা আইন মতে সিরিশ্‌তায় দাখিল না হয় তবে উপস্থিত রসুমের বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

১৮৩৫ সাল ৯ আক্টোবর ৯৭৮ সংখ্যা।

এদেশীয় স্ত্রীর গর্ভজাত এক ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার অবিবাহিতার পুত্র ব্যভিচারের নালিশের মফঃসল আদালতে বিচার হইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ১১ সেপ্‌টেম্বর ৯৭৯ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে সাবেক নিযুক্ত হওয়া মুনসেফেরদের বেদাঁড়া ডিক্রী নিবারণার্থ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হয় কিন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যাঁহারা মুনসেফী কর্ম্মে

নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও গুণশালী এই প্রযুক্ত তাঁহার দিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারদের বিষয়ে ঐ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ খাটে না। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার অনুসারে অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি হইয়াছে সেই সাধারণ বিধি মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়েও খাটে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে তাঁহারদের ডিক্রীতে কিছু বেদাঁড়া বা অসঙ্গত হইলেও নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর তাঁহারদের ডিক্রীর উপর কোন আপীল লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদ্যপি সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের কোন মাতবর হেতু দর্শান যায় তবে আপীল লওয়া যাইতে পারে।

১৮৩৫ সাল ২৩ আক্টোবর ৯৮০ সংখ্যা।

১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে কোন একজন পটীদার যদি বারো বৎসরের মধ্যে ভূমি দখল পায় তবে সকল পটীদারেরা আপন আপন ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে এবং ঐ ধারার ৫ প্রকরণেতে আরো এমত হুকুম আছে যে অন্যান্য পটীদারেরদের দখলে যদি বারো বৎসরের মধ্যে ভূমি ছিল না তথাপি কোন একজন পটীদার ভূমির দখল ফিরিয়া পাইলে তাহারা আপনারদের ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে। যে বিষয়ে এক্ষণে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা এই যে একজন পটীদার ভূমি দখল ফিরিয়া পাইলে পর অন্যান্য পটীদারেরদের আপন আপন দাওয়া করণের কোন মিয়াদ নিরূপণ আছে কি না এই জিজ্ঞাসা আরো স্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এই উদাহরণ দিলাম। ১৮২০ সালে রামের পক্ষে আপন জমীদারীর ভূমির দখল পাইবার এক ডিক্রী হয় তাহার পটী-দার অর্থাৎ শরীক গোপাল এবং কৃষ্ণ সুতরাং আপন আপন অংশ পাই-তে পারে কিন্তু তাহারদের দাওয়া তৎক্ষণাৎ করিতে হইবেক কি ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে কোন সময়ে করিলে হয় অথবা এই বিষয়ে কোন মিয়াদ নিরূপণ আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের বিধান ক্রমে তুমি যে মোকদ্দমার বিষয় লিখিয়াছ তাহাতে যে তারিখ অবধি আদালতের ডিক্রীক্রমে মালিকী স্বত্ব জমীদারের পক্ষে অথবা পটীদারের কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল সেই তারিখ অবধি বারো বৎসরের মধ্যে অন্যান্য পটীদার অথবা শরীকেরদের আপন আপন দাওয়া করিতে হইবেক এবং যদি তাহারা তাহা করিতে কসুর
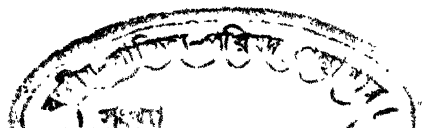
করে তবে মিয়াদের বিষয় সাধারণ বিধির অনুসারে তাহারদের দাওয়া অগ্রাহ্য হইবেক।

১৮৩৫ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর ৯৮১ সংখ্যা।

সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে তুমি যে মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছ তাহার মধ্যে সামান্যতঃ দুই বিরোধি বিষয় আছে। প্রথম মালিকী স্বত্ব দ্বিতীয় যে প্রকার সনদক্রমে ভূমি ধার্য্য হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সকল মোকদ্দমায় কেবল মালিকী স্বত্বের বিষয়ে বিবাদ হইতেছে (যথা যে স্থলে নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা আপন অংশ পাইবার নিমিত্তে শরীকেরদের নামে নালিশ করে) সেই২ প্রকার মোকদ্দমা কেবল দেওয়ানী আদালতে শুনানি হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই সনদ অথবা পাট্টার মাতবরী এবং মালিকী স্বত্ব এই উভয়ের বিষয়ে বিরোধ হয় (যথা জমীদারীর আপন জমীদারীর শামিল কোন ভূমির দখল পাইবার দাওয়া করেন এবং আসামী কহে যে আমি এই ভূমি নিষ্কর রূপে ভোগদখল করিতেছি) তবে ঐ মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করিতে হইবেক।

ঐ সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেব যদি উক্ত প্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন এবং কালেক্টর সাহেব এই ওজর করিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া দেন যে এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে রিপোর্ট করণ আমার কর্ত্তব্য নহে এবং যদি জজ সাহেব বোধ করেন যে এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য তবে জজ সাহেবের উচিত যে রীতিমত প্রিসেপ্ট লিখিয়া সেই হুকুম পুনরায় কালেক্টর সাহেবকে দেন এবং সেই হুকুমের রিটর্ণ করিবার কোন মিয়াদ নিরূপণ করেন। যদ্যপি কালেক্টর সাহেব তথাপি সে মোকদ্দমার তজবীজ করিতে স্বীকার না করেন তবে জজ সাহেবের উচিত যে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিয়া তাহা এই সদর আদালতে জানান পরে সদর দেওয়ানী আদালতের যেরূপ উদ্যোগ করা বিহিত বোধ হয় সেই রূপ উদ্যোগ করিবেন।

১৮৩৫ সাল ১৬ আক্টোবর ৯৮২ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইয়া যদি তিনি তাহা মঞ্জুর না করেন তবে তাহার পর কোন দরখাস্ত ক্রমে যদি তিনি আপনি তাহা মঞ্জুর না করেন তবে তাঁহার ঐ নামঞ্জুর করণের হুকুম সর্ব্বতোভাবে

চূড়ান্ত হইবেক। এবং ঐ জজ অনুপস্থিত হইলে এবং ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত শুনিতে না পারিলে সদর আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করিতে অন্য জজ সাহেবকে হুকুম দেন।

ঐ এক জন জজ সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে যদি সেই ডিক্রী করণিয়া জজ সাহেব ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত না মঞ্জুর করেন তবে ঐ না মঞ্জুরের হুকুম সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি তিনি তৎপরে দরখাস্ত পাইয়া পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য করণের হেতু দেখেন তবে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং ঐ আদালতের অন্য কোন জজ সাহেব বা জজ সাহেবেরা তৎপরে কোন সময়ে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

১৮৩৫ সাল ১৩ নবেম্বর ৯৮৩ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে কেবল সেই ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আইনের ঐ ধারানুসারে যে ব্রিটনীয় অর্থাৎ বাদশাহী প্রজারা উইল না করিয়া মরে কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিবেন এমত নহে কিন্তু ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে কোন জিলা বা শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরিলে জজ সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইবেন এবং তৎপরে তাহার উইল দৃষ্ট হইলে যে ব্যক্তি সেই উইলের প্রোবেট পায় তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিবেন।

ঐ জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না থাকে এবং যদি কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক বা তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপনার জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তবে জজ সাহেব সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদ্যপি না পাওয়া যায় অথবা না থাকে এবং যদ্যপিও কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক কি তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তথাপি সেই সম্পত্তি উক্ত (২৭০ নম্বরী) বিধির গতিকের মতে আপন জিম্মায় লইতে

জজ সাহেবের প্রতি ঐ আইনে বিশেষ হুকুম আছে এবং জজ সাহেবের উচিত যে তদ্বিষয়ের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে দেন এবং যাবৎ ঐ রেজিষ্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ ঐ সম্পত্তির সরবরাহ করণের অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট হইতে না পায় তাবৎ জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আপন দখলে রাখেন পরে সুপ্রিমকোর্ট যে ব্যক্তিকে ঐ সম্পত্তির সরবরাহ করিতে অনুমতি দেন তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে হইবেক। এমত গতিকে জিলার জজ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইনে বিশেষ রূপে লেখা আছে এবং জজ সাহেব সেই বিষয়ে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন না আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমমতে তাঁহার কার্য্য না করিলে নহে।

১৮৩৫ সাল ১৭ নবেম্বর ৯৮৭ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারার দ্বারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণ এবং চলিত আইনের যে কোন ভাগ ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট করণ এবং সংগ্রহকরণ এবং উসুল করণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব এই বিধানে সম্মত হইয়াছেন।

ঐ সদর আদালত কহিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইন জারী হওনের সময়ে ইষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণের বিষয়ে যে সকল আইন বা আইনের ভাগ চলন ছিল তাহা ঐ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারাক্রমে রদ হইল। সেই ধারাতে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি বর্জ্জিত হয় নাই অতএব ঐ সপ্তম প্রকরণ এবং তৎসম্পর্কীয় অন্য সকল আইন রদ হইয়াছে এই মত অবশ্য জ্ঞান করিতে হইবেক। আরো আলাহাবাদ ও কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিতেছেন (৭৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ) যে পূর্ব্বোক্ত আইনের বিধি প্রযুক্ত এবং যেপ্রকার মোকদ্দমার বিষয় তুমি লিখিয়াছ সেই প্রকার মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মাসুল ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণে মাফ করা যায় নাই এপ্রযুক্ত ঐ প্রকার দরখাস্তের উপর সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল লইতে হইবেক। এবং সেই যুক্তির অনুসারে সদর আদালত বোধ করেন যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া নম্বরী অন্যান্য মোকদ্দমার যেরূপ ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হয় সেই রূপে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণ সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উপর নম্বরী আপীল হইলে তাহার দরখাস্ত ও সওয়াল জওয়াব ও দলীল দস্তাবেজের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মাসুল দিতে হইবেক।

১৮৩৫ সাল ২৮ নবেম্বর ৯৮৯ সংখ্যা।

সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া কালেক্টর সাহেব সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে তাঁহার নাজির যে অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটী ক্রোক করিয়াছেন তাহা বিক্রয় করিতে মুনসেফের প্রতি পরওয়ানা দিতে পারেন না।

১৮৩৫ সাল ১১ ডিসেম্বর ৯৯০ সংখ্যা।

সদর আদালত তোমাকে জানাইতেছেন যে মুনসেফের আদালতের বাদী বা প্রতিবাদী আপনং উকীলের মেহনতানা দেওনের বিষয়ে আইন মতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবেরদের হস্ত ক্ষেপ করণের আবশ্যক নাই অতএব তোমাকে এরূপে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কেবল যে ব্যক্তি আপনার উকীলকে বদলাইতে চাহে তাহাকে তুমি ইহা জানাইতে পার যে যে উকীলকে সেই ব্যক্তি প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহার পর যে উকীলকে রাখিল উভয়কে মেহন তানা দিতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ৮ জানুআরি ৯৯১ সংখ্যা।

কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে জিলা চব্বিশ পরগণার দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যস্থিত ভূমির দখল পাইবার নিমিত্তে এক মোকদ্দমা কলিকাতা নিবাসি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হইল। ঐ মোকদ্দমা জিলা চব্বিশ পরগণার আদালতের শুনিবার যোগ্য।

১৮৩৬ সাল ২ জানুআরি ৯৯২ সংখ্যা।

জিলার আদালতে নানা ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হওয়াতে তাহার মধ্যে এক জন মাত্র সদর আদালতে আপীল করিল অন্যেরা আপীল করিল না। তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে এই মত আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণেতে সদর আদালতের উপযুক্ত বোধ হইলে যে সকল ব্যক্তির প্রতিকূলে জিলার আদালত ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই প্রত্যেকের বিষয়ে ঐ সদর আদালত বিচার করিতে পারেন কি জিলার আদালতের ডিক্রীর যে ভাগে আপীল করণিয়া ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভ আছে কেবল সেই ব্যক্তির সম্পর্কে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কহিলেন যে কেবল শেষোক্ত ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভের বিষয়ে আপীল আদালত বিবেচনা করিতে পারেন আমাদের এমত বোধ হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ সদর আদালতে কি ব্যবহার চলন আছে তাহা আমরা অবগত হইতে চাহি। এই বিষয়ে যে নিয়ম ধার্য্য হয় তাহা জজ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনের বিচারিত মোকদ্দমার সকল আপীলের

বিষয়ে খাটিবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কহিলেন যে যে ব্যক্তিরা আপীল করে কেবল সেই ব্যক্তিরদের আপত্তির বিষয়ে আপীল আদালতের বিচার করা উচিত কিন্তু যখন যথার্থ বিচার হওনের নিমিত্তে অত্যাবশ্যক বোধ হয় তখন ডিক্রীর দ্বারা যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ হয় সেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীল আদালতের ডিক্রী করা উচিত।

১৮৩৬ সাল ৮ জানুআরি ৯৯৮ সংখ্যা।

সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে জজ সাহেব যদি পূর্ব্বে হুকুম দিয়া থাকেন তবে উক্ত প্রকার আসিষ্টান্ট বা অন্য কার্য্যকারক ঐ নীলামের আপত্তি বিষয়ের দরখাস্ত পাঠ করিয়া সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা স্থগিত করিতে উচিত বোধ করিলে সেই হুকুম জারী করা স্থগিত করিতে পারেন কিন্তু ঐ দরখাস্তের মধ্যে যে কথা অথবা দাওয়া লেখা থাকে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করণের নিমিত্তে তদারক করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাহি। তোমার পত্রের শেষ দফার বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা এই হুকুম করিতেছেন যে কোন সরা সরী আপীলের দরখাস্ত হইলে সেই মোকদ্দমার দোষ গুণ তদারক করিতে তোমার ক্ষমতা নাহি তোমার উচিত যে ঐ দরখাস্ত দেওনের তারিখ বহীতে লেখ এবং নূতন জজ সাহেবের না পহুছন পর্য্যন্ত তাহা যবে স্থবে রাখ অধিকন্তু যে টাকা আমানৎ হইয়াছিল তাহা দেওনের বিষয়ে তোমার কার্য্যের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব কোন হুকুম না দিয়া ছিলেন অথবা যদি এই সদর আদালত কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে টাকা আমানৎ হইয়াছিল সেই আদালত বিশেষ হুকুম না দেন তবে তুমি সেই টাকা দিতে পার না।

১৮৩৬ সাল ৫ ফিব্রুআরি ৯৯৯ সংখ্যা।

আনন্দ দাস এক মৌজা ফিরিয়া পাইবার জন্য বেণিমাধবের নামে নালিশ করিল বন্দোবস্তের সময়ে বেণিমাধব কারসাজী করিয়া অযথার্থ মতে ঐ মৌজা আপনার তালুকের শামিল করাইল। তাহাতে আদালত ঐ মৌজার আনন্দ দাসের পক্ষে ডিক্রী করিয়া হুকুম করিলেন যে তাহা বেণিমাধবের মহাল হইতে পৃথক করা যায় এবং কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র করিয়া তাহার উপর মালগুজারী ধার্য্য করেন। কিন্তু বেণিমাধব ঐ ডিক্রীর উপর আপীল করিল এবং তাহা জারী স্থগিত হইল এবং আপীল উপস্থিত থাকিতে বেণিমাধবের সমস্ত তালুক মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইল এবং খরীদার অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিরোধী মৌজারও

দখল পাইল তাহাতে বেণিমাধব আপীল চালাইতে ক্ষান্ত হইল এবং তাহা ডিস্‌মিস্‌ হইল। কিন্তু পরিশেষে বেণিমাধব দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইল এবং তৎপরে আনন্দ দাস ঐ মোকদ্দমার তৃতীয় ব্যক্তি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া ঐ মৌজার দাওয়া করিল তাহাতে বেণিমাধবের নামে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইল। অতএব আমার সহকারী অন্যান্য জজ সাহেবেরদের এই বিষয়ে মত জানিতে চাহি যে এই গতিকে বেণিমাধবের বিরুদ্ধে আনন্দ দাস যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা চূড়ান্ত কি না এবং বেণিমাধবের মহালের নীলাম অসিদ্ধ হইল ঐ ডিক্রী জারীকরা উচিত ছিল কি না এবং আনন্দ দাসের পক্ষে ক্ষমতা বিশিষ্ট আদালতের দ্বারা যাহা ডিক্রী হইয়াছিল এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল বেণিমাধবের ক্রুটি প্রযুক্ত ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছিল সেই বিষয়ে আপনার স্বত্ব স্থাপনের জন্যে তাহার নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল কি না। এই মোকদ্দমার সম্পর্কে আমি জজ সাহেবেরদের মত অন্য এক বিষয়েও প্রার্থনা করি তাহা এই। আনন্দ দাস উক্ত হুকুম ক্রমে ঐ মৌজা ফিরিয়া পাইবার জন্যে বেণিমাধবের নামে নালিশ করিলে সদর আমীন তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং বেণিমাধব তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিলে দৃষ্ট হইল যে আনন্দ দাসের মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের পর এবং ঐ মৌজা বেণিমাধবের দখলে থাকন সময়ে ঐ বেণিমাধব সেই মৌজার মালিক আপনাকে ধার্য্য করণার্থ আনন্দ দাসের নামে নালিশ করিয়াছিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে জিলার জজ সাহেব স্বদ্ধ বেণিমাধবের নালিশী আরজী দৃষ্টে এবং তাহা নিষ্পত্তি না করিয়া আনন্দ দাসকে উপস্থিত হইয়া ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দিতে নিয়মিত এত্তেলা না দিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে বেণিমাধবের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন কি না। এই বিষয়ে উক্ত ধারার যে কথা অর্শে তাহা এই " সাহেব আদালতের সাবেককে যে মোকদ্দমার বিচারের ভার ছিল সে সাহেবের বিচারে সে মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত আদালতের ডিক্রী কিম্বা আদালতের দপ্তরের নিদর্শন ক্রমে জানা গেল জিলা কি সহরের কোন আদালতে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না ,, তাহাতে প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে আনন্দ দাসের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা চূড়ান্ত এবং তাহা জারী করা উচিত

ছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে পশ্চিম দেশের আদালতের অভিপ্রায় পাইবার নিমিত্তে তথায় অর্পণ হইল।

ঐ তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে বিষয়ে কলিকাতার সদর আদালত এই পশ্চিম দেশের সদর আদালতের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা এই যে জজ সাহেবের সম্মুখে বেণিমাধবের দাওয়া উপস্থিত হইলে যদ্যপি জজ সাহেবের দৃষ্ট হয় যে নালিশের সেই হেতুতে আনন্দ দাস ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল এবং সদর আমীন ফরিয়াদীর পক্ষে তাহা ডিক্রী করিয়াছিলেন এবং ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সেই সময়ে জজ সাহেবের আদালতে ছিল এমত স্থলে বেণিমাধবের নালিশের বিষয়ে জজ সাহেবের কি কর্ত্তব্য। তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত কহিলেন যে জজ সাহেবের কাছারীর রোয়দাদের দ্বারা তিনি এই প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে আনন্দ দাস ইহার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল অতএব কলিকাতার সদর আদালতের জজ সাহেবের অধিকাংশের সঙ্গে এক পরামর্শ হইয়া তাঁহারা কহিতেছেন যে জজ সাহেব যে সম্বাদ পাইয়াছিলেন তৎক্রমে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার লিখিত বিধানানুসারে তিনি আসামীকে হাজির হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম না করিয়াও বেণিমাধবের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে পারেন।

ঐ বলরাম আপনার তালুকের মধ্যে যে এক মৌজা অন্যায় রূপে ভুক্তন করিয়াছিল তাহার দখল পাইবার এক ডিক্রী আনন্দ পাইয়াছিল সেই ডিক্রীর উপর বলরাম আপীল করিল কিন্তু বাকী রাজস্বের নিমিত্তে তাহার তালুক নীলাম হওয়াতে বলরাম আপন আপীলী মোকদ্দমা চালাইতে কসুর করিলে ঐ আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইল পরে বলরাম ঐ নীলাম অন্যথার হুকুম পাইলে নির্দ্ধার্য্য হইল যে আনন্দ নূতন মোকদ্দমা না করিয়া আপন ডিক্রীজারী ক্রমে ঐ মৌজার দখল পাইতে পারে।

১৮৩৬ সাল ১১ মার্চ্চ ১০০০ সংখ্যা।

যে জজ সাহেব গ্রেপ্তার করণের হুকুম দিয়াছেন কেবল তিনি আসামীর খালাসের হুকুম দিতে পারেন। যে জজ সাহেবের জিলায় ঐ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছিল তিনি সেই রূপ হুকুম দিতে পারেন না।

১৮৩৬ সাল ১২ ফিব্রুআরি ১০০১ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারাক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রকারে জাবেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব মোকদ্দমার

নালিশের আরজী সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেই রূপ এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া সেই মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব এবং অন্য সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পকাগজে কিম্বা সাদাকাগজে লিখিতে হইবেক।

ঐ উক্ত ১৪ ধারাতে একি বিষয় সম্পর্কীর এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক যে দুই মোকদ্দমার নালিশের হেতু একি এবং যে জজ সাহেব বা অন্ত বিচারক প্রত্যেক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত থাকেন কেবল তিনিই নিশ্চয় করিতে পারেন যে কোন২ মোকদ্দমাতে উক্ত বিধি খাটিতে পারে।

ঐ সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহা স্বতন্ত্র করিয়া নম্বর বিলি করিতে হইবেক এবং যদ্যপি দুই মোকদ্দমার ডিক্রী এককালে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দমা আলাহিদা মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করিয়া ডিক্রী করিতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ২৫ মার্চ্চ ১০০৪ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে মোকদ্দমার আপীল হইলে যে সদর পত্তনী তালুকের বিষয়ে কোন আপত্তি নাই এমত তালুকে ঐ পত্তনীদারের যে লাভ আছে তাহা উপযুক্ত জামিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে।

১৮৩৬ সাল ২০ মে ১০০৬ সংখ্যা।

বন্ধক দেওনিয়া খাতক এবং বন্ধক লওনিয়া মহাজনের মধ্যে যে বিরোধ হয় তাহাতে যদি দাঙ্গাহাঙ্গাম হওনের সম্ভাবনা হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং ঐ বন্ধকী খত রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার বিষয় কিছু আইসে যায় না।

১৮৩৬ সাল ২২ আপ্রিল ১০০৭ সংখ্যা।

সদর আদালত কোন এক জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ২৩ মার্চ্চ তারিখের পত্রে তিনি যে মোকদ্দমার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই মোকদ্দমা করনিয়ার বংশ যে পরগণার মধ্যে বাস করে সেই পরগণার চলিত হিন্দু শাস্ত্র যদি ঐ বংশের ব্যবহারের বিরুদ্ধ না হয় তবে সেই শাস্ত্রানুসারে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। যদি বিরুদ্ধ হয় তবে ঐ বংশের ব্যবহারানুসারেই নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। নীচের লিখিত মোকদ্দমা দৃষ্টি করিয়া তোমার বোধ হইবেক যে কোন বংশের মধ্যে

বিশেষ হইলে সেই বংশের নিবাস স্থানে যে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহার মতে সেই বিরোধের নিয়ত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে।

১৮৩৬ সাল ১৭ জুন ১০০৮ সংখ্যা।

এই২ প্রদেশের মধ্যে মৃত জমীদারের উত্তরাধিকারীর বিশেষ বিরোধ হইলে অনেক কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ধারণ করিয়া নানা দাওয়াদারের দাওয়ার বিষয়েতে তজবীজ করিয়া কোন২ গতিকে যে ব্যক্তির যে অংশের অধিকার বোধ হইল তাহাকে সেই অংশের দখল দেওয়াইয়াছেন। এই মত কর্ম্ম করাতে বিশেষতঃ ভূমির দখল দেও নেতে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া ছেন। সদর আদালত জানাইতেছেন যে এমত গতিকে রাজস্বের কার্য্য কারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ১৮০০ সালের ৮ আইনের ২১ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে সেই ধারাতে এইমত হুকুম আছে যে কোন মালগুজারী কি লাখেরাজ ভূমির উত্তরাধিকারীত্বক্রমে কোন ব্যক্তি পাইয়াছে কালেক্টর সাহেব ইহা শুনিবা মাত্র তাঁহার উচিত যে ঐ উত্তরাধিকারীত্বক্রমে ভূমি পাইয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্তে যে২ তজবীজ করণের আবশ্যক তাহা করেন এবং যদ্যপি বোধ হয় যে সেই রূপেতে কোন ব্যক্তি উত্তরাধি কারীত্বক্রমে ভূমি পাইয়াছে তবে তাহার নাম ইত্যাদি আপনার রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লেখেন। সদর আদালত বোধ করেন যে যদি কালেক্টর সাহেবদিগকে অবিকল এই বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হয় তবে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবেক।

ঐ এক্ষনে যে বিষয়ের বিবেচনা হইতেছে সেই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কি পর্য্যন্ত এলাকা আছে তাহার বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে তাহারদের উপদেশের নিমিত্ত যে সাধারণ নিয়ম হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে তাঁহারা সেই প্রকার বিষয়েতে সরাসরী মতে হাত দিবেন না এবং যদ্যপিও এই মত কোন বিষয় উপস্থিত হইতে পারে যে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত তথাপি জজ সাহেবের পত্রের ২৩ দফাতে যে সাধারণ কথা লেখা আছে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্মত হইতে পারেন না সেই সাধারণ কথা এই যে কোন ভূম্যধি- কারীর নানা দাওয়াদার থাকিলে তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি দখল না পাইয়া থাকে তবে এই প্রযুক্ত প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী আদালতের হস্ত ক্ষেপ করিতেই হইবেক। কিন্তু আইনের বর্ত্তমান অবস্থা থাকিতে প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাব গতিক বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবেক অতএব দেও য়ানী আদালতের উপদেশের নিমিত্ত সরকুলর অর্ডরের দ্বারা আর কোন

নূতন নিয়ম করা উচিত বোধ হয় না যেহেতুক ঐ জজ সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত ক্রমে কিম্বা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে ঐ বিষয়েতে যাহারদের ক্ষতি বৃদ্ধি আছে তাহারদের দরখাস্ত ক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন।

১৮৩৬ সাল ৩ জুন ১০১০ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যখন নানা ওজরদারের দাওয়া ও ওজর ক্রমে ডিক্রী হওয়া টাকা উসুলের বিলম্ব হয় তখন তাহার সুদ কাহার শিরে পড়িবেক। এমত গতিকে ডিক্রীদারের সমস্ত টাকা উসুল হওনের বিলম্বের অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহা প্রায় কহা যাইতে পারে না অথচ তাহার স্বজনগণ ও অধীন ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাহার কারসাজী করাতে এই রূপ বিলম্ব বারম্বার হইতেছে যেহেতুক ভূমি নীলামের ইশ্‌তিহার হইলেই সেই প্রকার কোন এক ব্যক্তি দাওয়াদার উপস্থিত হয় তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি সুদ দিতে হুকুম করিলে অযথার্থ হয় পক্ষান্তরে ডিক্রীর তাবৎ টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার অধিকার আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের বিবেচনায় যে দাওয়া দারের ওজর স্পষ্টতঃ ফেরেবি করিয়া অথবা কেবল ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে হইয়াছে কিম্বা অমূলক বোধ হয় সেই দাওয়াদারকে সেই টাকার সুদ দিবার হুকুম দিতে পারেন। সেই হুকুমের উপর সুতরাং সদর আদালতে আপীল হইতে পারে।

১৮৩৬ সাল ৮ জুলাই ১০১৪ সংখ্যা।

দেওয়ানী নালিশ ক্রমে যদি দৃষ্ট হয় যে যে জামিনীর মুক্ত কিম্বা মাত-বরীর বিষয় তদারক করিয়া রিপোর্ট করিতে ফৌজদারী আদালতের নাজীরের প্রতি হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয়ে তিনি জানিয়া শুনিয়া কিছু মিথ্যা কহিয়াছেন এবং তাঁহার এই রূপ মিথ্যা কহাতে কিছু ক্ষতি হইয়াছে তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের বিবে-চনা ক্রমে ঐ নাজীর সেই ক্ষতির টাকা পূর্ণ করণের যোগ্য হইবেন।

১৮৩৬ সাল ২৪ জুন ১০১৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বংশী আনন্দের জামিন হইলে যদি তিনি জামিনী খতে লেখেন যে আমি অমুক২ তালুকের জমীদার কিন্তু সেই খতের মধ্যে যদি না লেখেন যে এই কর্জ্জের নিমিত্তে ঐ তালুক

আমি বন্ধক রাখিলাম তবে জামিনীর ঝুঁকী তাহার উপর থাকিতে তিনি সেই ভূমি হস্তান্তর করিতে পারেন।

১৮৩৬ সাল ৮ জুলাই ১০২১ সংখ্যা।

দেওয়ানী হুকুম ক্রমে ও দেওয়ানী জেলখানায় যে ব্যক্তিরা কয়েদ থাকে তাহারদের উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব আছে এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জিলার জজ সাহেবের মধ্যে বিরোধ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ কয়েদী ব্যক্তিরদের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন কথা বার্ত্তা কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহেবের দ্বারা তাহা করিতে হইবেক এমত হুকুম দেওনের কোন ক্ষমতা ১৮২৬ সালের ৩ আইনের বিধির দ্বারা জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় নাই।

ঐ কিন্তু সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ আইনের ৬ ধারানুসারে ঐ কয়েদীরদের সঙ্গে জজ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি না লইয়া তাহা করিতে পারেন।

১৮৩৬ সাল ৮ জুলাই ১০২৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে প্রধান সদর আমীনেরা মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল শুনিবারং ক্ষমতা পাইয়াছেন তাঁহারা কোন মোকদ্দমা ছানি তজবীজের নিমিত্তে মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন। যদ্যপি ঐ প্রধান সদর আমীনের এই মত বোধ হয় যে মুনসেফ কোন মোকদ্দমা অসঙ্গত মতে ননস্যুট করিয়াছেন তবে তাঁহার উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে ফিরিয়া দিয়া পরামর্শ দেন যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে এবং তাহার দোষগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম দেওয়া যায়।

১৮৩৬ সাল ৮ জুলাই ১০২৪ সংখ্যা।

আপীলের সময়ে জামিনীর বদলে আপেলাণ্টেরদিগকে আপন২ ভূমি অর্পণ করিতে বা বন্ধক দিতে কোন২ আদালতে অনুমতি আছে কোন২ আদালতে নিষেধ আছে। তাহাতে সদর আদালত এই অনিশ্চিত ব্যবহারের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া জানাইতেছেন যে হাজিরজামিন ও মালজামিনের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা অথবা প্রমিসরিনোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ আমানৎ করণের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৮ ধারাতে হুকুম আছে কিন্তু তাহাতে ভূমি অর্পণ করণের বিষয়ে কিছু লেখা নাই তাহাতে সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপেলাণ্টকে আপনার ভূমি এই রূপ অর্পণ করিতে অনুমতি দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে অন্যায় হয় যেহেতুক তাহার যত

জামিনী পাওয়া সম্ভব তাহাতে তত পাওয়া হয় না কেননা যদ্যপি আপে-লাণ্ট পরাজিত হয় তবে তাহার ভূমি বিক্রয়ের দ্বারা রেস্পাণ্ডেণ্ট সর্ব্বদা আপনার ডিক্রী প্রথমে জারী করিতে পারে। আপেলাণ্ট উক্ত প্রকারে আপনার ভূমি জামিনীর বদলে অর্পণ করিলে সেই ভূমিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের কিছু অধিক এখ্‌তিয়ার হয় না অথচ অন্য ব্যক্তি আপনার ভূমি জামিনী স্বরূপ দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের যে উপকার হইত তাহা হয় না অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে জামিনীর বদলে আপেলাণ্টকে আপনার ভূমি বন্ধক দিতে বা অর্পণ করিতে অনুমতি দেওয়া অনুচিত এবং এমতও হইতে পারে যে তাহা আইন সিদ্ধ নহে।

১৮৩৬ সাল ৪ আগষ্ট ১০২৫ সংখ্যা।

জিলার এক জন জজ সাহেব ৫০০০০ টাকার সংখ্যার অথবা মূল্যের এক মোকদ্দমার ডিক্রী করিলেন তাহাতে পরাজিত ব্যক্তি ঐ ডিক্রীর উপর যোত্রহীন মতে সদর আদালতে আপীল করিতে দরখাস্ত করিল কিন্তু ঐ সদর আদালত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট হেতু প্রযুক্ত সরাসরী হুকুমের দ্বারা ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন কিন্তু যোত্রহীন ভিন্ন অন্য লোকদিগের বিষয়ে আপীলের মোকদ্দমার অর্থে আইনেতে যেমত২ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ মতে কার্য্য করিয়া আপনার মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি দিলেন। এক্ষণে সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের যে সরাসরী হুকুম তাঁহারা করিলেন তাহার উপর ইংলণ্ড দেশের শ্রীযুত বাদশাহের কৌন্সেলের হুজুরে আপীল হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালত কোন এক মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া এবং যোত্রহীনতার বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া যোত্রহীন রূপে আপীল করণের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং সদর আদালত তৎসময়ে কহিয়াছিলেন যে তাঁহারদের ঐ বিষয়ের হুকুম চূড়ান্ত জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং ঐ মোকদ্দমার কাগজের নিম্নভাগে এমত কথা লেখা ছিল যে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণের এমত অর্থ করিয়াছেন যে আপীল আদালত আপন বিবেচনা মতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারেন এবং তাহার উপর কোন খাস আপীল হইতে পারে না। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে উপরের উক্ত প্রকার গতিকে তাঁহারা যে হুকুম দেন তাহার বিষয়ে সেই নিয়ম চলিবেক এবং উক্ত প্রকার হুকুমের উপর শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডের বাদশাহের কৌন্সেলের হুজুরে আপীল হইতে পারে না।

১৮৩৬ সাল ২৯ জুলাই ১০২৭ সংখ্যা।

নীলামের পূর্ব্বে জজ সাহেবের নিকটে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া বা ওজর হইলে এবং জজ সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিলে তাঁহার হুকুমের তারিখ অবধি তিন মাস পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে হইবেক।

ঐ সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ডিক্রী জারী করণেতে নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিবার বিষয়ে তুমি যাহা ঠাহরাইয়াছ তাহা যথার্থ বটে এবং ঐ টাকার বিষয়ে আদালতের যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা সদর আদালত এইক্ষণে সংক্ষেপ রূপে জানাইতেছেন।

ঐ যদি ঐ ওজর নীলামের পর জিলার জজ সাহেবের নিকটে করা যায় এবং তিনি তাহা নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখেন তবে ঐ ওজর যে তারিখে জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখ অবধি ঐ টাকা তিন মাস পর্য্যন্ত আদালতে আমানৎ রাখিতে হইবেক।

ঐ কিন্তু যদি নীলামের পূর্ব্বে কোন দাওয়া না করা যায় তবে ঐ নীলাম ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইতে পারে এবং যদি নীলামের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে কোন ওজর না করা যায় তবে ঐ সময় অতীত হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৩৬ সাল ২৯ জুলাই ১০২৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাজস্বের কর্ম্মকারেরদের সরাসরী ফয়সালা অন্যথা করিবার নিমিত্তে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারায় নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের নিরূপিত নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ১২ আগষ্ট ১০৩২ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছিলেন যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে অন্যান্য আপেলাণ্টেরদের যে রূপ মালজামিন দিতে হয় সেই রূপে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন আপেলাণ্টেরদেরও জামিনী দিতে হইবেক অর্থাৎ আপীলের আসল খরচার বাবৎ সিক্কা ৫০০০ টাকা এবং চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষীয় আইনের ৪১ অধ্যায়ের ২২ ধারার বিধির অনুসারে শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের আপে-

লাণ্টের তরফে আপীল নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাঁহারদের যে খরচ লাগিবেক তাহার বাবৎ সিক্কা ৫০০০ টাকা।

১৮৩৬ সাল ১২ আগষ্ট ১০৩৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী হুকুমের সামান্য প্রকারে বাধকতা করণের মোকদ্দমা জজ সাহেব আপনি ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করেন এবং কেবল যে গতিকে এমত দাঙ্গা হইয়াছে যে তাহা শান্তি ভঙ্গের অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে কেবল সেই বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিবেন।

১৮৩৬ সাল ১২ আগষ্ট ১০৩৫ সংখ্যা।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হাজারীবাগে নিযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে কোন ইউরোপীয় আসামী যদি নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আপনার সওয়াল জওয়াব ও দরখাস্ত পারসী অথবা এদেশীয় ভাষায় লিখিয়া দাখিল করেন তবে তাহার তরজমা ইংরেজী ভাষায় করিয়া ইষ্টাম্পে না হওয়া কাগজে দাখিল করিতে পারেন। এবং তাঁহার প্রতি যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহা আদালতের চলিত ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষাতে হইবেক। সদর আদালত আরো বিধান করিলেন যে আসামীকে কাগজপত্রের তরজমা দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে নহে আসামীর উচিত যে ঐ তরজমা করিবার নিমিত্তে কোন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে।

ঐ কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ইউরোপীয় সাহেবেরদের জোবানবন্দী ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবেক এবং প্রধান আসিষ্টাণ্ট তাহার পারসী ভাষায় তরজমা করিয়া ঐ ইংরেজী জোবানবন্দীর সঙ্গে রাখিবেন।

১৮৩৬ সাল ১২ আগষ্ট ১০৩৬ সংখ্যা।

একজন দরখাস্তকারীর মহাল ১৮০৩ সালে নীলাম হইল। সেই ব্যক্তি ঐ নীলামের বিষয়ে আপত্তি করিল কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের স্থানে কিছু প্রতিকার না পাইয়া ১৮০৭ সালে প্রবিন্স্যল আদালতে দরখাস্ত করিল এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে রেবিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিতে কহিলেন। ১৮০৭ সালের ১০ বৎসরের পরে ঐ ব্যক্তি বোর্ডে দরখাস্ত করিল এবং বোর্ডের সাহেবেরা ১৮১৮ সালের ১৭ ফিব্রুআরি তারিখে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দিলেন। ১৮২৯ সালের

৫ ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ এগার বৎসর ও প্রায় দশ মাস অতীত হইলে সেই ব্যক্তি জিলা বেহারে মোকদ্দমা করিল। জিলার জজ সাহেব কহিলেন যে মিয়াদের বিধান ক্রমে এই মোকদ্দমা নিবারণ আছে এবং তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ডিস্‌মিসের হুকুম বহাল রাখিলেন। পরে মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত হইলে ইহা উত্থিত হইল যে যে তারিখে বোর্ডের সাহেবেরা দরখাস্তকারীকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কহিলেন সেই তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে তাহার নালিশ করণের স্বত্ব বজায় থাকিল বোধ করিতে হইবে কি যে তারিখে প্রবিন্স্যাল আদালত তাহাকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখ অবধি বারো বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সকল জজ সাহেব বিধান করিলেন যে মিয়াদের সাধারণ বিধানানুসারে তাহার দাওয়ার বিচার হইতে পারে না।

১৮৩৬ সাল ১০ আগষ্ট ১০৩৭ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হওনার্থে প্রধান সদর আমীনের নিকটে ফিরিয়া পাঠান তাহার বিচার করিয়া ঐ প্রধান সদর আমীন সকল আদালতের খরচা যে রূপে যথার্থ বোধ হয় সেই রূপে বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর দিতে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হুকুমের উপর সুতরাং আপীল হইতে পারে।

১৮৩৬ সাল ১৯ আগষ্ট ১০৩৮ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের জজ সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে কলিকাতার সদর আদালত বেপটন সাহেবকে ইহা জ্ঞাত করিতে প্রস্তাব করিতেছেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে জজ সাহেবের ভার প্রাপ্ত আসিষ্টান্টের উচিত কর্ম্মের নির্ণয় করণের যে নিয়ম ১৮৩৫ সালের ৬ ফিব্রুআরি তারিখে হয় তাহার ১ দফার শেষ কথার অনুসারে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল তাহা জারী করা স্থগিত করিতে পারেন কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইল তাহার স্থানে নিয়মিত জামিন লইতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ১৯ আগষ্ট ১০৩৯ সংখ্যা।

১৮২৭ সালের ৫ আইনের হেতুবাদে যে কথা লেখা আছে তাহা সাধারণ। অতএব যেমন মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে সেই আইন খাটে সেই রূপ লাখেরাজ ভূমির বিষয়েও খাটে। অতএব যখন লাখেরাজ ভূমি ক্রোক

করিতে হয় তখন কালেক্টর সাহেবকে চিঠির দ্বারায় তাহা ক্রোক করিতে হুকুম দিতে হয়।

১৮৩৬ সাল ৫ আগষ্ট ১০৪০ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কোন এক জমীদারী বা তালুক বা ভূমি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীর যে পৈতৃক স্বত্ব আছে কেবল তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি প্রথমে দাওয়া করিয়া অন্য জমীদারীর কোন অংশে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে তৎপরে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি না এবং পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে উত্তরাধিকারীরদের যে দাওয়া থাকে সেই তাবৎ দাওয়া একি মোকদ্দমায় তাহারদের উপস্থিত করিতে হইবেক কি তাহারা এক সময়ে স্থাবর বস্তুর বিষয়ে অন্য সময়ে অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উত্তরাধিকারীদের বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদয় দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ১৯ আগষ্ট ১০৪২ সংখ্যা।

সাদির কার্য্য এবং শরার লিখন মাফিক অপর সকল দিনের ক্রিয়া কোন কাজীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইলে কাজী সেই স্থানের নিমিত্তে বিশেষরূপে মোকরর না হইলেও তাহা মাতবর ও আইন সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে এলাকার মধ্যে ভূমি থাকে সেই এলাকার নিযুক্ত কাজীর দ্বারা যদি দলীল দস্তাবেজ তৈয়ার না করা যায় এবং তাহাতে মোহর না হয় এবং রেজিষ্টরী বহীতে নকল না হয় তবে তাহা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না।

ঐ পরগণার কাজী আপনার পদের যে রসুম আপনার হক বোধ করেন তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারেন কিন্তু এই প্রকার দাওয়া কি পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় করিবেন যেহেতুক ইহা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ৮ ধারানুসারে স্বেচ্ছামতে ও খুসীতে কেহ যাহা দেয় কেবল তাহাই তাঁহারা লইবেন।

১৮৩৬ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর ১০৪৬ সংখ্যা।

তোমার পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আদালত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের বিধি দেখিতে তোমাকে হুকুম করিয়া এই বিধান করিতেছেন যে ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমার যে মূল্য ধরিয়াছে তাহাতে আসামীর যে কোন ওজর থাকে তাহা সাধারণতঃ আরজীর জওয়াবে লিখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব যেমত সরা

সরী তহকীক করা উচিত বোধ করেন সেইমত তহকীক করিয়া যদি সেই মুল্য কম বোধ হয় এবং তাহাতে যদি কোন প্রতারনা না দেখা যায় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে তাহাকে দ্বিতীয় এক আরজী দাখিল করিতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু জজ সাহেবের এই হুকুম সরাসরী অথবা জাবেতামত আপীল ক্রমে আপীলী ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা মতান্তর অথবা রদ হইতে পারে। এমত কখন কখন হইতে পারে যে অধস্থ আদালতে ফরিয়াদী আপনার সম্পত্তির যে মুল্য ধরিয়াছিল তাহাতে যদ্যপি আসামী কোন ওজর না করিয়া থাকে তথাপি যে আদালতে আপীল হয় সেই আদালতের উচিত যে ঐ মূল্য যদি কম বোধ হয় তবে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দেন।

১৮৩৬ সাল ২৩ সেপ্টেম্বর ১০৪৭ সংখ্যা।

সদর আদালত বোধ করেন যে যে ভূমির পূর্ব্বে খরিদ করণের হকের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি মালগুজারীর ভূমি ও সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার মূল্য ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফ সীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিত মতে সদর জমার তিনগুন ধরিতে হইবেক এবং যদি লাখেরাজ ভূমি হয় তবে মোকদ্দমার মূল্য সালিয়ানা খাজানার আঠারোগুন ধরা যাইবেক যদি তাহা মালগুজারীর ভূমি হয় কিন্তু সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ না হয় ও তাহার জমা ধার্য্য না হইয়া থাকে তবে ঐ ভূমি যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে মূল্য ধরা যাইবেক।

১৮৩৬ সাল ৩০ সেপ্টেম্বর ১০৪৮ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উভয় বিবাদীর দাওয়া সম্বাদের দ্বারা অথবা ডিক্রীজারী করণ ক্রমে কিম্বা ডিক্রী জারী করণের পর কোন মুৎফরক্কা কার্য্য ক্রমে যদি আমার এমত জ্ঞাতসার হয় যে অধস্থ আদালতের বিচারকের ডিক্রীতে কোন বেদাঁড়া কি বেআ ইনী কর্ম্ম হইয়াছে তবে তাঁহারদের ঐ ডিক্রী আমি অন্যথা করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে বেদাঁড়া কিম্বা বেআ-ইনী কর্ম্ম হওন প্রযুক্ত তুমি অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী সরাসরীমতে অন্যথা করিতে পার না কিন্তু তোমার উচিত যে সেই বিষয়ে যাহারদের লাভালাভ আছে তাহারদিগকে সেই বিষয়ে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলেও আপীল করণের হুকুম দেয়।

১৮৩৬ সাল ১১ নবেম্বর ১০৪৯ সংখ্যা।

কিন্তু ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের শেষ ভাগ ১৮২৫ সালের ৬ আইনের দ্বারা রদ হয় নাই। ঐ শেষোক্ত আইনের দ্বারা কেবল রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। এবং পোলীসের আমলারদিগের নিকটে এই মত গতিকে দরখাস্ত হইলে তাঁহারদের যে প্রকার সাহায্য করিতে হইবেক এই বিষয়ে ১৮০৬ সালের ১১ আইনের বিধির কিছু খর্ব্বতা হয় নাই।

যে ফৌজ গমন করিতেছে তাহারদের জন্যে সকল প্রকার গাড়ী তাহা নিজ ব্যবহারের গাড়ী হউক কি ভাড়ার গাড়ী হউক তাহা লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে গাড়ী ভাড়ার জন্যে রাখা গিয়াছে তাহা অগ্রে লইতে হইবেক এবং যে গতিকে নহিলে নয় কেবল সেই গতিকে নিজ ব্যবহারের জন্যে রাখা গাড়ী লইতে হইবেক।

যে সেনাপতি সাহেব ফৌজ অথবা ফৌজের দলের সঙ্গে গমন করিতেছেন না অথবা তাহার সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত নহেন তাঁহারদের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেশ দিয়া অন্য যে কোন ব্যক্তি সরাসরী কার্য্যে বা আপনার নিজ কার্য্যে গমন করিতেছেন তাঁহার জন্যে যে গাড়ী ভাড়ার জন্যে রাখা যায় তাহা লইতে হইবেক এবং যে গাড়ী লোকেরা নিজ ব্যবহারের জন্যে রাখে অথবা যে গাড়ী কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহা লওয়া যাইবেক না।

যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্যে যে রম শরাব অথবা অন্য জিনিসের আবশ্যক আছে সেই জিনিস কোন ফৌজের সঙ্গে পাঠান না যায় অথবা যদি তাহারদের গমনের সময়ে তাহারদের ব্যবহারের জন্যে আবশ্যক না হয় তবে সরকারী কর্ম্মকারকেরা তাহা বহিবার জন্যে গাড়ী ধরিতে পারেন না এবং তাহারা সরকারী এমারতের জন্যে কোন ব্যক্তিকে বেগার ধরিতে পারেন না।

১৮৩৬ সাল ৩০ সেপ্টেম্বর ১০৫০ সংখ্যা।

মুনসেফেরা কোন আসামীর সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থে আপনারদের সিরিশ্তার কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেন। কিন্তু উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেব যদি মুনসেফকেই সেই কর্ম্ম করিতে হুকুম দেন তবে আমলাকে পাঠাইতে পারেন না।

১৮৩৬ সাল ১০ আক্টোবর ১০৫১ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ১১ আইনে এইমত হুকুম আছে যে কোন ব্যক্তির আপনার জন্মস্থান অথবা বংশ প্রযুক্ত কোন কোন আদালতের এলাকা ছাড়া হইবেন

না কিন্তু আপনার পদের উপলক্ষে যে ব্যক্তি ঐ ঐ আদালতের এলাকা ছাড়া ছিলেন তিনি ঐ আইনানুসারে ঐ আদালতের অধীন হন নাহি অতএব যে আদালত সম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা আপনারদের পদ সম্পর্কে যে ক্ষতি করণের বিষয়ে অভিযোগ হইয়াছিল সেই ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে যদ্যপি ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তাঁহারা ঐ আইনের নির্দ্ধারিত আদালতে দেওয়ানী নালিশের যোগ্য ছিলেন না তবে ঐ আইন জারী হওনের পর তাঁহারদের নামে সেই আদালতে নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮৩৬ সাল ১১ নবেম্বর ১০৫২ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের সমস্ত কাগজ সিরিশ্‌তায় দাখিল হওনের পরে যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়া হইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা তাহারদের কসুরে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয় তবে উভয় বিবাদীর উকীলেরা ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারানুসারে নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক পাইতে পারেন কিন্তু যদি কেবল জওয়াব সিরিশ্‌তায় দাখিল হইলে পর ফরিয়াদী দাওয়া হইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা কসুর প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হয় তবে উকীলেরা নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক পাইতে পারেন না।

১৮৩৬ সাল ১৪ আক্টোবর ১০৫৪ সংখ্যা।

বীরভূমের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে মুনসেফেরদের ডিক্রীজারী ক্রমে ক্রোক হওয়া লাখেরাজ ভূমির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই।

১৮৩৬ সাল ২৫ নবেম্বর ১০৫৫ সংখ্যা।

মুনসেফের ডিক্রীজারী করণেতে জজ সাহেব যে হুকুম দেন তাহা যদ্যপিও চূড়ান্ত তথাপি যে গতিকে মুনসেফ আপনার ডিক্রীতে সুদ দেওনের বিষয়ে লিখিতে ত্রুটি করিলেন এবং ডিক্রীদার ১৮৩৯ সালের ১১ সেপটেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডর ক্রমে ঐ ত্রুটি সংশোধন করিবার দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকটে করিল এবং জজ সাহেব সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন সেই গতিকে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জজ সাহেব এই বিষয়ে যে হুকুম করিলেন তাহা তাঁহারি হুকুম এবং অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীল ক্রমে করা যায় নাই অতএব সদর দেওয়ানী আদালত সেই হুকুমের উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন

এবং হয় জজ সাহেবকে সুদ দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন নতুবা জজ সাহেবের ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া ঐ সরকুলর অর্ডর অনুসারে নূতন হুকুম দিতে পারেন।

১৮৩৬ সাল ২১ আক্টোবর ১০৫৬ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যে সকল ডিক্রী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম হইয়াছে যদি টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখ সেই ডিক্রীতে থাকে তবে তাহার ডিক্রীদার জনাজাত অংশাংশীমতে ডিক্রীর টাকা পাইবেক কিন্তু যদ্যপি ডিক্রীর সম্পত্তি অগ্রে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই বন্ধক লওনিয়া ব্যক্তির দাওয়া অন্যান্য দাওয়াদারেরদের অগ্রে পরিশোধ করিতে হইবেক।

১৮৩৬ সাল ১১ নবেম্বর ১০৫৭ সংখ্যা।

এই দুই বিষয়ে সন্দেহ হইল। প্রথম। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হওয়াতে ঐ জজ সাহেব যে ফয়সলা করেন তাহার উপর খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে হইলে এবং ঐ সদর আদালতের দ্বারা তাহা নামঞ্জুর হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন হুকুমের পুনর্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল মঞ্জুর না হওয়াতে ঐ জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আপনার ডিক্রীর পুনর্বিচার করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়। ১৮৩৬ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ক্রমে তাঁহারা জিলার জজ সাহেবের আসল ডিক্রী বহাল রাখিলে যদি পুনর্বিচারের দরখাস্ত হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন হুকুমের পুনর্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সদর আদালত জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাখিলে সেই বহালী হুকুম ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ডিক্রীর পুনর্বিচার কেবল সদর আদালত করিতে পারেন।

ঐ এক মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার

জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইল তাহার নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত হইল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এমত গতিকে জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অবস্থায় আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলে সদর আদালত অনুমতি দিতে পারেন।

১৮৩৬ সাল ২১ আক্টোবর ১০৫৮ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সম্মতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিল হওয়া কাগজপত্র দলীল দস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল নালিশ অথবা জাবেতা মত কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যে রূপ হইত সেই রূপে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৫ প্রকরণের বিধি মতে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।

১৮৩৬ সাল ২ ডিসেম্বর ১০৫৯ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৪ ধারা ১৮১২ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে বটে কিন্তু ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে নানা দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে পাট্টা চাতুরীক্রমে হইয়াছে এমত মনপ্রত্যয় হয় সেই পাট্টা বাতিল করেন যে ব্যক্তি তাঁহার ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় সে ব্যক্তি সরাসরী মতে সদর আদালতে আপীল করিতে পারে অথবা তাহার যে স্বত্ব আছে কহে তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে পারে।

ঐ আদালত ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি যে কোন পাট্টা দিয়া থাকে তাহা যদি চাতুরীক্রমে দেওনের হৃদ্বোধ প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালত সরাসরী তজবীজক্রমে তাহা রদ করিতে পারেন। এবং যে যে ব্যক্তি আদালতে ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় তাহারা সরাসরীমতে আপীল করিতে পারে অথবা আপনারদের কথিত স্বত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্যে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারে।

১৮৩৬ সাল ৯ ডিসেম্বর ১০৬১ সংখ্যা।

জরিপের কাগজ পত্র দলীল দস্তাবেজের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহা মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া চাতুরী করিয়া চালায় অথবা প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা জারী করে কিম্বা জারী করিতে উদ্যত হয় সেই

ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে সেই ব্যক্তি ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

১৮৩৬ সাল ১৬ ডিসেম্বর ১০৬২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করণের ভার যদি জিলার জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে ঐ জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে খালাস করিতে পারেন।

১৮৩৬ সাল ২৩ ডিসেম্বর ১০৬৩ সংখ্যা।

বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব লিখিলেন যে যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমার হাজির জামিনী পত্র ইষ্টাম্প না হওয়া দেশীয় কাগজে লইতে এই আদালতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় যে কাগজ পত্র ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিবার অনুমতি আছে তাহার মধ্যে সেই প্রকার হাজির জামিনী পত্র নাহি অতএব ঐ ব্যবহার বেদাঁড়া বোধ হইতেছে এই প্রযুক্ত ঐ বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম প্রার্থনা করি তাহাতে দেওয়ানী আদালত এই উত্তর করিলেন যে বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব যে হাজির জামিনী পত্রের বিষয় লেখেন সেই প্রকার পত্র বর্জ্জিত হয় নাহি অতএব শাদাকাগজে লিখিত সেই প্রকার জামিনী পত্র লইবার যে ব্যবহার তাহার জিলার মধ্যে হইতেছে তাহা আইনের বিরুদ্ধ এবং তাহা মৌকুফ করিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ১৭ ফিব্রুআরি ১০৬৬ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের ডিক্রী পাঠান গিয়া থাকে এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যে আদালতের ডিক্রী যে বিধির অনুসারে জারী হয় সেই বিধির অনুসারে ঐ ডিক্রী জারী করেন এবং তাঁহারদের হুকুম বা কার্য্যে যাহারা নারাজ হয় তাহারা চাহিলে রীতি মত আপীল করিতে পারে।

ঐ সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে খরচা ও ওয়াশীলাৎ দেওনের বিষয়ে তোমার পত্রের ৫ দফাতে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন।

ঐ কিন্তু শ্রীল শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্প

ত্তির কথা বিবেচনা করিয়া সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নিষ্প-
ত্তির অভিপ্রায় এই জ্ঞান করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতে
ডিক্রী না হইলে বাদী প্রতিবাদীরা যে অবস্থায় থাকিত সেই অবস্থায়
তাহারদিগকে রাখিতে হইবেক। অতএব ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের
সরকুলর অর্ডরের নিয়মানুসারে ডিক্রীদার নূতন মোকদ্দমা না করিয়া
সদর আদালতের হুকুম ক্রমে যে সকল ওয়াশীলাৎ ফিরিয়া দিয়াছিল
তাহা এবং তৎপরে যতকাল বেদখল ছিল তত কালের ওয়াশীলাৎ ও
তাহার সুদ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডে-
ণ্টের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক। এবং ডিক্রীজারী করণের সময়ে ডিক্রীদার-
কে তাহা দেওয়াইতে জিলার আদালতের ক্ষমতা আছে।

১৮৩৭ সাল ৬ ডিসেম্বর ১০৬৭ সংখ্যা।

চাটিগাঁ জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদা-
লত বিধান করিলেন যে জমীদার যদি ভূমির খাজানার বিষয়ে নালিশ করে
এবং যদি আসামী কহে যে নিষ্কর সনদ ক্রমে আমি এই ভূমি পাইয়াছি
এবং তাহাতে আমার মালিকী স্বত্ব আছে তবে সেই প্রকার নালিশ ১৮১৯
সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ
হইতে পারে না কিন্তু তাহা সীমাসরহদ্দের বিরোধ জ্ঞান করিয়া সামান্য
রূপে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৩৭ সাল ২৭ জানুআরি ১০৬৯ সংখ্যা।

তোমার গত ১৪ নবেম্বর তারিখের পত্রের এই উত্তর সদর আদা-
লতের সাহেবেরা দিতেছেন যে মুনসেফের নামে যে সকল দোষ ও
অপরাধের বিষয়ে অপবাদ হয় তাহার বিষয় তহকীক করিয়া যদ্যপি সেই
সকল অপবাদ সত্য বোধ হয় তবে তোমার উচিত যে ১৮১৪ সালের ২৩
আইনের ১০ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি সেই বিষয় অর্পণ
করিয়া সরকারী উকীলকে সরকারের তরফ হইতে নালিশ চালাইতে হুকুম
দেও এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইন মতে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

১৮৩৭ সাল ২৭ জানুআরি ১০৭০ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আদালতের আসল রোয়দাদী
কাগজ বাজেয়াপ্তি কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদিগকে সামান্যতঃ জিলার
জজ সাহেবের দিতে নাই কিন্তু স্পেসিয়ল কমিস্যনর ও ডেপুটি কালে
ক্টরদিগকে ঐ জজ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে তোমরা যদি ঐ
সকল কাগজ নকল করণের খরচ দিতে স্বীকৃত হও তবে তাহার নকল
তোমারদিগকে দিব। কিন্তু কোন গতিকে আসল রোয়দাদী কাগজ অথবা

তাহার সঙ্গে অন্যান্য যে কাগজপত্র দাখিল করা গিয়াছিল তাহা যদি না দেখিলে নহে তবে ঐ কাগজপত্র তাঁহারদের নিকটে পাঠাওনের পূর্ব্বে তাহার এক নকল করিয়া রাখিবা এবং তাহাতে আদালতের মোহর ও আপনার দস্তখৎ করিবা এবং তাহার নকল করণের খরচ রাজস্বের কর্ম্ম কারকের শিরে দেওন হইবেক।

১৮৩৭ সাল ৩ ফিব্রুআরি ১০৭২ সংখ্যা।

জমীদারের কোন গ্রাম বা ভূমি দিয়া সরকারী যে রাস্তা যায় তাহা মেরামৎ করিতে ঐ জমীদার বা অন্য ভূম্যধিকারীরদিগকে হুকুম করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা নাই।

১৮৩৭ সাল ১০ ফিব্রুআরি ১০৭৩ সংখ্যা।

কোন মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার নিমিত্তে কোন আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠান গেলে যদি কোন বিশেষ বিষয় বা বিষয় সকলের তজবীজ করণের কোন বিশেষ হুকুম না দেওয়া যায় তবে সমস্ত মোকদ্দমার গোড়া অবধি নূতন বিচার করিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ২১ ফিব্রুআরি ১০৭৫ সংখ্যা।

কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবকে তাহার পদোপলক্ষে অনুপযুক্ত মতে আসামী করিলে যদি সেই মত কর্ম্ম করণেতে ফরিয়াদীর কোন মন্দ অভি-প্রায় বোধ না হয় তবে আদালতের উচিত যে ঐ ফরিয়াদীকে ননস্যুট করণের পূর্ব্বে তাহাকে অবশেষ আরজী দাখিল করিতে এবং কালেক্টর সাহেবের নাম উঠিয়া লইতে অনুমতি দেন।

১৮৩৭ সাল ২৪ ফিব্রুআরি ১০৭৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি কেবল মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন তাহার উপর আপীলের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে। অতএব ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণ ক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন তাহার উপর আপীল হইলে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে বিধি চলন ছিল সেই বিধির অনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৩৭ সাল ২৫ মার্চ্চ ১০৭৭ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ৯০ নম্বরী আইনের অর্থে যে গতিকে অধস্থ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই গতিকে আপীল আদালতের সেই ভূমির দখল পুনর্ব্বার আপেলাণ্টকে দেওয়াইবার ক্ষমতার বিষয় লেখে তাহাতে সুতরাং এমত বোধ হইতে পারে যে

তদ্বিষয়ে অধস্থ আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইবার যে হুকুম দিয়াছিলেন আপন বিবেচনামতে আপীল আদালতের হুকুম পাইবার অপেক্ষায় উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত সেই হুকুম জারী করণের বিলম্ব করিতে পারেন। এবং যে প্রকরণের বিষয় এই ক্ষণে বিবেচনা হইতেছে তাহার দ্বারা যে গতিকে এমত কার্য্য করা উচিত বোধ হয় সেই গতিকে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক সেই রূপ কার্য্য করণের নিষেধ নাই।

ঐ জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আইনানুসারে যে মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার যদি ডিক্রীদার আপীল করণের মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাহে তবে শেষ ডিক্রীর হুকুম মানিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে আদালতের মালজামিনী অবশ্য তলব করিতে হইবেক কি না যেহেতুক এই আদালতের মধ্যে সেই রূপ মালজামিনী তলব হইতেছে না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থে এই অধ্যায়ের (২৬৭) নম্বরী বিধানে এই বিষয়ের প্রচুর হুকুম লেখা আছে এবং আইনের ঐ অর্থ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের কিম্বা তাহার পরে হওয়া কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই এমত তাঁহারদের বোধ আছে অতএব তদনুসারে নিয়ত কার্য্য করিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ১০ মার্চ্চ ১০৭৮ সংখ্যা।

১৯৭ নম্বরী গত ১৩ জানুআরির সরকুলর অডর অনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি সদর আদালত অথবা অন্য জিলার প্রস্তাবিত জামিনের মাতবরীর বিষয়ে এবং যোত্রহীনরূপে যাহারা নালিশ করিতে চাহে তাহারদের আহওয়ালের বিষয়ে তহকীক করিতে নিযুক্ত হন তবে তাঁহারা কিছু রসুম পাইতে পারিবেন না। অতএব যে আমলা কিছু রসুম না পান এমত ব্যক্তিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যদি অনুচিত বোধ হয় তবে পূর্ব্ববৎ তাহা নাজীর অথবা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে পারে।

ঐ সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে আমীন যে জিলার মোতালকে নিযুক্ত আছেন তাহা ছাড়া অন্য২ জিলার জজ সাহেবেরা কোন বিষয়ের তহকীকের হুকুম করিলে কিছু রসুম লওয়া যাইতে পারে কি না সেই তহকীকের ভাব বুঝিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ১৬ মার্চ্চ ১০৮০ সংখ্যা।

সদর আদালত তোমাকে জ্ঞাত করিতে হুকুম দিয়াছেন যে দেওয়ানীর জজ সাহেবের কাছারীর কর্ম্মের ভার কোন আসিষ্টাণ্টের প্রতি অর্পণ

হইলে ঐ আসিষ্টাণ্ট দেওয়ানী হুকুমের বাধকতার বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় তাহারদিগকে তলব করিতে পারেন এবং ঐ মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও আসামীর সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং যদ্যপি ঐ নালিশ সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে জজ সাহেবের না পৌঁছন পর্য্যন্ত অপরাধীদের স্থানে জামিন লইতে পারেন। পরে ১৭৯৯ সালের ৯ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে জজ সাহেব তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন।

১৮৩৭ সাল ১৪ আপ্রিল ১০৮২ সংখ্যা।

যদি কোন উকীল জজ সাহেবের দ্বারা তগীর হন তবে তাঁহাকে তগীর করণের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না পাইলে তাহার পরে সেই আদালতে যে জজ সাহেব নিযুক্ত হন তিনি ঐ ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ওকালতী কর্ম্মে বহাল রাখিতে পারেন না।

১৮৩৭ সাল ৭ মার্চ্চ ১০৮৩ সংখ্যা।

তালমার মুনসেকের আদালতের সাবেক উকীল কৃষ্ণানন্দ বাড়ুয্যে তগীর হইয়া ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারায় যেমত হুকুম আছে সেই রূপে আদালতের ওকালতী সনদ ফিরিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন কিন্তু তাঁহার নিকটে তাহা তলব করাতে তিনি কোন মিথ্যা ওজর করিয়া পরে স্থানান্তর হইলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত জজ সাহেবকে এই উত্তর দিলেন যে এমত গতিকে ঐ উকীলকে তোমার আদালতে হাজির হইতে তলব করিবা। এবং যদ্যপি সেই ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া যদি আপনার সনদ ফিরিয়া না দেয় তবে তুমি তাহাকে হুকুম না মানিবার অথবা আদালতকে অবজ্ঞা করিবার অপরাধের দণ্ড দিতে পার।

১৮৩৭ সাল ৩১ মার্চ্চ ১০৮৪ সংখ্যা।

হুকুম জারী করণার্থ যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহাকে জারী করণের সময়ে তাহার খোরাকের নিমিত্তে তলবানার যে ভাগ দেওয়া উচিত হয় তাহা নাজীর আপনার বিবেচনা মতে আপন ঝুঁকিতে পেয়াদাকে দিতে পারেন।

১৮৩৭ সাল ১২ মে ১০৮৫ সংখ্যা।

রামদাস নদীর তীরস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার কতক মাল লইয়া যাইবার নিমিত্তে নৌকা যোগাইতে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করিল এবং অন্য দুই জন তাহার জামিন হইল। তৎপরে কৃষ্ণদেব নৌকা হইতে মাল নামাইয়া আপনার বন্দোবস্তক্রমে তাহা আর লইয়া যাইতে অস্বী-

কার করিল অতএর জিজ্ঞাসা হইতেছে যে কৃষ্ণদেব ক্যারিগর না হওয়াতে ১৮১৯ সালের ৭ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এই বিষয়ে দণ্ডের যোগ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমায় ১৮১৯ সালের ৭ আইনের বিধি খাটে না ঐ বন্দোবস্ত স্থদ্ধ দেওয়ানী বিষয়ক বন্দোবস্ত বোধ হইতেছে এবং তাহা প্রতি পালন করণার্থ জামিন লওয়া গিয়াছিল অতএব সে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে তাহার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা কর্ত্তব্য।

১৮৩৭ সাল ১৪ আপ্রিল ১০৮৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক আপন সম্পত্তির বিষয়ে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুণ আপনার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা যদি জানিয়া শুনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে সেই ব্যক্তির মিথ্যা শপথ করণের দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে।

১৮৩৭ সাল ২১ আপ্রিল ১০৮৭ সংখ্যা।

জিলার আদালতের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে তমঃস্থকের মধ্যে লেখা আছে যে পরস্পর সম্পর্কীয় দুই ব্যক্তিকে কর্জ দেওয়া গিয়াছে এমত তমঃস্থকের বাবৎ ফরিয়াদী নালিশ করিলে আমার কি কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেই খতে লেখে যে ৫ টাকা আনন্দকে এবং ২৯ টাকা বকস্থকে কর্জ দেওয়া গিয়াছে ঐ দুই ব্যক্তির পরস্পর কিছু সম্পর্ক নাই তাহারা আপনারদিগকে জানে না এই মত প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ দুই কর্জ একি তমঃস্থকের মধ্যে লিখনের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক কর্জের বাবৎ খতের যে ৵০ আনা করিয়া লাগিত তাহা এড়ান যায় যদি আমি সেই তমঃস্থকক্রমে ডিক্রী করি তবে ইষ্টাম্প আইনের অভিপ্রায় বিফল হয়। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সময়েতে তমঃস্থক লেখা গেল সেই সময়ের চলিত আইনানুসারে যদি ইষ্টাম্পের মূল্য উভয় কর্জা টাকার অর্থাৎ ৩৪ টাকার উপযুক্ত হয় তবে ৫ টাকার কর্জ এবং ২৯ টাকার আর এক কর্জের একি খত হইলে সেই খত নামঞ্জুর হইবেক না।

১৮৩৭ সাল ২১ আপ্রিল ১০৮৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারামতে জজ সাহেবের আদালতে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব যে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক কেবল সেই বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীল মতান্তর হইয়াছে এবং সাক্ষিরদের ইস-

মনবিশীতে পূর্ব্বের মত দলীল দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্রের তুল্য মাস্থল লাগিবেক এবং তাহা ১ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৫ এবং ১১ প্রকরণ দেখ।

ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত যে যে মোকদ্দমার কোন বিশেষ বিষয়ে ঐ আদালতের সাহেবেরা জিলার জজ সাহেবকে সাক্ষ্য লইতে হুকুম করেন সেই সেই মোকদ্দমায় জজ সাহেবের নিকটে দাখিল হওয়া ইসমনবিসী সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ ২ টাকা। কিন্তু যে যে মোকদ্দমা জিলার জজ সাহেবের নিকটে পুনর্ব্বার তজবীজ ও বিচার করণার্থ পাঠান যায় তাহাতে ইসমনবিসী ১ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ১৯ মে ১০৯০ সংখ্যা।

জিলা ও সহরের জজ সাহেব লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারায় লেখে যে যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কি তাহার পূর্ব্ব দিনে দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব খালাসীর হুকুম জারী করিবেন আর যে আসামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইবেক না যে মোকদ্দমার বিষয়ে এক্ষণে রিপোর্ট করিতেছি তাহাতে দৃষ্ট হয় যে মৃত্যুঞ্জয় নামক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়েতে গ্রেপ্তার হইয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত নাজিরের চাপরাসীর জিম্মায় ছিল পরে ফরিয়াদী তাহার নিমিত্তে আর খোরাকী টাকা না দেওয়াতে সেই ব্যক্তি খালাস হইল। আমি এইক্ষণে জানিতে চাহি যে ঐ মৃত্যুঞ্জয় সেই কর্জ্জের নিমিত্তে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার হইয়া কয়েদ হইতে পারে কি না অর্থাৎ কোন আসামী কিছুকালের নিমিত্তে পেয়াদার জিম্মায় থাকিয়া খালাস হইলে ঐ আসামী সেই২ বিষয়ে তৎপরে কয়েদ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিলেন যে ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের উপর যে দাওয়া আছে তাহার বাবৎ সে জেলখানায় কখন কয়েদ হয় নাই অতএব পূর্ব্বকার কলিকাতার কোর্ট আপীলের ডিক্রীক্রমে ঐ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে।

১৮৩৭ সাল ২৬ মে ১০৯১ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালতের নিকটে আমার এই জিজ্ঞাসা আছে যে রামজী আপনার ভূমির উপর একটি বাঁধ করিয়াছিল কৃষ্ণদাস এই প্রমাণ দিল যে ঐ বাঁধেতে আমার ক্ষতি হইতেছে অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ

বাঁধ ভাঙ্গিতে হুকুম দিতে পারেন কি না তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য বোধ না হইয়া বরং দেওয়ানী আদালতের এলাকার অধীন। কিন্তু কখনং এই মত হইতে পারে যে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণার্থ অথবা ফরিয়াদীর সম্পত্তির ভারি ক্ষতি নিবারণার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা আব শ্যক ও উচিত হয় কিন্তু যে কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি অল্প কাল পূর্ব্বে না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

১৮৩৭ সাল ২৩ জুন ১০৯২ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার কথার দ্বারা এমত অনুভাব হইতে পারে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার জাবেতামত মোকদ্দমা যদি অন্যান্য প্রকারে মুনসেফেরদের শুননির যোগ্য হয় তথাপি তাহাতে মুনসেফের কোন এলাকা নাই কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের দ্বারা বর্জিত হয় নাই এবং তৎপরে সেই বিষয়ের কোন আইনও হয় নাই অত এব চলিত আইনের মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা উক্ত ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মূল্য বা সংখ্যা যদি ৩০০ টাকার অধিক না হয় এবং যদি তাহাতে কোন ব্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় লোক অথবা আমেরিকীয় লোক বা বাদী প্রতিবাদী না হন তবে মুনসেফেরা যেমন অন্যান্য মোকদ্দমা আইন মতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন তেমন এই প্রকার মোকদ্দমারও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

(যে মোকদ্দমায় ইউরোপীয় লোকেরা বাদী প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরাও শুনিতে পারেন।)

১৮৩৭ সাল ৯ জুন ১০৯৩ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে আদালতে যে সকল টাকা আমানৎ হয় তাহা বাহির করিবার দরখাস্ত আদালতের রোয়দাদে থাকি বার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে করিতে হইবেক কিন্তু যদি কোন সময়ে ঐ প্রকার টাকা দেওনের কোন বিশেষ হুকুম হইয়া থাকে তবে এই রূপ ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক না।

১৮৩৭ সাল ৩০ জুন ১০৯৫ সংখ্যা।

১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুলর অর্ডর সদর দেওয়ানী আদালত পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া এই হুকুম দিয়াছেন যে টাকার বিষয় কি ভূমির বিষয় কি অন্য প্রকার সম্পত্তির বিষয়ের দাওয়া হউক প্রত্যেক খতিকে মোকদ্দমার খরচার উপর সুদ দিবার হুকুম ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক।

১৮৩৭ সাল ৭ জুলাই ১০৯৬ সংখ্যা।

বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১১ ধারার বিধি সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপীল করণের নিমিত্তে জরীমানা হয় এবং যদি অপরাধী ব্যক্তি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে যে হুকুম আছে সেই সেই হুকুমানুসারে তাহা উসুল হইবেক।

১৮৩৭ সাল ৪ আগষ্ট ১০৯৭ সংখ্যা।

পাপর স্বরূপ আপীল গ্রাহ্য করণের দরখাস্ত যদি সদর দেওয়ানী আদালত মঞ্জুর না করেন তবে তাঁহারদের ঐ হুকুমের উপর বিলাতে আপীল হইতে পারে না।

১৮৩৭ সাল ২৫ আগষ্ট ১১০১ সংখ্যা।

দেওয়ানী আদালতে যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হইতে পারে তাহার মূল্য নিশ্চয় করণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারায় যে যে বিধি আছে তাহা স্পষ্টতঃ অথবা ভাবক্রমে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার উল্লেখিত (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার হুকুমের দ্বারা রদ হইয়াছে কিন্তু ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারার মধ্যে নিম্ন লিখিত যে প্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ মন্তব্য কথার ৪ দফায় কোন বিশেষ বিধান নাই। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ইষ্টাম্পের বিষয়ে যে আইন সর্ব্ব শেষে হয় অর্থাৎ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের মন্তব্য কথার ৪ দফা তাহা উক্ত প্রকার মোকদ্দমার এবং পশ্চাৎ লিখিত প্রকার মোকদ্দমার এবং অন্যান্য যে সকল প্রকার মোকদ্দমার বিষয় ঐ মন্তব্য কথার প্রথম তিন দফায় লেখা

নাই তাহাতে খাটে কি না। ১। আবহমানের পাট্টাক্রমে কিম্বা অন্য প্রকারে যে বিশেষ খণ্ড মালগুজারীর বা লাখেরাজ ভূমি ধার্য্য আছে তাহার ক্রবি করণের হক পাইবার বা রাখিবার নিমিত্তে খাষ্টকারেরা ভূম্যধিকারীর নামে নালিশ করে তাহা কিম্বা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের বিধির অনুসারে জমীদারেরদের পক্ষে তাহারদিগকে বেদখল করণের যে সরাসরী ডিক্রী হইয়াছিল তাহার অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা। ২। যে প্রজা রাইয়তি পাট্টক্রমে ভূমির ভোগদখল করিতেছে তাহাকে বেদখল করিবার নিমিত্তে মালগুজারীর কি লাখেরাজ ভূমির অধিকারী যে নালিশ করে তাহা।

তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া এই বিধান করিলেন যে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট করণ কি আদায় করণের বিষয়ে যে যে আইন ছিল তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমার মূল্য নিশ্চয় করণের নিমিত্তে ঐ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের কোন বিশেষ বিধি নাই অতএব সেই সকল মোকদ্দমা ঐ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফার সাধারণ বিধির অর্থের মধ্যে জ্ঞান করিতে হইবেক।

যদি ঐ প্রকার ভূমির স্বত্বের কি কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের বাবৎ দাওয়া না হইয়া ভূমির ইজারার কি তাহার কোন প্রকারের বাবৎ কিম্বা ভূমির নিয়মিত কিছুকালের স্বত্বের বাবৎ দাওয়া হয় তবে উপরের লিখিত আইনের মতে এমত দাওয়ার বিষয়ের মূল্য যথার্থ উৎপন্ন ধরিয়া যাহা হইতে পারে তাহাই হইবেক।

১৮৩৭ সাল ১৮ আগষ্ট ১১০২ সংখ্যা।

সদর আদালতে অমুক মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে সকল কাগজপত্র অর্পণ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্মিথ সাহেবের মতে ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে সকল মুৎফরক্কা বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম চূড়ান্ত। অতএব ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যে যে প্রকার আপীলের বিষয় বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বিনা শ্রীযুত ইংলণ্ডের বাদশাহের হুজুর কৌন্সেলে করা অন্য কোন আপীলে গ্রাহ্য করিবেন না।

১৮৩৭ সাল ২৯ সেপ্‌টেম্বর ১১০৫ সংখ্যা।

সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারানুসারে নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি হুকুম আছে যে অতিরিক্ত কিছু রসুম না লইয়া যে মোকদ্দমায়

সওয়াল জওয়াব করিতে নিযুক্ত হন সেই মোকদ্দমার বিচার কালীন এবং তাহার নিষ্পত্তি হইলে ডিক্রীজারী হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে যে সকল কার্য্য করিতে আবশ্যক হয় তাহা করেন। যে মোকদ্দমার বিষয়ে এইক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে তাহা জিলার আদালতের দ্বারা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত বোধ করা যাইতে পারে না যেহেতুক ঐ আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়াছে এবং মোকদ্দমা গোড়া অবধি পুনর্ব্বার তজবীজ করিতে হুকুম হইয়াছে। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আসামীর উকীলকে যে রসুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম হয়। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা পরিশেষে ডিক্রী হয় সেই আদালতের সাহেব ঐ মোকদ্দমার উকীল যে মেহনৎ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া যত মেহনতানা উপযুক্ত ঠাহরেন তত টাকা নির্দ্দিষ্ট রসুম হইতে তাঁহাকে দেওয়াইবেন।

১৮৩৭ সাল ৬ আক্টোবর ১১০৬ সংখ্যা।

১৮০৩ সালের ২৪ আইনে যে পেন্সন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার বিষয়ে কোন ব্যক্তিরদের শপথ পূর্ব্বক জোবনবন্দী লইতে রাজস্বের কর্ম্মকারক দিগকে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার দ্বারা কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই এই প্রযুক্ত ধার্য্য হইল যে যে ব্যক্তির বিষয়ে এই অভিযোগ হয় যে সেই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করাণ শপথ পূর্ব্বক পেন্সনের বিষয়ে মিথ্যা জোবানবন্দী দিয়াছে সেই ব্যক্তির নামে মিথ্যা শপথের নালিশ হইতে পারে না। কিন্তু এদেশীয় যে আমলার পেন্সন দিবার ক্ষমতা আছে সেই আমলার কার্য্যের বিষয় তজবীজ করণের সময়ে যদি সেই মিথ্যা শপথ হইয়াছিল তবে ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার ৫ প্রকরণ সেই স্থলে খাটিবেক।

১৮৩৭ সাল ৮ সেপ্টেম্বর ১১০৮ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের ডিক্রী প্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে খালাস হইবার যোগ্য কি না ইহার নিষ্পত্তি করণের ভার সুতরাং ঐ আদালতের বিচারকের প্রতি আছে। তথাপি ঐ দরখাস্ত ইউরোপীয় জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া উচিত এবং তিনি ঐ কয়েদী ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা এদেশীয় বিচারকের নিকটে তজবীজ করণার্থে অর্পণ করিবেন এবং যদি তাহাকে খালাস করণের হুকুম হয় তবে জজ সাহেবের নিকটে এমত দরখাস্ত দিতে হইবেক যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে খালাস করণের বিষয়ে জেল রক্ষককে হুকুম দেন এবং ঐ অধস্থ আদাল

তের ডিক্রীতে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারে।

১৮৩৭ সাল ২০ আক্টোবর ১১১০ সংখ্যা।

যদি ডিক্রী জরী করণার্থে কোন ভূমি নীলাম হয় এবং সেই নীলাম অসিদ্ধ হয় এবং নীলামের আমানতী যে টাকা সরকারে পূর্ব্বে জব্দ হইয়া ছিল তাহা যদি দেওয়ানী আদালত ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন তবে সেই হুকুন কালেক্টর সাহেবের অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবেক। যদি সেই হুকুমে কালেক্টর সাহেব অসম্মত হন তবে তিনি আপীল করিতে পারেন।

১৮৩৭ সাল ২৭ আক্টোবর ১১১১ সংখ্যা।

ঘাটের মাস্থলের ইজারদার জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে আমারদের কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা শাদাকাগজে লেখা যাইবার অনুমতি হয়। জজ সাহেব সেই বিষয় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সদর আদালত এই উত্তর দিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত তকশীলের বর্জ্জনীয় বিষয়ের অর্থের মধ্যে সেই প্রকার কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা গণ্য করিতে হইবেক এবং সরকারী বিষয়ের ইজারদারের যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার হুকুম আছে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।

১৮৩৭ সাল ১০ নবেম্বর ১১১২ সংখ্যা।

জিলা গাজীপুরের জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা সেই প্রকার মোকদ্দমা না শুনেন অতএব যে যে মোকদ্দমা তাঁহারা আইনমতে বিচার করিতে পারেন তাহা জজ সাহেব যে রূপে তাঁহারদের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন সেই রূপে আপনার বিবেচনা মতে এই প্রকার মোকদ্দমাও অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৮৩৮ সাল ১ জানুআরি ১১১৩ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১৪ ধারার বিষয়ে সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে উক্ত ধারার প্রথম ভাগে স্পষ্ট ও নিশ্চিত রূপে হুকুম আছে যে তাহার মধ্যে যে প্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমায় তাহার পূর্ব্বের

ধারানুসারে দেওয়ানীর জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হই-বেক এবং তাহার উপর কোন প্রকার আপীল হইতে পারিবেক না। অত এব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ প্রকার মোকদ্দমার দোষ গুণের বিষয়ের কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখের পত্রে যে মূল বিধান লেখা আছে তদনুসারে সদর আদালত বোধ করেন যে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমায় অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন তাহা যদি স্পষ্টতঃ বেআইনী হয় অথবা মোকদ্দমা রুবকার করণের সময়ে এমত কোন ভারি বেদাঁড়ার কর্ম্ম হয় যে সেই মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য ভ্রষ্ট হয় তবে সদর আদালতের যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে তদনুসারে তাঁহারা সেই দোষ শুধরাইবার অভিপ্রায়ে জিলার জজ সাহেবকে আপনার সকল কার্য্য পুনর্ব্বিচার করিতে এবং সেই মোকদ্দমা আইনানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারেন।

১৮৩৭ সাল ২৪ নবেম্বর ১১১৪ সংখ্যা।

আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে খালাস করণের বিষয়ে আইন মতে দেওয়ানী আদালতের কেবল এই ক্ষমতা আছে যে ১৮০১ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে কয়েদী ব্যক্তি যদি ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দেয় তবে তাহাকে খালাস করেন। যে ব্যক্তির দরখাস্ত ক্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি না হইলে জজ সাহেব দেওয়ানী সম্প র্কীয় কোন আসামীকে পীড়া প্রযুক্ত খালাস করিতে পারেন না।

১৮৩৭ সাল ৮ ডিসেম্বর ১১১৫ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে এক জিলার আদালতের হুকুম জারীর সাহায্য করিতে যখন অন্য জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা যায় তখন শেষোক্ত জিলার জজ সাহেব সামান্যতঃ ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা জারী করণের সাহায্যের নিমিত্তে আপনার আদালতের এক বা ততোধিক পেয়াদা সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে সামান্য মোকদ্দমায় ঐ হুকুমের কোন বাধকতা হইলে তাহা যে আদালতের এলাকার মধ্যে হইয়াছিল সেই আদালতের হুকুমের বাধকতার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ আদা লতের জজ সাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন।

১৮৩৭ সাল ৮ ডিসেম্বর ১১১৬ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে সরকারী আমলারদের নামে তাহা-রদের পদ বিষয়ক কার্য্যের বাবৎ ১৮১৪ সালের ২ আইনানুসারে যে

নালিশ হয় তাহার ইষ্টাম্পের মাস্থল মাফ হয় নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে অন্যান্য নালিশের আরজীযে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে এই প্রকার আরজী লিখিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ৫ জানুআরি ১১১৮ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২০ ধারায় এমত হুকুম আছে যে ৫০০০ টাকা সংখ্যা বা মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্তে সমর্পণ হয় তাহার সকল সওয়াল জওয়াব ১ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক। এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের দ্বারা যদ্যপি ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে প্রধান সদর আমীনকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তথাপি সেই আইনে সওয়াল জওয়াব অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখনের বিষয়ে কোন বিধি নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে কোন সংখ্যা বা মূল্যের মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহাতে আইন মতে সওয়াল জওয়াব ১ টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।

১৮৩৭ সাল ১৫ ডিসেম্বর ১১২০ সংখ্যা।

সদর আদালতকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কোন মোকদ্দমায় যদ্যপি অনুচিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ সিরিশতায় দাখিল হয় এবং আমি নিঃসন্দেহ রূপেই অবগত আছি যে ঐ ইষ্টাম্প যে ব্যক্তি দাখিল করিলেন তিনি জানিলেন না যে তাহা আইনের হুকুমের অপেক্ষা ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প তবে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত জরীমানা আমি ক্ষমা করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারাতে এমত কোন হুকুম নাই যে আদালতের প্রধান সাহেব আপনার বিবেচনা মতে জরীমানা ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার উচিত যে কোন উকীল কি অনুমতি পত্র প্রাপ্ত সওয়াল জওয়াবকারক কি মোক্তার ঐ আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন কাগজ পত্র আদালতে উপস্থিত করিলে তাহার স্থানে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা অবশ্য লন।

১৮৩৭ সাল ২৯ ডিসেম্বর ১১২১ সংখ্যা।

তৎপরে জিলা মৈনপুরীর জজ বেগবি সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে উক্ত ২৭ আক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডর ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থের সঙ্গে মিলেনা তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে ঐ সাহেব

আইনের অর্থের বিষয়ে যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা এই যে এক জন এক খাতকের সঙ্গে কর্জার বিষয়ে দায়ী হইল এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ সেই খতের উপর তাহার নাম দস্তখৎ করিল তাহাতে উভয় ব্যক্তি তাহার বিষয়ে সমানরূপে দায়ী হইল এবং আদালত বিধান করিলেন যে ঐ জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে ঐ খতের তুল্য মূল্যের আলাহিদা ইষ্টাম্পকাগজে তাহার জামিনীনামা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৭ আক্টোবর তারিখের সরকুলর অর্ডরের বিষয় এই যে এক জন আসল খতের উপর জামিনীনামা লিখিয়া দিল এবং ইষ্টাম্প বিষয়ক আইনানুসারে সেই প্রকার জামিনীনামা ঐ জামিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে এবং ঐ কনেষ্ট্রকসন ও সরকুলর অর্ডর পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

১৮৩৭ সাল ২৯ ডিসেম্বর ১১২৩ সংখ্যা।

ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদস্থ সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে কোন জিলার জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে যদি অতিরিক্ত জজ সাহেব তাঁহার এওজে কার্য্য করণ সময়ে ডিক্রী করেন এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিতে হয় তবে ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেব যদ্যপি সেই জিলার মধ্যে নিযুক্ত থাকেন তবে সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার তিনিই করিবেন জজ সাহেব করিবেন না।

১৮৩৭ সাল ২৯ ডিসেম্বর ১১২৪ সংখ্যা।

এক জন আসামীকে সেশন আদালতের জজ সাহেব জরীমানা ও কয়েদের দণ্ড করিলেন এবং ঐ ব্যক্তি নিজামৎ আদালতে আপীল করিল এবং আপীলের দরখাস্ত উপস্থিত থাকন সময়ে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হইল। পরে সে ব্যক্তি পলায়ন করিল ও তাহার জামিনীর বিষয় জব্দ হইবার যোগ্য হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের এবং ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২৩ ধারার বিধির অনুসারে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ হইতে পারে না। কেবল যে যে ব্যক্তির উপর অপরাধের তহমৎ হইয়াছে কিন্তু তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হয় নাহি তাহারদের বিষয়ে এই আইন খাটে। পলাতক কয়েদীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় সেইরূপ ব্যবহার ঐ আসামীর প্রতি করিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ২৬ জানুআরি ১১২৬ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া কলিকাতাস্থ সদর

আদালত বিধান করিতেছেন যে নম্বরী মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে সাক্ষির দের তলবের দরখাস্ত করিয়াছিল তাহারা সফীনা পাইয়া যদি হাজির না হয় তবে জজ সাহেবের উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ভাবানুসারে ঐ মোকদ্দমাতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক আছে এই বিষয়ে জজ সাহেবের মনঃপ্রত্যয় হইবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর উকীল-কে হুকুম দেন যে তিনি সুকৃতি পূর্ব্বক ইহা সাব্যস্ত করেন এবং যাবৎ ফরি য়াদীকে উক্ত মতে কার্য্য করিতে স্পষ্ট রূপে হুকুম না দেন তাবৎ ঐ মোক দ্দমা নথী হইতে উঠাইয়া দেওয়া অনুচিত।

১৮৩৮ সাল ২ ফিব্রুআরি ১১২৭ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবের সম্মতি ক্রমে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরান যায় নাই এমত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত করে এবং সেই দরখা স্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর নম্বরী আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যতকাল উপস্থিত ছিল ততকাল ঐ মিয়াদের মধ্যে না ধরিতে সেই ব্যক্তি আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত প্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে ঐ আপীল আদাল তের উচিত যে সেই প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিলম্বের অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যে রূপ হইত সেই রূপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সে মতে ঐ কারণ মঞ্জুর করেন কি না করেন।

১৮৩৮ সাল ৫ ফিব্রুআরি ১১২৮ সংখ্যা।

১৮৩৫ সালের ৪ ডিসেম্বরের ৩৩ নম্বরী উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের পত্রের প্রথম বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা ছিল। দুই গ্রামের সীমা সরহদ্দের বিরোধের বিষয়ের মোকদ্দমা হইয়াছিল এবং সরেজমীনের তদারক করণের নিমিত্তে এক আমীন পাঠান গেল। তাহার ফয়সলা না হইতে হইতে কালেক্টর সাহেব আসিয়া ঐ সীমা সরহদ্দের বিষয়ে নিষ্পত্তি করেন অতএব এই বিষয়ে দেওনী আদালত আর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না এবং কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা হওয়াতে দেওয়ানী আদালতের

ঐ মোকদ্দমার যথার্থ্যাযথার্থের বিচার করিতে নিবারণ হইল কি না। তাহাতে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালত এক বাক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ঐ প্রকার গতিকে মোকদ্দমার বিচার করিতে কিছু প্রতিবন্ধক নাহি।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ১৮৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বরের ৪১ নম্বরী আগরার আদালতের পত্রে লিখিত ছিল তাহার হেতু এই যে গোরক্ষপুরের জজ সাহেবের এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধির অনুসারে নিযুক্ত বন্দোবস্তকারী কর্ম্মকারকের পরস্পর এলাকার বিষয়ে ঐ জিলার কোন কোন ভাগে বিরোধ জন্মিল তাহাতে আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মকারকের নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত যে সকল ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আদালতের বিনা হুকুমে এবং উভয় বিবাদীর বিনানুমতিতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

তৃতীয় জিজ্ঞাসা ১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ১০৭৫ নম্বরী আলাহাবাদের সদর আদালতের পত্রে কলিকাতার সদর আদালতের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তে তথায় পাঠান গিয়াছিল। তাহা এই গাজীপুরের জজ সাহেব ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে লাগাও যে দুই মহালের বন্দোবস্ত হইতেছে তাহার সীমা সরহদ্দের বিরোধের বিষয়ে মুনসেফের আদালতে নালিশ হইয়াছিল তথায় তাহার নিষ্পত্তি না হইতে হইতে বন্দোবস্তী কর্ম্মকারক আসিয়া ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৬।৭ ধারায় তাহার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তৎক্রমে গুলি বাঁটের দ্বারা ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থে এক পঞ্চাইত নিযুক্ত করেন ইতিমধ্যে মুনসেফ বিবাদীর এক পক্ষে তাহা ডিক্রী করেন এবং ঐ পঞ্চাইত সেই ডিক্রীর অনুসারে সেই বিষয়ের ফয়সলা করেন এবং ঐ ফয়সলার অনুসারে কালেক্টর সাহেব ঐ সীমা সরহদ্দের চিহ্ন দিয়া বন্দোবস্তের শেষ করেন এই মত অবস্থায় মুনসেফের ঐ ডিক্রীর উপর আপীল লইতে পারেন কি ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারানুসারে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিষেধ আছে। যদ্যপি তিনি ঐ মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল লন তবে সুতরাং ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে ঐ আপীল লইবার কিছু প্রতিবন্ধক নাই।

পশ্চিম দেশের সদর আদালতের এই মতে কলিকাতার সদর আদালত প্রথমত ঐক্য হইলেন না তাঁহারা কহিলেন যে ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলা

এবং তদনুসারে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা মুনসেফের ডিক্রীর তারিখের পর হয় অতএব ঐ আপীলে জজ সাহেব যে কোন হুকুম দেন তাহার দ্বারা ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলার অন্যথা হইতে পারে না এবং ঐ আপীল বাস্তব কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা জ্ঞান করিতে হয় এই প্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারানুসারে তাহা খরচা সমেত ননস্থট করিতে হইবেক।

তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত গত বৎসরের ১৫ সেপ্টেম্বরের ১১০৫ নম্বরী পত্রে ঐ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে কলিকাতার সদর আদালতকে অনুরোধ করিলেন। এই বিশেষ মোকদ্দমার এবং তত্তুল্য অন্যান্য মোকদ্দমার বিষয়ে যে লিখন পঠন হইয়াছিল তাহা আলাহাবাদের সদর আদালত পাঠাইলেন এবং ঐ বিষয়ের বাহুল্য রূপে বিবেচনা করিয়া আপনারদের পত্রের তৃতীয় দফায় এই এই কথা লিখিলেন।

এইক্ষণে উভয় আদালতের মধ্যে যে লিখন পঠন হইতেছে তাহার সম্পর্কে নীচের লিখিত সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্থাপন হইতেছে এবং দেওয়ানী ও রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে এবং যে বিষয়ে এক্ষণে বিবাদ হইতেছে এই প্রকার বিষয়ে ঐ ঐ কার্য্যকারকের ক্ষমতা নির্ণয় করণার্থে তাহার নিষ্পত্তি করা উচিত।

১৮৩৩ সালের ৯ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের বিধির অনুসারে যে রাজস্বের কর্ম্মকারক বন্দোবস্তী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তিনি বন্দোবস্ত করণের সময়ে প্রথমত উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমা কি আপীল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না।

যে কোন প্রথমত উপস্থিত হওয়া বা আপীল হওয়া মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় উক্ত আইনানুসারে নিযুক্ত রাজস্বের কর্ম্মকারক হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না।

১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধির অনুসারে সাধারণ ব্যক্তিরদের বিরোধী দাওয়া রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের নিকটে উপস্থিত হইলে সেই প্রকার মোকদ্দমা লইবার বিষয়ে আইন মতে কোন মিয়াদ আছে কি না এবং বন্দোবস্ত করণ সময়ে যে সকল মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতের দ্বারা আইন মতে নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে এমত মোকদ্দমার হেতুর তারিখের বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ ঐ প্রকারে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা তাহা শুনিতে পারেন কি না। ৯ দফা।

তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের

এই অভিপ্রায় জানাইলেন যে বিবাদীরা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫।৬।৭।৮ ধারানুসারে আপনারদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে যদি সেই মোকদ্দমা বন্দোবস্তের কর্ম্মকারকের আদালতে অর্পণ করিতে স্বয়ং দরখাস্ত না করে তবে প্রথম জিজ্ঞাসাতে যে ক্ষমতার বিষয় লেখা আছে সেই ক্ষমতানুসারে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করিতে পারেন না।

পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে আপনারদের এই মত জানাইলেন যে যদি আদালতের বিশেষ হুকুম অথবা যদি উভয় বিবাদীর সম্মতি না হইয়া থাকে তবে রাজস্বের কর্ম্মকারক সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা এই বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার হেতু নালিশ করণের পূর্ব্বে এক বৎসরের অধিক হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমার বিচার রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা করিতে পারেন না এবং দখীলকার ব্যক্তিরদের কি পর্য্যন্ত স্বত্ত্ব আছে এই বিষয়ের যে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না করিলে সরকারী জমা উপযুক্ত মতে বিলি করা অসাধ্য কেবল সেই প্রকার মোকদ্দমাতে তাঁহার এলাকা আছে এবং তাহা ছাড়া অন্য অন্য প্রকার প্রাচীন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এই বিধান সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে দেওয়া উপদেশের সঙ্গে মিলে।

অপর কলিকাতার সদর আদালতের সাহেবেরা এই সমস্ত বিষয় পুনর্বিবেচনা করিয়া পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সম্মত হইলেন।

১৮৩৮ সাল ৯ ফিব্রুআরি ১১২৯ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ওয়াশীলাৎ কিম্বা সুদ অথবা উভয় বিবাদীর বিরোধী অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রীজারী করণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রী করনিয়া আদালত যে বিষয়ে নিষ্পত্তি করিয়াছেন ঐ বিষয়ের সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে আবশ্যক হুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না।

১৮৩৮ সাল ৯ ফিব্রুআরি ১১৩০ সংখ্যা।

কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে রাইয়ত আপন কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে যদি নীলকুঠীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনার যে হিসাব কিতাব থাকে তাহা চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার

১ প্রথম প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেব ঐ নালিশ সরাসরী মতে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারে না। রাজশাহীর জজ সাহেব এই রূপে এক নালিশ সরাসরী মতে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন পরে তাহার বিষয়ে সরাসরী আপীল হওয়াতে সদর আদালত সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিলেন।

১৮৩৮ সাল ১৬ ফিব্রুআরি ১১৩১ সংখ্যা।

যে বরকন্দাজ কর্ম্মের অতি ভারি শৈথিল্যের দোষী হয় তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে জরীমানা ও কয়েদ করিতে পারেন কিন্তু তিনি সেইরূপ যে দণ্ড করিতে পারেন তাহা যদি তিনি অপরাধের তুল্য বোধ না করেন তবে ১৭৯৯ সালের ২ আইনের ৬ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে সেশন আদালতে তাহাকে অর্পণ করিতে পারেন।

১৮৩৮ সাল ৯ মার্চ্চ ১১৩২ সংখ্যা।

সদর আদালতে উপস্থিত কোন এক মোকদ্দমাতে এই মত জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে যোত্রহীন আপেলাণ্টের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছে আপীল হওন সময়ে ঐ ডিক্রীজারী করা স্থগিত করিতে যদি ঐ আপেলাণ্ট সাদা কাগজে দরখাস্ত করে তবে তাহা মঞ্জুর হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে যে প্রকার কাগজ পত্রে ইষ্টাম্পের মাসুল যোত্রহীনেরদের মাফ করা যাইবেক তাহা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় অতি স্পষ্ট রূপে লেখা আছে এবং ঐ ধারাতে উক্ত প্রকার দরখাস্তের মাসুল মাফ হয় নাই। অতএব যে আদালতে তাহা দাখিল করা যাইবেক সেই আদালতে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইবেক সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপেলাণ্টের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। সদর আদালত আরো কহেন যে যোত্রহীন ব্যক্তি স্বয়ং উকীল নিযুক্ত করিলে তাহার ওকালৎনামার বিষয়ে এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারা ক্রমে যে মালজামিনী পত্র দিতে হয় তাহার বিষয়েও এই নিয়ম ব্যবহার হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে দরখাস্ত আদালতে দাখিল হয় তাহার বিষয়েও সেই নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ হয়। এবং সদর আদালত ঐ নিয়ম উত্তরকালে ব্যবহারের রীতির ন্যায় জ্ঞান করিবেন।

১৮৩৮ সাল ১৬ ফিব্রুআরি ১১৩৩ সংখ্যা।

যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আইন এই পর্য্যন্ত চলন হয় নাই সেই দেশের দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী

জারী করণার্থ জিলা স্থজাপুরের জজ সাহেব আপন এলাকার মধ্যস্থিত এক বাটী ক্রোক ও বিক্রয় করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতে সেই হুকুমের উপর আপীল হওয়াতে এই জিজ্ঞাসা হইল যে এই মত ডিক্রী জারীর বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। অতএব আলাহাবাদের সদর আদালত সেই বিষয়ে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঐ তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮০৯ সালের ২৭ জুনে আডবোকেট জেনরল সাহেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করা গিয়া ছিল যে সদর দেওয়ানী আদালত কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করিলে এবং সেই ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশে চলিয়া গেলে তাহার স্থানে ঐ ডিক্রীর টাকা উসুল করণের কোন উপায় আছে কি না যদি থাকে তবে সে উপায় কি। তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব কহিলেন যে ভিন্ন রাজার দেশে যে ডিক্রী হয় তাহা ধরিয়া সামান্যত ইংলণ্ড দেশে নালিশ হইতে পারে এবং ইংলণ্ডীয়েরদের দেশান্তরে বসতি স্থানের এবং ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী ভিন্ন রাজার অধিকারের ডিক্রীর ন্যায় ইংলণ্ড দেশের আদালতে গণ্য আছে। কিন্তু যদি এই রূপ ডিক্রী বস্তুতঃ অসঙ্গত হয় তবে তাহা ধরিয়া নালিশ হইতে পারে না যেহেতুক যে ডিক্রী ন্যায্য ও আইনের মূল নিয়মের অনুযায়ি কেবল এমত ডিক্রী ইংলণ্ড দেশে জারী হইতে পারে এবং ঐ ডিক্রীর যে পর্য্যন্ত অন্যায্যের প্রমাণ না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহা ন্যায্য গণ্য হইবেক। অতএব উপরের উক্ত মোকদ্দমায় আপেলাণ্টেরদের উচিত যে সাধারণ নিয়মানুসারে তাহারা সেই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্রের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর এক নকল লইয়া তাহাতে ঐ আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া মোক্তারনামা সমেত ইংলণ্ড দেশে কোন উকীলের নিকটে পাঠায় এবং সদর দেওয়ানী আদালতেরও ডিক্রী ধরিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে সেইখানে নালিশ করে।

ঐ অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যে মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের জিজ্ঞাসা হইল সেই মোকদ্দমাতে এই বিধানানুসারে কার্য্য করা উচিত। অতএব তাঁহারা এই পরামর্শ দিতেছেন যে স্থজাপুরের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমাতে যে হুকুম করিলেন তাহা বেআইনী বলিয়া অন্যথা করা যায় এবং ডিক্রীদারকে কহাযায় যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের দেওয়ানী আদালতে তাহার পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা ধরিয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির নামে স্থজাপুরের আদালতে নালিশ করে।

১৮৩৮ সাল ২ মার্চ্চ ১১৩৪ সংখ্যা।

জিলা চব্বিশ পরগণার সেশন জজ সাহেব সদর নিজামৎ আদালতের নিকটে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঘূষলওন এবং অন্যায়রূপে টাকা লওনের এক নালিশ এই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সেই বিষয়ে আমার নিকটে আপীল হইল। অতএব সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩৭ সালের ২১ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে এই২ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে।

প্রথম এই যে পোলীসের আমলার ঘুষ লওনের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা সেই মোকদ্দমা সেশন আদালত হইতে উঠাইয়া কমিশ্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হয় কি না।

দ্বিতীয় এই যে উক্ত মোকদ্দমার এবং তাহার সদৃশ অন্যান্য মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম দেন তাহার উপর আমার নিকটে আপীল হইতে পারে কি না এবং সেই প্রকার অপরাধের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি হুকুম দিতে পারি কি না।

তাহাতে সদর নিজামৎ আদালত জিলা চব্বিশপরগণার একটিং সেশন জজ সাহেবকে এই উত্তর দিলেন যে ঐ ১৮৩৭ সালের ২১ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের কতক ভাগ ১৮৩৭ সালের ২৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে কিন্তু ঐ সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রেশ্বতের অপরাধের জন্যে পোলীসের আমলার সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমা সেশন জজ সাহেবের আদালত হইতে উঠান গিয়া পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে অর্পণ হয় না।

সেশন জজ সাহেবের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর নিজামৎ আদালত আপনার এইমত জানাইলেন যে সেই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের উপর সেশন জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেই মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে সেশন জজ সাহেব হুকুম দিতে পারে।

১৮৩৮ সাল ২ মার্চ্চ ১১৩৫ সংখ্যা।

লবণ বিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘন করণেতে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে কয়েদের হুকুম হইতে পারে। যদি আসামী জেলখানায় কয়েদ হওনের পূর্ব্বে ঐ জরীমানা দেওয়া যায় তবে তাহার মোকদ্দমা শেষ হইল। কয়েদ হওনের পর যদি জরীমানা দেওয়া যায় তবে মোকদ্দমার শেষ হইল এবং কয়েদ হওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু যদি জরীমানা না দেওয়া যায় তবে জরীমানার পরিবর্ত্তে কয়েদের যত

মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহার সম্পূর্ণ কাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির কয়েদ থাকিতে হইবেক কিন্তু তৎপরে জরীমানা উসুল হইতে পারে না অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি কয়েদ হওনান্তর খালাস হইলে তাহার স্থানে জরীমানার দাওয়া হইতে পারে না।

ঐ সদর আদালত আপনারদের এইমত জানাইতেছেন যে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১০। ১১১। ১১৫ ধারার দ্বারা নিমকের কর্ম্মকারকেরা এই দুই প্রকার দণ্ড করিতে পারেন অর্থাৎ জরীমানা করিতে পারেন কিম্বা জরীমানার পরিবর্ত্তে ১১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে কয়েদের হুকুম করিতে পারেন। অথবা যে গতিকে জরীমানা ৫০ টাকার অনূর্দ্ধ হয় এবং জজ সাহেব সেই হুকুম জারী করেন এবং যে গতিকে জরীমানা তদপেক্ষা অধিক টাকা হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমা বিচার পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করেন সেই২ গতিকে হুকুম জারীর সাধারণ রীত্যানুসারে তিনি সেই জরীমানা উসুল করিবেন। যদি ঐ জরীমানা আসামী জেলখানায় কয়েদ হওনের পূর্ব্বে দেওয়া যায় তবে তাহার মোকদ্দমা শেষ হইল। যদি কয়েদ হওনের পর জরীমানা দেওয়া যায় তবে মোকদ্দমার শেষ হইল এবং কয়েদ হওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে হইবেক। যদি জরীমানা না দেওয়া যায় তবে জরীমানার পরিবর্ত্তে যে কয়েদের মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহার সম্পূর্ণকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকিতে হইবেক কিন্তু তৎপরে জরীমানা উসুল হইতে পারে না অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি কয়েদ হওনান্তর খালাস হইলে তাহার স্থানে জরীমানার দাওয়া হইতে পারে না।

১৮৩৮ সাল ১৬ মার্চ্চ ১১৩৮ সংখ্যা।

কলিকাতার সদর আদালত উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া ধার্য্য করিলেন যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার বিধিক্রমে আপেলাণ্টের জরীমানা করিতে পারে না। ঐ আইনের বিধি সেই প্রকার আপীলের বিষয়ে খাটে না।

১৮৩৮ সাল ২৩ মার্চ্চ ১১৪০ সংখ্যা।

বয়বলওফা ইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ করণের নিমিত্তে যদি বন্ধক লওনিয়া মহাজন মোকদ্দমা করে তবে যে আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালতের ক্ষমতা আছে যে ঐ বন্ধকী ব্যাপার গোড়া অবধি বেআইনী ছিল কি না। ইহা তজবীজ করিয়া নিষ্পত্তি করেন।

ঐ যদ্যপি এই মত প্রমাণ দেওয়া যায় যে বন্ধক দেওনিয়া খাতককে

বিধিমত সংবাদ দেওয়া যায় নাই তবে ফরিয়াদীকে ননস্থট করিতে হইবেক এবং নিয়মিত সংবাদ খাতককে দেওনের বিষয়ে মহাজনের দরখাস্ত করিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ১৬ আপ্রিল ১১৪৩ সংখ্যা।

জিলা বারাণসে গবর্ণমেণ্ট এক জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া কতক বৎসরের নিমিত্তে জায়গীরদারের সঙ্গে জমীদারী বন্দোবস্ত করিলেন পরে অন্য ব্যক্তি সেই ভূমির জমীদারী স্বত্বের দাওয়া করিয়া তাহা সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে নালিশ করিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে ঐ ব্যক্তির আপনার দাওয়ার কি মুল্য ধরিতে হইবেক কি সালিয়ানা যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে সেই মুল্য কি ঐ খাজানার তিনগুণ মূল্য অথবা অষ্টম প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফায় যে সাধারণ বিধি আছে তৎক্রমে যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় সেই মুল্য। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত মন্তব্য কথার ১ দফাতে কেবল এই লেখা আছে যে দত্ত ও জয়করা দেশে ও কটক দেশে যে ভূমি থাকে তাহার সালিয়ানা যত জমা দিতে হয় তদনুসারে তাহার মুল্য নিরূপণ করা যাইবেক অথবা যে ভূমির ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহার মুল্য সালিয়ানা জমার তিনগুণ ধরা যাইবেক কিন্তু যে ভূমির বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ হইল তাহা দত্ত ও জয়করা দেশে নাই এবং তাহার ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা যায় নাই অতএব এই প্রকার ভূমি ঐ মন্তব্য কথার ১ দফার হুকুমের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সে যাহাহউক সদর আদালত বোধ করেন যে এই প্রকার ভূমির বিষয়ে ঐ মন্তব্য কথার প্রথম দফাতে যে বিধি আছে তাহা আমলে আনিলে উচিত ও যথার্থ হয় এবং তাহাও যুক্তি সিদ্ধ অতএব তাহারদের নিকটে এই ভূমির বিষয়ে এক্ষণে যে আপীল হইয়াছে তাঁহারা তাহার ঐ মন্তব্য কথার ১ দফানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

১৮৩৮ সাল ২৭ আপ্রিল ১১৪৭ সংখ্যা।

বিধান হইল যে আসল দলীল দস্তাবেজ যে কর্দ্দকাগজে লিখিত আছে সেই কর্দ্দকাগজের উপর মালজামিনী পত্র লিখন অর্থাৎ দলীল দস্তাবেজ যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হুকুম আছে সেই মূল্যের কাগজে মাল জামিনী পত্র লিখনের বিষয়ে ১৮৩৭ সালের ২৭ আক্টোবরে যে সরক্যুলর অর্ডর হইয়াছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে সরকারের রাজস্ব রক্ষা করণের নিমিত্তে যে আইন হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় এবং ঐ দলীল দস্তাবেজ সিদ্ধ করণের নিমিত্তে উচিত মত উদ্যোগ হইলেও তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না ইহা কহিতে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায়

ছিল না। অতএব যে ব্যক্তির নিকটে ঐ প্রকার দলীল দস্তাবেজ থাকে তাহা আদালতে আইনানুযায়ী সাক্ষির ন্যায় গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহাতে ইষ্টাম্প করিতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহারা রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারে।

১৮৩৮ সাল ১১ মে ১১৪৮ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৩ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধির অনুসারে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর সরাসরী আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক।

ঐ সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার নিয়মের কথা সাধারণ রূপে লেখা আছে অতএব সেই ধারানুসারে যেমন ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ সংখ্যা মূল্যের মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে তাহার বিষয়ে খাটে তেমনি তত টাকার ন্যূন মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়েও খাটে। অতএব এই মত গতিকে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল হয় তাহা প্রথমতঃ জিলা ও সহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তাহার পর খাস আপীল মতে সদর আদালতে অর্পণ হইবেক।

ঐ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণক্রমে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন আপন ডিক্রীজারী করণার্থে যে যে হুকুম দেন তাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ১৮ মে ১১৪৯ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জজ সাহেবকে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে যে ক্ষমতার্পণ হইল সেই ক্ষমতাক্রমে যদি জজ সাহেব আপনার আদালতের কোন উকীলকে কোন মোকদ্দমায় কিম্বা কোন বিশেষ প্রকার মোকদ্দমায় (যথা যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারক এক পক্ষ হন) প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিতে হুকুম দেন সেই হুকুম প্রযুক্ত ঐ উকীল ঐ ধারার ১ প্রকরণের অভিপ্রায় ও অর্থের মধ্যে ঐ প্রধান সদর আমীনের আদালতের উকীল জ্ঞান হইবেক না। যে মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের উকীল বাদী প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে ঐ বিচারকের

প্রতি ঐ প্রকরণে নিষেধ আছে (এই নিষেধ ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ১ ধারার দ্বারা রহিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ আইনের অর্থ অদ্যাপি সদর আমীনের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটে)।

১৮৩৮ সাল ২৭ আপ্রিল ১১৫০ সংখ্যা।

সদর আদালত ধার্য্য করিয়াছেন যে ১৮০৭ সালের ১২ আইনের ২১ ধারানুসারে যে কোন জরীমানা করা যায় যদি তাহা মিয়াদের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে আসামীকে কোন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ পর্য্যন্ত কয়েদ করিতে হইবেক।

সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জমীদার বর্ত্তমান না থাকিলে যে ব্যক্তির জিম্মায় জমীদারী থাকে সেই ব্যক্তি উপরের উক্ত কার্য্যের বিষয়ে দায়ী আছে এবং উক্ত ২১ ধারার মতাচরণ না হইলে সেই ব্যক্তির প্রতি ঐ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড করিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ২৭ আপ্রিল ১১৫১ সংখ্যা।

১৮৩৮ সালের ১ জানুআরি তারিখ অবধি কোন ব্যক্তি তমঃস্সুক নিদর্শন পত্র ইত্যাদি সিক্কা টাকায় লিখিয়া তাহার পর ১০৬৷৵৮ কোম্পানির টাকা হিসাব করিতে পারে কিম্বা সকল করারদাদ কোম্পানির টাকাতে লিখিবেক তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে তমঃস্সুক ইত্যাদি কোম্পানির টাকায় লিখিবার আবশ্যক নাই এবং সিক্কা টাকায় তাহা লেখা যাইতে পারে এবং যদি মূল্য বলিয়া সিক্কা টাকায় লেখা যায় তবে সেই সিক্কা টাকায় যত কোম্পানির টাকা হয় তাহাই সেই বিষয়ের মূল্য ধরিতে হইবেক। কিন্তু যদি করারদাদ কোন বিশেষ প্রকার টাকার বিষয়ে লিখিত হয় যথা যদ্যপি কোন ব্যক্তি এত সংখ্যক সিক্কা টাকা কিম্বা ডালর দিতে করারদাদ লিখিয়া দেয় তবে সেই বিশেষ প্রকার টাকা দিতে হইবেক।

ঐ সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এইক্ষণে সিক্কা টাকা উঠিয়া গিয়াছে অতএব উত্তরকালে যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে সিক্কা টাকা কোম্পানির টাকার সমান জ্ঞান করিতে হইবেক কি না। অথবা যদি করারদাদে সিক্কা টাকা লেখা গিয়াছিল তবে ১০০ সিক্কা টাকায় ১০৬৷৵৮ কোম্পানির টাকার তুল্য জ্ঞান করিয়া হিসাব করিতে হইবেক কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে করারদাদ দ্রব্যের মূল্যের বিষয়ে হইয়াছিল এবং কোন বিশেষ প্রকার টাকার বিশেষ হয় নাই এমত অনুভব হয়। অতএব ১০০ সিক্কা টাকা ১০৬৷৵৮ কোম্পানির টাকার তুল্য এমত হিসাব করিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ১৩ জুলাই ১১৫৫ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় খরচার ডিক্রী করিতে এপর্য্যন্ত আলাহাবাদের এবং কলিকাতাস্থ সদর আদালতের রীতি নাই। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে নম্বরী মোকদ্দমায় যেমত হইয়া থাকে সেই মত মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদীর আপনারদের যথার্থ বিষয় সাব্যস্ত করণেতে অথবা জওয়াব দেওনেতে যে খরচ হইয়াছে তাহা তাহারদিগকে ফিরিয়া দিতে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হুকুম করা অতি যথার্থ হয় এবং ঐ সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ইহার বিরুদ্ধ আইনে কিছু লেখা নাই। অতএব তাঁহারা বিধান করিতেছেন যে নম্বরী মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইবার বিষয়ে যেরূপ বিধি আছে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিষয়ে সেই রূপ বিধির অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

১৮৩৮ সাল ১৩ জুলাই ১১৫৮ সংখ্যা।

১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৬ ধারা ক্রমে কোন চাকরকে মাহিয়ানা দেওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরী ফয়সলা করিলে তাহা অন্যথা করিবার জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না এবং সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমজারী স্থগিত করিতে দেওয়ানী আদালত পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন না।

১৮৩৮ সাল ৭ আগষ্ট ১১৫৯ সংখ্যা।

ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলের আরজী হইলে সেই আরজীর সঙ্গে সঙ্গে আসল ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাহি।

১৮৩৮ সাল ১৭ আগষ্ট ১১৬০ সংখ্যা।

সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে এদেশীয় বিচারকেরা আপন আপন কাছারীর আমলারদিগকে নিযুক্ত করিলে জিলা ও সহরের জজ সাহেবেরদের তাহা মঞ্জুর করণের আবশ্যক নাই। আইনে কেবল এই মাত্র লেখে যে ঐ আমলারদের নিযুক্ত করণের বিষয়ে জিলা ও সহরের জজ সাহেবের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবেক অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সেই কর্ম্মে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মোকরর করণের নিষেধ করা এবং মোকরর হওয়া

ব্যক্তিরদিগকে উত্তম ও বিশিষ্ট হেতু না হইলে তগীর করণের নিবারন করা ভিন্ন অন্য গতিকে জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৮৩৮ সাল ১৭ আগষ্ট ১১৬৫ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেবের ২৬ মে তারিখের এক পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই হুকুম করিতেছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে জজ সাহেবের কোন সম্পর্ক নাই এবং ঐ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন প্রকারে জজ সাহেবের অধীন নহেন। অতএব যদ্যপি কালেক্টর সাহেব আপনার করা সরাসরী ফয়সলা জারী করণার্থে রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া থাকেন তবে সদর আদালতের বোধে জজ সাহেব সেই বিষয়ে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এবং যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের কিম্বা সন হালের সরকারের মালগুজারী উসুল করিবার নিমিত্তে সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথবা খাস তহশীলে থাকে এবং যদি ঐ মহালের মালগুজারী একেবারে কালেক্টর সাহেব অথবা তাঁহার আমীনের দ্বারা আদায় হয় তবে সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ মহালের সাধারণ সরবরাহ কর্ম্মে অথবা ঐ মহাল হইতে উৎপন্ন রাজস্ব লইয়া সরকারের দাওয়া পরিশোধের কার্য্যে জজ সাহেব হাত দিতে পারেন না।

১৮৩৮ সাল ১৭ আগষ্ট ১১৬৬ সংখ্যা।

ওয়কফ সম্পত্তি ডিক্রীজারী করণার্থে হস্তান্তর অথবা নীলাম হইতে পারে না। (এই মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তি এক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিযুক্ত ছিল।)

১৮৩৮ সাল ১৭ আগষ্ট ১১৬৭ সংখ্যা।

যে ব্যক্তির উপর কোন ভারি অপরাধের তহমৎ হয় যদি মাজিষ্টেট সাহেব যথার্থ বিচারের জন্তে আবশ্যক বোধ করেন তবে তিনি তাহাকে থানায় ৪৮ আটচল্লিশ ঘড়ির অধিককাল রাখিতে দারোগাকে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু অতি সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক এই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং অতি প্রবল কারণ না হইলে তাহা করিতে হইবেক না।

১৮৩৮ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর ১১৭২ সংখ্যা।

এদেশীয় বিচারকেরা যদি আপনারদের মনঃপ্রত্যয়ের নিমিত্তে অথবা বাদী প্রতিবাদীর অনুরোধে বিরোধের সম্পত্তি তদারক করিতে অথবা সরেজমীনে গিয়া তহকীক করিতে উচিত বোধ করেন তবে পথ খরচের কি অন্য কোন বাবতে টাকা পাইবার দাওয়া করিতে পারেন না কিন্তু

সদর আদালত বোধ করেন যে যখন তাঁহারা উপরিস্থ কোন আদালতের হুকুম ক্রমে সরেজমীনে গিয়া তদারক করেন তখন তাঁহারদের খরচ তাঁহারদিগকে দেওয়াইতে হয়।

১৮৩৮ সাল ২১ সেপ্টেম্বর ১১৭৪ সংখ্যা।

মাজিষ্টেট সাহেব বলাৎকারের মোকদ্দমার তজবীজের ভার দারোগার প্রতি অর্পণ করিতে পারেন।

১৮৩৮ সাল ২১ সেপ্টেম্বর ১১৭৫ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সিপাহীর প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে তাহার মাহিয়ানা বন্দ হইতে পারে না ডিক্রীদার অন্যান্য গতিকে যেরূপ করিতে পারে সেই রূপে সিপাহীকে কয়েদ করণের অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করণের দ্বারা আপনার টাকা উসুল করিতে পারে।

১৮৩৮ সাল ২১ সেপটেম্বর ১১৭৬ সংখ্যা।

পশুরদের চরাণের অপরাধের জন্যে পোলীসের আমলারদের জরীমানা লইবার ক্ষমতা নাই।

১৮৩৮ সাল ২ নবেম্বর ১১৭৯ সংখ্যা।

বন্ধক লওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে যে দরখাস্ত আদালতে দেয় তদনুসারে কার্য্য করণেতে জজ সাহেব কেবল ঐ মহাজনের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন এবং যদি বন্ধক দেওনিয়া খাতক এই ওজর করে যে খত জাল আছে তবে জজ সাহেব সেই ওজর গ্রাহ্য করিতে কি তাহা তদারক করিতে পারেন না। কিন্তু আপনার আমলারদের যদি কোন কুকর্ম্মের বিষয়ের নালিশ হয় তাহা জজ সাহেব বিচার করিতে পারেন।

১৮৩৮ সাল ২৬ আক্টোবর ১১৮১ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারী করণার্থে যদি সম্পত্তি নীলাম করনের কল্প হয় এবং যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক ঐ সম্পত্তির উপর যদি বাদী প্রতিবাদী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দাওয়া করে তবে ঐ দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে ঐ ব্যক্তি নম্বরী যে মোকদ্দমা করে তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জজ সাহেব ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারেন।

১৮৩৮ সাল ২ নবেম্বর ১১৮২ সংখ্যা॥

যদি কোন ব্যক্তি কর্জের আসল টাকার বাবৎ কোন আদালতে নালিশ করে এবং যদি সেই ব্যক্তি জানে যে সেই কর্জের আসল টাকা হইতে অধি-

ক টাকার সেই আদালতে ডিক্রী হইতে পারে না এবং তৎ সময়ে সুদের দাওয়া না করে তবে এই মত অনুভব করিতে হইবেক যে সেই ব্যক্তি ঐ সুদের বিষয়ে আপনার দাওয়া ত্যাগ করিয়াছে এবং আসল টাকার ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদ পাইবার জন্যে দ্বিতীয় বার নালিশ করিতে পারে না যেহেতুক ইহা করিলে অথবা কোন বিশেষ আদালতের দ্বারা কোন মোকদ্দমা শুনিবার যোগ্য করণার্থে নালিশের হেতু ভাগ করা হয় এবং তাহা আদালতের ব্যবহার বিরুদ্ধ।

১৮৩৮ সাল ১৯ নবেম্বর ১১৮৫ সংখ্যা।

একজন সদর আমীনের দ্বারা আদৌ যে মোকদ্দমার তজবীজ হইয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে হুকুম করেন তাহার উপর ঐ সদর আমীন আপীল করিতে পারেন না যেহেতুক ঐ হুকুমেতে নারাজ ব্যক্তির আপীল করণের অধিকার থাকাতে যথার্থ প্রবল করণের প্রচুর উপায় হয়।

১৮৩৮ সাল ১৬ নবেম্বর ১১৮৬ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ডিক্রী দারের পক্ষে যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা তাহাকে দেওয়াইতে হইবেক তাহাতে যে খরচা লাগে তাহা পক্ষান্তর ব্যক্তির দিতে হইবেক।

১৮৩৮ সাল ২৮ ডিসেম্বর ১১৮৮ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ১১ আইনের ২ ও ৩ ও ৮ ধারা যেমন ফৌজ ও পথিক ব্যক্তিরদের যাত্রার সময়ের বিষয়ে খাটে তেমনি তাহারদের যাত্রার আর স্থের সময়ের বিষয়েও খাটে।

ফৌজ ও পথিকেরদের সঙ্গে কাহারদিগকে বলপূর্ব্বক পাঠাওনের বিষয়ে পোলীসের আমলারা আপন আপন বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন কিন্তু কোন প্রকারে আইন উল্লংঘন করিবেন না এবং যেযে কাহার প্রভৃতি আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তাহারা রীতি মতে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিবেক। এবং যদি কোন ব্যক্তি ওয়াজিবী হারে পথিক লোকদিগকে খাদ্য সামগ্রী অথবা দ্রব্য দিতে স্বীকার না করে অথবা আপনারদের খাটনির বিষয়ে অথবা আপনারদের গাড়ী কি বলদের বিষয়ে উপযুক্ত হারের মাহিয়ানা লইতে স্বীকার না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের জন্যে পোলীসের আমলারা তাহার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৩৮ সাল ১৪ ডিসেম্বর ১১৮৯ সংখ্যা।

যে ব্যক্তি দারোগার নিকটে মিথ্যা ও দ্বেষপূর্ব্বক নালিশ করে কিন্তু

তাহার সত্যতার বিষয়ে শপথ না করে সেই ব্যক্তি ১৮১১ সালের ৭ আই-
নের ৫ ধারার বিধির অনুসারে দণ্ডের যোগ্য নহে। একণে শপথের পরি
বর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

১৮৩৮ সাল ১৪ ডিসেম্বর ১১৯০ সংখ্যা।

ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে আলাহাবাদের সদর আদা-
লতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে
মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করণেতে আসল
টাকার উপর আদালতের খরচা চড়াইতে নিষেধ আছে।

১৮৩৯ সাল ১৮ জানআরি ১১৯২ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে সকল মোকদ্দমায় কালেক্টর
সাহেবের নামে আপন পদের ভার সম্পর্কে নালিশ হইয়াছে তাহা আই-
নানুসারে হউক বা আইনের বিপরীত হউক সেই মোকদ্দমায় নিরূপিত
এত্তেলা তাঁহার উপর জারী হইলে তাঁহার উচিত যে রীতি মতে সেই
নালিশের জওয়াব দেন এবং যদ্যপিও তিনি এই রূপ জওয়াব দেন যে
এই বিষয়েতে আমি দেওয়ানী আদালতের অধীন নহি অথবা অন্য কোন
প্রকার জওয়াব দেন তথাপি তাঁহার কোন প্রকার জওয়াব দিতে হইবেক
নতুবা একতরফা মোকদ্দমার ডিক্রী হওনের যে ফল হয় তাহা তাঁহার
শিরে পড়িবেক। এবং সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে কালেক্টর
সাহেব যদ্যপি এই রূপ জওয়াব দেন যে এই বিষয়ে আমি দেওয়ানী আদা
লতের অধীন নহি তবে সেই জওয়াব তিনি সরকারের উকীলের দ্বারা
আদালতে দাখিল করিতে পারেন এবং যে আদালতে ঐ নালিশের বিচার
হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে ১৮২২ সালের ১১ আইনের
৩৮ ধারানুসারে ফরিয়াদীকে খরচা সমেত ননস্থট করণ সময়ে অন্যান্য
মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে সেই রূপে এই মোকদ্দমায় কালেক্টর
সাহেবকে সরকারের তরফ হইতে সরকারী উকীলকে রসুম দিতে হুকুম
করেন এবং ঐ রসুম যে ব্যক্তির দেনার ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তির স্থানে
কালেক্টর সাহেব রীতিমতে তাহার পরে আদায় করিতে পারিবেন।

১৮৩৯ সাল ২১ ডিসেম্বর ১১৯৩ সংখ্যা।

ফরক্কাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত
আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে
এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতের হুকুম জিলার কালেক্টর সাহেবেরা
না মানিলে ঐ বিচারকদিগকে আপনারদের বিবেচনামতে ঐ কালেক্টর
সাহেবেরদের জরীমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া অনুচিত। অতএব তাঁহার

দের হুকুম কালেক্টর সাহেব প্রতিপালন না করিলে তাহারদের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া জজ সাহেবকে জানান এবং জজ সাহেব আইনে দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ উদ্যোগ করা বিহিত বোধ করেন সেই রূপ উদ্যোগ করিবেন।

১৮৩৯ সাল ২৩ আগষ্ট ১১৯৬ সংখ্যা।

১৮০৬ সালের ২ আইনের হেতুবাদ দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ আইনের ১১ ধারার বিধি যে যোত্রহীন কর্জ্জা খাতক কয়েদ হয় কেবল তাহার উপকারের নিমিত্তে হইয়াছিল। অতএব অমুক সাহেব কয়েদ না হওয়াতে তিনি ঐ ধারানুসারে আপনার দায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

ঐ কিন্তু ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১০ ধারাতে এমত বিশেষ বিধি আছে " যে ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু সম্পত্তি যদি না থাকে এবং যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্তে একরারনামা দাখিল করিতে চাহে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই একরার নামা মঞ্জুর করেন এবং ঐ একরারনামার নিয়ম মতে কার্য্যকরণের কিছু ত্রুটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়ম ক্রমে ডিক্রীজারী করিবেন " এমত গতিকে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার কয়েদ থাকনের আবশ্যক নাই যেহেতুক সেই প্রকরণে লেখে যে " যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সেই ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকে তবে একবার মাত্র তাহাকে খালাস করিতে হইবেক।

ঐ সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে চলিত আইনানুসারে কর্জ্জা খাতককে দায় হইতে চূড়ান্ত রূপে মুক্ত করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই এবং যোত্রহীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন টাকা হইতে সরকারের পাওনা টাকা অগ্রে পরিশোধ হওনের পশ্চাৎ সাধারণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হওনের হুকুম নাই যেহেতুক কর্জ্জা খাতক খালাস হইবার পর তাহার স্থানে যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা তাহার কোন মহাজন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে বিক্রয় করিয়া লইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ১৮ জানুআরি ১২০০ সংখ্যা।

কোন সরকারী কর্ম্মকারকের সিরিশ্তায় পেয়াদার জিম্মায় যে টাকা দেওয়া যায় অথবা সে ব্যক্তি যে টাকা আদায় করে তাহা তছরুফ করিলে সেই অপরাধ ১৮১৩ সালের ২ আইনের অর্থের মধ্যে গণ্য হইবেক না।

তাহা অপরাধের ন্যায় জ্ঞান হইয়া সাধারণ আইনানুসারে তাহার দণ্ড হইবেক।

১৮৩৯ সাল ১৫ ফিব্রুআরি ১২০১ সংখ্যা।

ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কালেক্টর সাহেব নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তির জরীমানা করিলে এবং ঐ জরীমানার টাকা ক্রোকের দ্বারা বা প্রকারান্তরে উসুল হইলে সেই ব্যক্তি ঐ জরীমানার টাকা ফিরিয়া পাইবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে না।

১৮৩৯ সাল ১২ আপ্রিল ১২০৫ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে জমীদার কি ভূম্যধিকারী যদি সরাসরী অথবা নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত না করিয়া থাকেন যে খাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি কোন পাট্টাদার রাইয়তের পাট্টা অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং খোদকস্তা রাইয়তেরদের শক্তি আছে যে ভূমি হইতে বেদখল হওনের পূর্ব্বে যে টাকা তাহারদের স্থানে পাওনা আছে জমীদার কহেন সেই টাকা তাহারা অব্যাজে আদালতে দাখিল করে।

১৮৩৯ সাল ১ আপ্রিল ১২০৭ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া কলিকাতার সদর আদালতের সাহেবেরা যশোহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে যোত্রহীন আপেলাণ্ট যদ্যপি আসল মোকদ্দমার সময়ে যোত্রহীন ছিল কি না তথাপি তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধি খাটিবেক। কিন্তু যদি ঐ আপেলাণ্ট যোত্রহীনমতে আসল মোকদ্দমা করিয়াছিল তবে ঐ যোত্রহীন সুতরাং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে নকল শাদাকাগজে পাইয়াছিল তাহা আপীল আদালতে গুজারাইতে পারে যেহেতুক ঐ আইনের ৮ ধারানুসারে ঐরূপ নকল পাইবার দাওয়া করিতে পারে।

১৮৩৯ সাল ১২ আপ্রিল ১২০৯ সংখ্যা।

বিধান হইল যে দেওয়ানী আদালতের হুকুমের বাধকতা হইলে দেওয়ানীর জজ সাহেব আপনার হুকুম জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন না কিন্তু আইনের মধ্যে যে প্রকার নিয়ম আছে তদনুসারে জজ সাহেবের কার্য্য করিতে হইবেক।

১৮৩৯ সাল ১০ মে ১২১০ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের অধিকাংশের

মতে কলিকাতার সদর আদালতের জজ সাহেবেরা ঐক্য হইয়া এই বিধান করিয়াছেন যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের বিধির অনুসারে কোন ব্যক্তি আপন মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত একের অধিক সামান্য মোক্তার নিযুক্ত করিতে পারেন। অপর আলাহাবাদের সদর আদালত যে পরামর্শ দিলেন অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি একের অধিক সামান্য মোক্তার নিযুক্ত করেন তাঁহারদের উচিত যে মোক্তারেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে একে একে অথবা সকলে মিলিয়া যে যে কার্য্য করেন তাহার বিষয়ে মণ্ডক্কেল দায়ী আছেন ইহা তাঁহার স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কলিকাতার সদর আদালতের সাহেবেরা সম্মত হইয়া তাহা ব্যবহারের বিধির ন্যায় ধার্য্য করিলেন।

১৮৩৯ সাল ১০ মে ১২১১ সংখ্যা।

লবণের মাটি একত্র করণার্থে লবণের চর চাঁচন ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ নহে।

১৮৩৯ সাল ১২ জুলাই ১২১২ সংখ্যা।

বীরভূমের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে গ্রাম্য চৌকীদারেরদের ভরণ পোষণের নিমিত্তে যে ভূমি বৃত্তি আছে তাঁহার ফসল ঐ ভূমির মালিকের প্রতিকূলে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থে বিক্রয় হইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ৩ মে ১২১৪ সংখ্যা।

বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারার বিধির অনুসারে যে জরীমানার দণ্ড হয় তাহা আদালতের ডিক্রীজারী করণের বিষয়ী বিধির অনুসারে উসুল হইতে পারে অর্থাৎ যে ব্যক্তির জরীমানা হইয়াছে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে অথবা সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ৭ জুন ১২১৬ সংখ্যা।

সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে আদালতের হুকুমের বাধকতা করণ বিষয়ের নালিশে যখন কোন ব্যক্তিকে জওয়াব দিতে তাহার উপর সমন জারী হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তি আদালতে স্বয়ং হাজির না হইয়া উকীলের দ্বারা জওয়াব দিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত গতিকে সমন পাঠাইবার অভিপ্রায় এই যে তলব হওয়া ব্যক্তি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দেয় কিন্তু অপরাধ সাব্যস্ত হইলে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়াতে জেলখানায় কয়েদ করণের নিমিত্তে তাহাকে গ্রেপ্তার করণের যে হুকুম হয় তাহাতে

এবং ঐ সমনেতে অনেক বিশেষ আছে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে উক্ত নালিশক্রমে যে ব্যক্তির উপর সমন জারী হয় সেই ব্যক্তি উকীলের দ্বারা জওয়াব দিতে পারে এবং তাহার স্বয়ং হাজির হইবার আবশ্যক নাই।

১৮৩৯ সাল ২১ জুন ১২১৭ সংখ্যা।

যে কোন ব্যক্তি যোত্রহীনরূপে অধস্থ আদালতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তির যোত্রহীন মতে আপীল করণের দরখাস্ত করাতে সেই দরখাস্ত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে নামঞ্জুর হইলে এবং শাদাকাগজে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে নকল পাইয়াছিল তাহা আদালত হইতে ফিরিয়া পাইলে পর যদি ঐ আইনের ঐ ধারার ৪ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মতে আপীল করিতে চাহে তবে উক্ত মতে শাদাকাগজে পূর্ব্বোক্ত যে ডিক্রীর নকল পাইয়াছিল তাহা আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে পারে কি না অথবা অধস্থ আদালতে যোত্রহীন ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরদের যেরূপ ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রীর নকল লইতে হয় সেই রূপ ইষ্টাম্প কাগজে ঐ ব্যক্তির ডিক্রীর অন্য এক নকল লইতে হয় কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে এমত গতিকে যে যোত্রহীন ব্যক্তি আপীল করে সে অধস্থ আদালতের যে ডিক্রীর নকল শাদা কাগজে পাইয়াছিল তাহা আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে গুজারাইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ২১ জুন ১২১৮ সংখ্যা।

ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হেবানামা অর্থাৎ দানপত্রদাতার মরণের পর রেজষ্টরী হইতে পারে না অতএব দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভালই করিয়াছেন।

১৮৩৯ সাল ৩১ মে ১২১৯ সংখ্যা।

বিধান হইল যে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা হইলে মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন তাহা জারী করণার্থে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মুনসেফেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের দ্বারা রহিত হয় নাই।

১৮৩৯ সাল ৫ জুলাই ১২২১ সংখ্যা।

একজন দেওয়ানীর জজ সাহেব জালকরণ এবং চাতুরী ও জাল করাণের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাকে হুকুম করি-

লেন যে সাক্ষ্য যদি প্রচুর হয় তবে অপরাধীকে সোপর্দ্দ করে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে সোপর্দ্দ করিলেন তাহাতে সেশন জজ সাহেবকে কহা গেল যে এই কার্য্য রীত্যানুসারে হইয়াছে এবং তুমি সেশন জজ স্বরূপ ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পার।
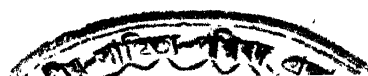
১৮৩৯ সাল ১২ জুলাই ১২২৩ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সকল সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাতে বিশেষ হুকুম আছে যে প্রধান সদর আমীনের আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় তাহা ঐ আদালতের দ্বারা নিয়ত ও অবর্জনীয় রূপে জারী হইবেক। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে যে মুনসেফেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের ডিক্রীজারী করণের দরখাস্ত জিলা ও সহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতা ক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না এবং মুনসেফের করা সকল ডিক্রী আইন মতে তাঁহারদের দ্বারা জারী হইবেক। যে গতিকে আইন মতে মুনসেফ কোন নম্বরী মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন না কেবল এমত গতিকে ঐ মুনসেফ সেই মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করিতে পারেন না।

১৮৩৯ সাল ২ আগষ্ট ১২২৭ সংখ্যা।

জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রীজারী করণেতে যদি কোন আস্ত বাড়ী খরিদ করিবার নিমিত্তে কোন খরীদার উপস্থিত না হয় এবং যদি কেহ কেহ কহে যে তাহার সরঞ্জাম আলাহিদা বিক্রয় হইলে আমরা খরিদ করিতে প্রস্তুত আছি তবে সেই বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার সরঞ্জাম পৃথক পৃথক করিয়া নীলাম হইতে পারে কি না।

ঐ তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই মত কার্য্য করিতে আইনে কোন হুকুম নাহি যেহেতুক আইনের বিধানের এই অভিপ্রায় বোধ হয় যে সম্পত্তি নীলাম করণের পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে হইবেক না। কিন্তু নীলামের খরীদার নীলাম সিদ্ধ হওনের পর আপন ঝুঁকীতে সেই বাটীর কোন ভাগ স্থানান্তর করিতে পারে। পরন্তু নীলাম ক্রমে তাহার কি কি স্বত্ব হইয়াছে যদ্যপি তদ্বিষয়ে অন্যান্য দাওয়াদার বিরোধ করে তবে তাহারদের দাওয়ার বিষয়ে সেই ব্যক্তি জওয়াব দিবেক।

ঐ সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে উক্ত বিধানের মতাচরণ করাতে কিছু অনিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৮ জানু-

আরির সরকুলর অডরের অনুসারে ডিক্রীদার আপনি সেই সম্পত্তি খরিদ করিতে পারে এবং আপনার যত টাকার দাওয়া আছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে।

ঐ সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বৃক্ষ সেইরূপে নীলাম হইলে সেই বিধি তাহার বিষয়েও খাটিবেক এবং ঐ বৃক্ষ নীলাম হওনের পূর্ব্বে কাটা যাইতে পারে না।

১৮৩৯ সাল ২ আগষ্ট ১২২৯ সংখ্যা।

গোরক্ষপুরের জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনক্রমে যোত্রহীনেরন্যায় নালিশ করণের যে যে দরখাস্ত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ৯ আইন জারী হওনের সময়ে যদি কোন হুকুম না হইয়া থাকে তবে সেই দরখাস্তের বিষয়ে ঐ ১৮৩৯ সালের ৯ আইন খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত তাঁহাকে জানাইলেন যে ১৮৩৯ সালের ৯ আইন জারী হওনের সময়ে যোত্রহীনের ন্যায় নালিশ করণের পূর্ব্ব করা যে যে দরখাস্তের বিষয়ে হুকুম হয় নাই সেই সকল দরখাস্তের ঐ আইনের বিধির অনুসারে নিস্পত্তি করিতে হইবেক।

ঐ ঐ জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে উক্ত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে জজ সাহেবকে বিবেচনা করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তৎক্রমে যদি তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের উপযুক্ত কারণ না দেখন প্রযুক্ত যোত্রহীনের ন্যায় মোকদ্দমা করিতে কোন ব্যক্তির দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে দরখাস্তকারী সেই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কোন নূতন কারণ জানাইবার নিমিত্তে অথবা তাহার প্রথম দরখাস্ত যে চুক অথবা অশুদ্ধ হওনের দ্বারা নামঞ্জুর হইয়াছিল সেই চুক বা দোষ শুধরাইবার জন্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত করিলে জজ সাহেব তাহা আপনার ক্ষমতাক্রমে লইতে পারেন কি না কিম্বা ঐ দ্বিতীয় দরখাস্ত পূর্ব্বের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের ন্যায় জজ সাহেবের জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তদনুসারে তাহার বিষয়ে কার্য্য হইবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে জজ সাহেব এক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে আপনার ক্ষমতাক্রমে দ্বিতীয় দরখাস্ত লইতে পারেন না কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দরখাস্ত আপনার হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৩৯ সাল ২ আগষ্ট ১২৩০ সংখ্যা।

কোন দলীল দস্তাবেজ পারসী ভাষাতে লিখিত হওন প্রযুক্ত দলীল

দস্তাবেজের রেঁজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না।

১৮৩৯ সাল ১১ আগষ্ট ১২৩৬ সংখ্যা।

ফতেপুরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ধারানুসারে যখন আসামীকে ডিক্রীজারী না হওনের কারণ জানাইতে হুকুমনামা না পাঠান গিয়া এত্তেলানামা পাঠান গিয়া থাকে এবং সেই আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় তখন আদালত হইতে ইশ্‌তিহার দিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আসামীর উপর যদি এত্তেলানামা জারী না হইতে পারে তবে ইশ্‌তিহার দিতেই হইবেক। কিন্তু যদি ঐ ইশ্‌তিহারের মর্ম্ম এত্তেলানামার মধ্যে লেখা যায় এবং যদি নাজীরের নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা ঐ এত্তালানামার সঙ্গে পাঠান যায় যে তাহা আসামীর উপর জারী করিতে না পারিলে তাহা আসামীর বাটীতে লটকায় তবে কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।'

১৮৩৯ সাল ১৬ আগষ্ট ১২৩৮ সংখ্যা।

টাকা তছরূপ করণ অপরাধেতে জামিন লওয়া যাইতে পারে এবং যে ব্যক্তির নামে সেই অপরাধের অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি যদি জামিন দেয় তবে কয়েদ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ১৬ আগষ্ট ১২৪৩ সংখ্যা।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে একজন পত্তনি তালুকদার খাজানা বাকী রাখিল তাহাতে তাহার পত্তনি তালুক নীলাম হইল এবং বাকীদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার বিরুদ্ধে আপনি বেনামীতে তাহা খরীদ করিল এবং দরপত্তনিদারকে বেদখল করিল ইহাতে দরপত্তনিদারের কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে। সেই ব্যক্তি আপনার দরপত্তনি তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে কি কেবল ঐ আইনের ১৩ ধারার এবং ১৭ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত মতে প্রতিকার পাইতে পারে। তাহাতে বিধান হইল যে বাকীদার আপনি পত্তনি তালুক বেনামীতে খরিদ করিতে পারেন না তাহার ঐ খরিদ বেআইনী অতএব দরপত্তনিদারকে বেদখল করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। এই প্রযুক্ত ঐ দরপত্তনিদার যদি বেদখল হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে বেনামী খরিদারের নামে নালিশ করিতে পারে এবং সেই তালুকে তাহার যে লাভ ছিল তাহা মোকদ্দমার মূল্য ধরিবেক।

১৮৩৯ সাল ২৩ আগষ্ট ১২৪৫ সংখ্যা।

পশ্চিম বৰ্দ্ধমানের জজ সাহেবের ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৬ ও ৭ প্রকরণের অর্থঘটিত জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আইনের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম করিবার হুকুম আছে তাহার কোন এক কৰ্ম্ম যদি তিনি না করিয়া ৬ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন অথবা ৭ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত যদ্যপি যে জজ সাহেবের ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় বা তাহার আপীল শুনিতে হয় সেই জজ সাহেব আইন মতে সেই মোকদ্দমার রুবকার করিতে এবং ডিক্রী করিতে পারেন না তবে জিলার জজ সাহেবের উচিত যে ঐ রোয়দাদের কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া যে যে বিষয়ে তিনি আইন মতে কাৰ্য্য করেন নাই তাহা কালেক্টর সাহেবকে দর্শয়াইয়া যে ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধিত করিতে অথবা যাহা লিখিতে ক্রটি হইয়াছিল তাহা লিখিতে হুকুম দেন কিন্তু যদ্যপি কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে স্বীকৃত না হন তবে জজ সাহেব তাহা গবৰ্ণমেণ্টকে জানাইবেন। কিন্তু যে গতিকে জজ সাহেব এমত কাৰ্য্য না করিলে আইন মতে মোকদ্দমার রুবকার করিতে পারেন না কেবল সেই গতিকে এই মত কাৰ্য্য করিবেন যেহেতুক অন্য সকল গতিকের বিষয়ে ঐ আইনের ৬ প্রকরণেতে সম্পূর্ণ বিধান আছে।

১৮৩৯ সাল ৬ সেপ্টেম্বর ১২৪৭ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালত ধাৰ্য্য করিলেন যে ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে পোলীসের কৰ্ম্মকারকেরা যে কোন মহালে নিযুক্ত হয় সেই মহালের জমাদারকে তাহারদের বাসের জন্য বাটী প্রস্তুত করিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা নাই। এবং যদি কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মত হুকুম দিয়া থাকেন তবে ১৮৩৭ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার উপর আপীল সেশন জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে।

১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে কোন জমীদারীতে পোলীসের যে আমলারা নিযুক্ত হন তাঁহারদের বাসের জন্যে ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে কোন জমীদারের প্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিতে পারেন না।

১৮৪০ সাল ৩ জানুআরি ১২৪৮ সংখ্যা।

কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কৃষ্ণের প্রতিকূলে বংশীর প্রমাণ না হওয়া যে দাওয়া থাকে তাহা বংশীর প্রতি

কৃষ্ণ রাম নামক অন্য ব্যক্তি আপন ডিক্রীজারী করণের নিমিত্তে অধিকার করিতে পারে এবং তাহা নীলাম হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহা খরিদ করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণের স্থানে তাহার দাওয়া করিতে পারে এবং কৃষ্ণ সেই টাকা না দিলে তাহা পাইবার নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে।

ঐ আরো বিধান হইল যে প্রমাণ হওয়া যে দাওয়ার ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত বিধান খাটিবেক এবং যে ব্যক্তি নীলামে সেই দাওয়া খরিদ করে আসল ডিক্রীদার যেরূপে সেই ডিক্রীজারী করিতে পারিত সেই ব্যক্তিও সেই রূপ করিতে পারে।

১৮৩৯ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর ১২৪৯ সংখ্যা।

বেহারের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে।

১৮৩৯ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর ১২৫০ সংখ্যা।

সদর অদালতের পরামর্শানুসারে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের বিধি যেমন প্রথমতঃ উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার আসামীর বিষয়ে খাটে তেমনি আপীলী মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টের বিষয়েও খাটে।

১৮৩৯ সাল ১ নবেম্বর ১২৫১ সংখ্যা।

যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অপহরণের বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের হুকুম ক্রমে দণ্ড পাইয়াছে সেই ব্যক্তির নামে ঐ কর্ম্মের ক্ষতির টাকা পাইবার বিষয়ে আইনমতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা এই উত্তর করিলেন যে এই জিজ্ঞাসা যে মোকদ্দমার বিষয়ে হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা বোধ করি যে ফরিয়াদীর স্ত্রীকে অপহরণ করণের বিষয়ে ফৌজদারী আদালত আসামীর জরীমানা ও কয়েদের দণ্ড করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ দণ্ড হওয়া প্রযুক্ত স্বামির যে টাকা ক্ষতি হইয়াছিল কেহ তাহা পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা প্রতিবন্ধক হইবেক না।

১৮৩৯ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর ১২৫২ সংখ্যা।

যশোহরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার হুকুম সদর দেও-

য়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা কেবল জিলা ও সহরের আদালতে ও তাঁহারদের অধীন আদালতে খাটে।

১৮৩৯ সাল ৪ আক্টোবর ১২৫৪ সংখ্যা।

বধির ও মূক ব্যক্তির যে অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হইয়াছিল সে ব্যক্তি ঐ নাবালগের তরফে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনমতে আপীল করণের অনুমতি পাইবার জন্য সদর আদালতে দরখাস্ত করিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে প্রকার মান্য স্ত্রীর বিষয় লেখা আছে এমত স্ত্রী ব্যতিরেক অন্য কোন ব্যক্তি মোক্তারের দ্বারা যোত্রহীন মতে আপীল করণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে না।

১৮৩৯ সাল ১৮ আক্টোবর ১২৫৫ সংখ্যা।

ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খাজানার বাকীর নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারানুসারে মুনসেফদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করণের যে কমিস্যনরী পদ তাঁহারদের ছিল সেই পদক্রমে তাঁহারদিগকে দেওয়া গেল অতএব ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে তাঁহারদের সেই প্রকার কমিস্যনরী পদ রহিত হওয়াতে সুতরাং তাঁহারদের সেই ক্ষমতাও রহিত হইয়াছে।

১৮৩৯ সাল ১ নবেম্বর ১২৫৮ সংখ্যা।

চাটিগাঁর জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যোত্রহীনের মোকদ্দমায় ৬২১ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে উকীলের রসুম দেওনের পর ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা তৎপরে দিতে হইবেক যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তিরদের ঐ রসুম আগাম দিতে হয় অতএব তাহারদের অপেক্ষা যে যোত্রহীন ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমাতে জয়ী হইয়াছে তাহাকে ঐ রসুমের বিষয়ে অধিক অনুগ্রহ করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। কিন্তু সরকারের ইষ্টাম্পের মাসুল দিলে পর সরকারের অন্যান্য দাওয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিরদের যে দাওয়া থাকে তাহা পরিশোধ করিবার বিষয়ে উক্ত আইনের অর্থের নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক সে নিয়ম এই যে অন্যান্য দাওয়া পরিশোধ করণের ক্রমে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া নির্ণয় করিতে হইবেক।

১৮৩৯ সাল ১ নবেম্বর ১২৫৯ সংখ্যা।

ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন

মোকদ্দমার বিশেষ ভাব গতিক দৃষ্টে আবশ্যক বোধ হইল যে জজ সাহেবের অধীন মুনসেফ থাকেন তাঁহার দ্বারা ঐ মুনসেফ কোন মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ অন্য কোন আদালত হইতে তলব করিতে পারেন কিন্তু সামান্যতঃ যদি বিশেষ কোন এক কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তবে যে ব্যক্তি তাহা আদালতে দাখিল করিতে চাহে তাহার উচিত যে রীতিমতে দস্তখৎ হওয়া এক নকল দরখাস্ত করিয়া আনে।

১৮৪০ সাল ৩ জানুআরি ১২৬১ সংখ্যা।

সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে হইবেক তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের ভাবানুসারে মুনসেফ শুনিতে পারেন না। অতএব যদি মুনসেফ সেই প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিয়া থাকেন এবং যদ্যপি আপীল ক্রমে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত হয় তবে তাঁহার উচিত যে গত ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডর ক্রমে তাহা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া এই পরামর্শ দেন যে ঐ মোকদ্দমা আইন বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা আদৌ নামঞ্জুর করা কর্ত্তব্য ছিল অতএব মুনসেফ তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন এই নিমিত্তে মুনসেফের ডিক্রী রদ করিয়া সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে পাঠান যায়।

১৮৪০ সাল ১০ মার্চ্চ ১২৬৫ সংখ্যা।

আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা তজবীজ ও রিপোর্ট করণার্থ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে।

১৮৩৯ সাল ৯ আগষ্ট ১২৬৬ সংখ্যা।

হুগলির জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে চলিত আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা ঐ ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে জারী হইতে পারে।

১৮৪০ সাল ২০ মার্চ্চ ১২৬৮ সংখ্যা।

আহমদ মক্কা তীর্থে গমনের পূর্ব্বে বক্সুকে আপনার মোক্তার করিল এবং আপনার অবর্ত্তমান সময়ে আপনার সম্পত্তির সরবরাহ ও তত্ত্বাবধারণার্থ তাহাকে সাধারণ ক্ষমতা দিল বক্সুকে আহমদ যে মোক্তারনামা দিয়াছিল তাহাতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিতে এবং মোক্তার নিযুক্ত করিতে ও তগীর করিতে এবং বিশেষতঃ উকীলেরদিগকে মোকরর করণের বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া গেল কিন্তু ১৮৩৩

সালের ১২ আইনানুসারে মোক্তারদিগকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে তাহাতে কোন বিশেষ হুকুম ছিল না। তাহাতে ধার্য্য হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার মোক্তারনামা ক্রমে যাহাকে কোন অবর্ত্তমান ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির সরবরাহ কর্ম্মের ভার দেয় সেই ব্যক্তি আপনার মওক্কেলের পক্ষে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে বিশেষ মোক্তার নিযুক্ত করিতে পারে।

১৮৪০ সাল ৭ ফিব্রুআরি ১২৬৯ সংখ্যা।

বিধান হইল যে জিল্লার জজ সাহেব মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া কসুরপ্রযুক্ত তাহা ডিস্‌মিস্ করিলে তাঁহার সেই হুকুমের উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্বিচার হইতে পারে।

১৮৪০ সাল ১০ জানুআরি ১২৭০ সংখ্যা।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে মোকদ্দমার খরচা দেওন বিষয়ে যে জামিনীপত্র দেওয়া যায় তাহা ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৫ ধারানুসারে রেজিষ্টরী হইতে পারে।

১৮৪০ সাল ২ ফিব্রুআরি ১২৭১ সংখ্যা।

ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর অনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাহারা জিলার আদালতের আমলার মধ্যে গণ্য অতএব জিলার জজ সাহেব ঐরূপ আমলার তগীর করণের বিষয়ে আপনার ক্ষমতানুসারে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু আইন মতে সেই হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে।

১৮৪০ সাল ৩১ জানুআরি ১২৭২ সংখ্যা।

বিধান হইল যে রাইয়তের জমা নির্ণয় করণার্থে যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার মূল্য এক বৎসরের খাজানার তুল্য ধরিতে হইবেক।

১৮৪০ সাল ২০ মার্চ্চ ১২৭৬ সংখ্যা।

ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন আসামী ফৌজদারী হুকুমক্রমে কয়েদ থাকনের সময়ে দেওয়ানী বিষয়ে তাহাকে গ্রেফতার করণের হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন না যে ঐ আসামীর কয়েদের মিয়াদ অতীত হইলে তাহাকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু সেই আসামী খালাস হইলে পর নিয়মিত দাঁড়াক্রমে তাহাকে গ্রেফতার করিতে হইবেক।

১৮৪০ সাল ১০ আপ্রিল ১২৭৭ সংখ্যা।

যখন কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ৩০০ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমা মুনসেফের বিচার করণের যোগ্য হয় না এবং তাহার বিচার করণের ভার

সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তখন সেই মোকদ্দমাতে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক এবং সদর আমীনের আদালতের মোকদ্দমায় যে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ইষ্টাম্পের মাসুল তাহাতে লাগিবেক।

১৮৪০ সাল ২৬ জুন ১২৭৮ সংখ্যা।

আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি নীলাম বা হস্তান্তর করণ বিষয়ে যাহারা ওজর করে. তাহারা সেই বিষয়ের দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদা কাগজে করিতে পারে।

১৮৪০ সাল ১৪ আগষ্ট ১২৭৯ সংখ্যা।

উভয় সদর আদালতের জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে হুণ্ডী মহাজনের দ্বারা স্বীকার হইলে এবং তাহা কেনা বেচা হইলে যদ্যপি তাহাতে ইষ্টাম্প না বসান যায় কিম্বা তাহার সঙ্গে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এক নকল আদালতে দাখিল না হয় তবে তাহা আইন সিদ্ধ নিদর্শনপত্রের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই ১২৮১ সংখ্যা।

নিজামৎ আদালত বোধ করেন যে জমীদারেরদের জমীদারীর সরহদ্দের মধ্যে যে ডাকাইতী কি খুন বা অন্য অপরাধ হয় এবং তাহার বিষয় তাঁহারা অবগত হন সেই সেই অপরাধের বিষয়ের তাঁহারদের অবশ্য সম্বাদ দিতে হইবেক না দিলে তাহারা নিরূপিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং চৌকীদারেরদের স্থানে সেই সম্বাদ পাওয়াতে তাঁহারা সেই ঝুঁকী হইতে মুক্ত হন না।

যে প্রকার এই সম্বাদ দিতে হইবেক তাহা জমীদার আপনার বিবেচনা মতে করিবেন। সামান্যতঃ তিনি সেই সম্বাদ লিখনের দ্বারা দিবেন কিন্তু যদি জমীদারের কোন গুপ্ত সম্বাদ দিতে হয় তবে তিনি স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যাইতে পারেন। এবং তিনি যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা দারোগার নিকটে একজন চাকর পাঠাইতে পারেন।

১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট ১২৮২ সংখ্যা।

ময়মনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা হইলে যদি প্রধান সদর আমীন তাহা হইতে অল্প টাকার ডিক্রী করেন তবে প্রধান সদর আমীনের ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক।

১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট ১২৮৩ সংখ্যা।

ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মফঃসলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।

১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট ১২৮৪ সংখ্যা।

১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারায় কার্য্য করণের যে নিয়ম আছে ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে আসামীদিগকে কয়েদ করেন তাহারদের বিষয়ে ঐ নিয়ম খাটিবেক।

১৮৪০ সাল ৭ সেপ্টেম্বর ১২৮৫ সংখ্যা।

শাহারণপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যোত্র হীন মতে যাহারা নালিশ করিতে দরখাস্ত করে তাহারদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারায় যে তহকীক করণের হুকুম আছে তাহা জজ সাহেবের আপনার করিতে হইবেক অন্যকে ভার দিতে হইবেক না।

১৮৪০ সাল ১৪ আগষ্ট ১২৮৬ সংখ্যা।

রঙ্গপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের সম্পত্তির যে কোন হুণ্ডী কি অন্য কোন তমঃসুক থাকে তাহার মিয়াদ পূর্ণ হইলে জিলার জজ সাহেব টাকা আদায় করিতে পারেন এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে যে বারো মাস মিয়াদ লেখা আছে তাহা অতীত না হওন পর্য্যন্ত আপন আদালতে আমানৎ রাখিবেন। কিন্তু যে খত নিরূপিত মিয়াদের পর পাওয়া যাইবেক এবং সেই মিয়াদের মধ্যে তাহার টাকা আদায় না করিলে ক্ষতি হইতে পারে কেবল এমত খতের নির্ব্বিরোধে যে টাকা আদায় হইতে পারে তাহা জজ সাহেব আদায় করিবেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যে দাওয়া দেনদার স্বীকার না করে কিম্বা যে দাওয়ার বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৮৪১ সাল ১৯ মার্চ্চ ১২৯১ সংখ্যা।

রাম ও গোপালের সৈন্যের ছাউনিতে লেনাদেনা আছে কিন্তু তাহারা তথায় বাস করে না। রাম গোপালের নামে যুদ্ধ সম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্টে নালিশ করাতে তাহার পক্ষে ডিক্রী হয় গোপাল কহে যে এই বিষয় ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে নহে তথাপি ডিক্রীজারী হয় পরে গোপালের ডিক্রী অনুসারে যে টাকা দিতে হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে রামের নামে নালিশ করে তাহাতে বিধান হইল যে এই প্রকার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত আইনমতে শুনিতে পারেন না।

১৮৪১ সাল ২৬ মার্চ্চ ১২৯২ সংখ্যা॥

বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন উভয় বিবাদীর সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।

১৮৪১ সাল ৩০ জুলাই ১২৯৩ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণে যে ইশতিহারনামার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা আসামীকে রীতিমতে এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে জারী করিতে হয়। ঐ ইশতিহারনামাক্রমে যে দাওয়াদারেরা উপস্থিত হয় তাহার খরচার অংশ দিবার যোগ্য হইবেক।

১৮৪১ সাল ২১ মে ১২৯৪ সংখ্যা।

বিধান হইল যে কোন মুনসেফ যদি আপনার কোন আমলার জরীমানা করেন তবে জজ সাহেবের অনুমতি না পাইলে তাহা উসুল করিতে পারেন না এবং যুক্তিক্রমে ঐ সাহেবের অনুমতি না পাইলে তাহা মাফ করিতে পারে না কিন্তু যদ্যপি জরীমানার হুকুম মুনসেফ রোয়দাদে না লিখিয়া থাকেন তবে জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিলে তাহা মাফ করিতে পারেন।

১৮৪১ সাল ২৮ মে ১২৯৭ সংখ্যা।

যশোহরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের বিধি যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় খাটে কি না তাহাতে এই বিধান হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদী এবং উকীলেরদের মধ্যে আপোসে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এমত সকল মোকদ্দমায় ঐ প্রকরণ খাটে।

ঐ ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের (এক্ষণে ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারার) যে বিধিতে হুকুম আছে যে উকীলেরদের রসুমের বিষয়ে তাহারদের মওক্কেলের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা সিদ্ধ করা যাইতে পারে সেই বিধি পাপর মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে।

১৮৪১ সাল ২৮ মে ১২৯৮ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালত অনবগত নহেন যে ত্রিহুত জিলার অধিকাংশ ভূমির পাট্টা নীলকর সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই প্রায় ব্রিটনীয় প্রজা। পাট্টা ও কবুলিয়তে নিয়ত ইহা লেখা থাকে যে পোলীস সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য আইন অনুসারে ভূম্যধিকারীর করিতে হয় তাহা উপযুক্ত মতে করিবার জন্যে ঐ পাট্টাদার দায়ী আছেন। কিন্তু

নীলকর সাহেবেরদের বিষয়ে এই বন্দোবস্ত বৃথা যেহেতুক এমত কোন আইন নাই যে উক্ত বিষয়ের আইন উল্লংঘনের জন্যে আমি কোন ব্রিটনীয় প্রজার দণ্ড করিতে পারি। অতএব এই জিজ্ঞাসা উত্থিত হইতেছে যে এই প্রকার আপোস বন্দোবস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বীকার করিতে হইবেক কি না অর্থাৎ যে প্রতিনিধি বিশেষ বিশেষ আইনের অধীন নহেন এমত ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারী অনুমতি বিনা আপনার এওজে নিযুক্ত করিলে আইনের দ্বারা যে সকল ঝুঁকী ঐ জমীদারের উপর আছে তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন কি না আমার বোধে তিনি স্পষ্টতঃ মুক্ত হন না এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত যে ভূম্যধিকারী ব্রিটনীয় প্রজাকে পাট্টা দিলেও ঐ ভূম্যধিকারীকে পোলাস সংক্রান্ত কর্ম্মের বিষয়ে দায়ী জ্ঞান করেন তথাপি এই বিষয়ে আমি সদর নিজামৎ আদালতের মত পাইবার প্রার্থনা করিতেছি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ জিজ্ঞাসা করাতে সদর নিজামৎ আদালত এই ধার্য্য কবিলেন যে আইনের দ্বারা জমীদারের প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার অর্পণ হইয়াছে ঐ জমীদার অন্য ব্যক্তির সঙ্গে আপোসে কোন বন্দোবস্ত করিলেও সেই ভার হইতে মুক্ত হন না।

১৮৪১ সাল ৪ জুন ১২৯৯ সংখ্যা।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য।

ঐ দিনুরাম শাহার দরখাস্ত প্রবুক্ত আমি তদারক করিয়া অবগত হইলাম যে ১৮৪০ সালের ৬ জুন তারিখে যে সোণামুখীর মুনসেফের কাছারীতে গণেশ গরাইনের নামে ১৯৬ টাকার দাবিতে নালিশ করিল এবং ঐ গরাইনের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারিত তাহা জারী না হওনের নিমিত্তে সে ব্যক্তি গোপাল গরাইন নামক তাহার এক কুটুম্বকে তাহার নামে বড়যোড়ার মুনসেফের কাছারীতে ঐ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করায় এবং ঐ মাসের ৮ তারিখে ঐ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী একওয়াল দাবী দাখিল করে তাহাতে সে মিথ্যা দাওয়া স্বীকার করে এবং দাওয়া পরিশোধের নিমিত্তে আপনার সমস্ত জায়দাদ বন্ধক স্বরূপ দিল এবং তাহার অনুসারে সেই দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী হয় তাহাতে জজ সাহেবকে কহা গেল যে উক্ত বিবরণ দৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদারের উক্ত ফেরেবী কার্য্যের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ফেরেবী ব্যক্তির নামে নম্বরী মোকদ্দমা করে এবং মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে

উক্ত সমস্ত জায়দাদ ক্রোক হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা ডিক্রীদারের হক রক্ষা হইতে পারে।

১৮৪১ সাল ১৮ জুন ১৩০০ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণের বিধানানুসারে মুনসেফের যে বিচার করিতে হয় তাহা কেবল দাবী হওয়া সম্পত্তিতে দাওয়াদারের স্বত্বের বিষয়ে হইবেক এবং মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ের বিচার করিবেন না।

১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই ১৩০১ সংখ্যা।

কোন মোকদ্দমাতে গোপালের পক্ষে ডিক্রী হয় ঐ ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি আসামীর সম্পত্তি বলিয়া কতক ৪ ভূমি নীলাম হওনার্থে দেখাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে রাম নামক দাওয়াদার ঐ ভূমির উপর দাওয়া করে ঐ দাওয়া মঞ্জুর হয় এবং নীলাম স্থগিত হয় তাহাতে গোপালকে হুকুম দেওয়া গেল যে তোমার যদি কোন দাওয়া থাকে তবে নম্বরী মোকদ্দমা কর অতএব সে ব্যক্তি আপন পক্ষের ডিক্রীজারী করণার্থে কতক কতক ভূমি বিক্রয় করাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার অনুসারে গোপালের আপন মোকদ্দমার কত টাকা মূল্য ধরিতে হইবেক। তাহাতে বিধান হইল যে উক্ত মোকদ্দমা দখল পাইবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যায় না কিন্তু ঐ ভূমিতে প্রথম আসামীর স্বত্ব বিক্রয় করিবার এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকাতে গোপালের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্তে অনুমতি পাইতে মোকদ্দমা হয় অর্থাৎ ঐ সম্পত্তি যত মূল্যে নীলাম হইতে পারে তত টাকার মোকদ্দমা হওয়াতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার ২ দফার অনুসারে ভূমির আন্দাজী মূল্যেতে মোকদ্দমার মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক অথবা যদি নীলামের প্রাপ্ত মূল্য তাহার দাওয়ার অধিক হয় তবে ডিক্রী অনুসারে ফরিয়াদীর দাওয়ার তুল্য তাহার মোকদ্দমার মূল্য হিসাব করিতে হইবেক যেহেতুক যে মালগুজারীর ভূমির স্বত্বের মূল্য ঐ আইনের মন্তব্য কথার এক দফানুসারে নিশ্চয় হইতে পারে না এমত স্বত্বের বিষয়ী মোকদ্দমা জ্ঞান হইতেছে।

১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই ১৩০৩ সংখ্যা।

বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বিচারকেরা যে সকল সরাসরী ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটিবেক অর্থাৎ ঐ বিচারকেরদের করা সকল সরাসরী ফয়সলা

অন্যথা করিবার নিমিত্তে নম্বরী সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আইন জারী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হয়।

১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই ১৩০৪ সংখ্যা।

বিধান হইল যে সর্ব্ব সুদ্ধ ৩০০ টাকার অধিক কোন খতের উপর ৩০০ টাকার ন্যুন কিস্তিবন্দীর বিষয়ে মোকদ্দমা হইল এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দিলে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৩০০ টাকার উর্দ্ধ কোন ইজারার বন্দোবস্ত বা পাট্টার উপর যদি ৩০০ টাকার ন্যুন বাকী খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দেয় তবে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন।

১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট ১৩০৬ সংখ্যা।

মোখ্তারী করণের কালের বিষয়ে যে বন্দোবস্তপত্র লেখা যায়, তাহাতে যদি ঐ মোখ্তারের মাহিয়ানার বিশেষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহার খোরাকির বিষয়ের অঙ্গীকার থাকে তবে সেই বন্দোবস্তপত্র ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত তফসীলের ২ প্রকরণের বিধিমতে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

ঐ যদি কোন মোখ্তারের সঙ্গে এইমত বন্দোবস্ত হয় যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকনের সময়ে সে ব্যক্তি মাসিক বেতন বলিয়া কতক নগদ টাকা পাইবেক এবং তাহার খোরাকও তাহাকে দেওয়া যাইবেক তবে এইমত বন্দোবস্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ঐ তফসীলের প্রকরণানুসারে ইষ্টাম্পের উপর লিখিতে হইবেক।

১৮৪১ সাল ৩০ জুলাই ১৩০৭ সংখ্যা।

১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে ডাক নিযুক্ত না রাখিবার বিষয়ে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কি তাহারদের নায়েবের দের. প্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের হুকুম করেন তাহার উপর আপীল সেশন জজ সাহেবের নিকটে হইবেক পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হইবেক না।

১৮৪১ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩০৮ সংখ্যা।

স্থাবর সম্পত্তিতে দখল পাইবার নিমিত্তে গোপাল রামের নামে মুনসেফের আদালতে নালিশ করে। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তিতে রামের যে স্বত্ব ও সম্পর্ক ছিল তাহা আদালতের ডিক্রীজারী করণার্থে কৃষ্ণকে বিক্রয় করা গেল। তাহাতে বিধান হইল যে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমাতে কৃষ্ণকে আসামী করণার্থে

যে দরখাস্ত করে. তাহা মুনসেফ লইতে পারেন। কিন্তু মুনসেফ যে অব শেষ আরজী গ্রহণ করিতে পারেন না ঐ সুধরা দরখাস্ত সেই প্রকার অব শেষ আরজী জ্ঞান হইবেক না।

১৮৪১ সাল ২২ আক্টোবর ১৩০৯ সংখ্যা।

বিধান হইল যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণের বিধি যেমন অন্য বিষয়ে খাটে তেমনি যোত্রহীনেরদের বিষয়েও খাটে।

১৮৪১ সাল ২২ আক্টোবর ১৩১০ সংখ্যা।

১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের এইমত হুকুম আছে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তি যদি আপনার একরার মত কার্য্য না করে তবে তাহার ঊর্দ্ধ সংখ্যক দাদনী টাকার সুদ সমতে তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। আলাহাবাদের জজ সাহেব ঐ আইনের তাৎপর্য্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ দণ্ড কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগুণ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের সময়ে যে সুদ হইয়া থাকে তাহা সুদ্ধ হইতে পারে। তাহাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের অর্থ এই যে কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে।

১৮৪১ সাল ৫ নবেম্বর ১৩১১ সংখ্যা।

উন্মাদ ব্যক্তির কেবল অস্থাবর সম্পত্তি হইলে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করণের ক্ষমতা কোন আইনের দ্বারা দেওয়া যায় নাহি।

ঐ উন্মাদ ব্যক্তির সম্পত্তি কেবল অস্থাবর বিষয় হইলে হইতে পারে অতএব দেওয়ানী আদালতের তাহাতে হাত দেওনের কোন আইন নাহি।

১৮৪১ সাল ২২ আক্টোবর ১৩১২ সংখ্যা।

নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৭ ও ১০ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩২ এবং ৩৩ ধারা দৃষ্টে অনুমান করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে জমীদারী খরিদ করিলেন তাহার মধ্যে যে যে তালুক সাবেক ভূম্যধিকারী পত্তনি দিয়াছিলেন তাহা ঐ খরিদার সুদ্ধ ক্রোক করণের দ্বারা অন্যথা করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অন্যথা করনের যে অধিকার আছে ইহা পূর্ব্বে আদালতে সাব্যস্ত না করিলে অন্যথা করিতে পারেন না। এবং ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১০ ধারা দৃষ্টে তিনি বোধ করিলেন যে এমত গতিকে ঐ পত্তনি তালুক দখল পাওনের নিমিত্তে আইনের মধ্যে যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ছাড়া নীলামী খরিদারের অন্য কোন পথ নাই। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে

যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহাতে যদি কোন মহাজনের নীলামী খরিদার কহেন যে আইনমতে আমার যে স্বত্ব আছে তদনুসারে কার্য্য করিতেছি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত যে যে ভূমি হইতে মোকদ্দমা করণ বিনা ঐ আইনের ১০ ধারা ক্রমে বেদখল করিতে নাই। বিরোধি ভূমি সেই প্রকার কি না ইহা নিশ্চয় করেন এবং যদ্যপি সেই প্রকার না হয় তবে খরিদারের আপনার স্বত্বের অনুযায়ি কার্য্য করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যক নাই।

১৮৪১ সাল ৩১ ডিসেম্বর ১৩১৩ সংখ্যা।

গোপাল ইষ্টাম্পের রসুম এবং উকীলের খরচা দিয়া রামের নামে নালিশ করে মোকদ্দমার শেষ না হইতে রাম ডিক্রীজারী করে এবং গোপালের ভূমি সম্পত্তি নীলাম করে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর গোপাল সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে এবং ঐ মোকদ্দমার আরজী সংশোধনের জন্যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার হওনের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় আরজীর সংশোধন হওয়াতে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইষ্টাম্পের মাসুল এবং উকীলের বেশী খরচা প্রভৃতি দেওনের আবশ্যক হয়। গোপালের জায়দাদ আসামীর ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্তে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। গোপাল দরখাস্ত করে যে আমি এক্ষণে যোত্রহীন অতএব আদালতের হুকুম প্রতিপালনের নিমিত্তে যে অধিক ইষ্টাম্পের আবশ্যক তাহা দিতে পারি না। প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে যোত্রহীন ছিল না মোকদ্দমা হওনের সময়ে সে ব্যক্তি যোত্রহীন রূপে সওয়াল জওয়াব করিতে পারে না অতএব ঐ মোকদ্দমা কসুর হইয়াছে বলিয়া আপনার নথী হইতে উঠাইয়া ফেলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল হয় অতএব জিজ্ঞাসা এই যে গোপালের যোত্রহীনতার বিষয়ে রীতিমত তজবীজ হইলে পর যোত্রহীনরূপে তাহার মোকদ্দমা জানাইতে অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল কি ননসুট করিয়া সমস্ত দাওয়ার বিষয়ে গোড়া অবধি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া উচিত।

ঐ তাহাতে বিধান হইল যে ফরিয়াদীকে যখন সংশোধিত আরজী দিবার হুকুম হইল ও সেই ব্যক্তি কহে যে আমি যোত্রহীন অতএব ঐ হুকুম ক্রমে কার্য্য করিতে পারি না তখন তাহার যোত্রহীনতার বিষয়ে তজবীজ করিতে হইবেক এবং যদি তাহা সত্য হয় তবে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত থাকে এবং ফরিয়াদী কহে যে আমি

সংশোধিত আরজী দিতে অক্ষম তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার উচিত যে যোত্রহীনতার বিষয়ে এক দরখাস্ত এবং আপনার সম্পত্তির এক তফসীল জজ সাহেবকে দিবার নিমিত্তে ফরিয়াদীকে সময় দেন পরে জজ সাহেব ঐ যোত্রহীনতার বিষয়ে হয় আপনিই বিচার করিবেন নতুবা তাহার বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিবেন।

১৮৪১ সাল ১০ ডিসেম্বর ১৩১৪ সংখ্যা।

সদর আদালতে নীচের লিখিত দুই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে। ১ অধস্থ আদালতে প্যাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ফরিয়াদীর পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার উপর আসামী যোত্রহীন না হইলে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের বিধি এবং ১২৫০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে শাদাকাগজে আপীল করিতে পারে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে অধস্থ আদালত যোত্রহীন ফরিয়াদীর পক্ষে যে ডিক্রী করেন। তাহার উপর আসামী যোত্র হীন না হইলে শাদাকাগজে আপীল করিতে পারে না। ২। ঐ প্রকার আসামীকে আপনার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দরপেশ করিবার নিমিত্তে ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল শাদাকাগজে লইতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে অধস্থ আদালতে ডিক্রীর নকল আপেলাণ্ট আপনার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দরপেশ করিবার নিমিত্তে শাদাকাগজে পাইতে পারে।

১৮৪১ সাল ৩১ ডিসেম্বর ১৩১৫ সংখ্যা।

যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত আদালতে গুজরান যায় সেই তারিখ অবধি আপীল উপস্থিত হওয়া সুতরাং গণ্য হইবেক। কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরখাস্ত গুজরান যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে যে তারিখে সদর আদালতে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখে দরখাস্ত ঐ আদালতে পঁহুছে সেই তারিখ অবধি আপীল উপস্থিত হওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইহার গতিকে আপীল উপস্থিত হওনের তারিখ অবধি ৬ সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমা চালাইতে আপেলাণ্টের প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে অতএব জিজ্ঞাসা হইতেছে যে মোকদ্দমা চালাইতে ইহার অর্থ কি। তাহাতে বিধান হইল যে আপেলাণ্টকে যে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা আপীলের হেতু না গুজরান যায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক এবং

তাহার আপীল ডিস্‌মিস্ হওনের যোগ্য হইবেক। সুদ্ধ উকীল নিযুক্ত করণেতে তাহার আপীল ডিস্‌মিস্ হওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

১৮৪২ সাল ১১ ফিব্রুআরি ১৩১৬ সংখ্যা।

১৮৪১ সালের ২০ আইনে অথবা অন্য কোন আইনে এমত স্পষ্টতঃ অথবা ভাবের দ্বারা হুকুম নাই যে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অতএব তাহা শাদাকাগজে দিতে হইবেক।

ঐ দিল্লীর জজ সাহেব নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের নিরূপিত সর্টিফিকটের দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক কি না এবং যদি লিখিতে হয় তবে কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। উত্তর। ঐ আইনের ২ ধারানুসারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত জিলা অথবা প্রদেশের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে হুকুম আছে এই প্রযুক্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফ্‌শীলের ৭ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।

ঐ গবর্ণমেণ্ট আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় তাহার দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। তাহা হইলে ঐ দরখাস্তের আপত্তিকারকেরা আপেলাণ্টের দাওয়ার মর্ম্ম বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত হইয়া তাহার জওয়াব দিতে পারিবেক যেহেতুক তাহারা প্রায়েই ঐ ভাষা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ইংরাজী ভাষার এক তর্জ্জমা দিতে পারে।

১৮৪২ সাল ১১ ফিব্রুআরি ১৩১৭ সংখ্যা।

গাজিপুরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আসল মোকদ্দমায় যদি আসামী নালিশের জওয়াব দিলে পর গরহাজির হয় তবে কি কর্ত্তব্য তাহাতে বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে এই মত গতিকে ঐ আইনের নিরূপিত মতে ৮ দিন মিয়াদের ইশ্‌তিহার কাছারীতে লটকাইতে হইবেক। এবং যদ্যপি আসামী ঐ মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে মোকদ্দমা এক তরফা ডিক্রী করিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ১১ ফিব্রুআরি ১৩২০ সংখ্যা।

বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা উভয় বিবাদীর সম্মতি ক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।

১৮৪২ সাল ৮ আপ্রিল ১৩২১ সংখ্যা।

মুরাদাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ফরিয়াদীরা মোকদ্দমা চালাইতে কসুর করিলে মুনসেফেরদের কার্য্য করণের যে বিধি ১৮১৪সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে কি না এবং কসুর প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত হওনের অপেক্ষা মুনসেফেরদের করিতে হয় কি না। তাহাতে এই মত বিধান হইল যে যে কোন প্রকরণ অথবা আইনের দ্বারা মুনসেফ ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট ও প্রকাশ করিলে পর ফরিয়াদীর কসুর প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে পারেন, এমত কোন আইন অথবা প্রকরণ ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা রদ হয় নাই কিন্তু ঐ আইনের অভিপ্রায় যে যে সকল মোকদ্দমা ছয় সপ্তাহের অধিক মুলতবী থাকিত সেই২ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করণের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

১৮৪২ সাল ১৩ আপ্রিল ১৩২২ সংখ্যা।

আজীমগড়ের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইনে দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম এই কথা মোকদ্দমা রুবকার হওন কালীন হুকুমের বিষয়ে খাটে না এবং অধস্থ আদালতের মোকদ্দমা রুবকার হওন কালীন হুকুমে উপরিস্থ আদালতের ঐ আইনের বিধির দ্বারা হস্তক্ষেপ করণের নিষেধ নাহি।

১৮৪২ সাল ৮ আপ্রিল ১৩২৩ সংখ্যা।

আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মুৎফরক্কা বিষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীল করণের মিয়াদ আপীল হওয়া হুকুমের তারিখ অবধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু হুকুমের নকলের দরখাস্ত করিলে পর তাহা প্রস্তুত করিতে যত কাল লাগে তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। মুনসেফের ঐ হুকুমের নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক। মন্তব্য কথা। নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ এবং তাহা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হওনের তারিখ ঐ হুকুমের নকলে মুনসেফেরদের সর্ব্বদাই টুকিয়া রাখিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ৪ মার্চ্চ ১৩২৭ সংখ্যা।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে " যে কোন গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিস্‌মিস্ হয় ,, অতএব মুরদাবাদের জজ সাহেব এই বিধির এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপীল হওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেন্টের তলব হইলে যদি

সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এবং উকীলকে নিযুক্ত করে এবং ঐ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিস্‌মিস্‌ হয় তবে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদী ব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যে উপস্থিত হইবেক এমত গতিকে জজ সাহেবের উল্লেখ হওয়া ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে। যেহেতুক ঐ প্রতিবাদী ব্যক্তিকে " রেস্পাণ্ডেণ্ট ,, করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃত মতে " রেস্পাণ্ডেণ্ট বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হুকুম হইল। ঐ আইনের অর্থেতে " রেস্পাণ্ডেণ্ট ,, শব্দ কেবল " প্রতি-বাদী ,, ব্যক্তি বুঝায় এমত লেখে।

১৮৪২ সাল ১ মার্চ্চ ১৩২৮ সংখ্যা।

যে অপরাধের জন্যে পোলীসের কোন আমলা কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হন এমত অপরাধের বিষয়ে সেশন আদালতে বিচারের মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ সেশন জজ সাহেব তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের হুকুম দিতে পারেন।

১৮৪২ সাল ১ আপ্রিল ১৩৩১ সংখ্যা।

শাদাকাগজে লিখিত এক দলীলের উপর ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্তে ঢাকার জজ সাহেব তাহা ফিরিয়া দিলেন। কিন্তু রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরা বোধ করিলেন যে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার আবশ্যক নাই এবং উক্ত জজ সাহেব তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার বিষয় নির্ণয় করণের ক্ষমতা আইন মতে জিলার রাজস্বের কার্য্য কারক সাহেবেরদিগকে এবং হাসিল ও নিমক ও আফীম বোর্ডের সাহেবেরদিগকে অর্পণ হইয়াছে। অতএব তাহারা যদি কহেন যে কোন দলীল দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই তবে আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ১ আপ্রিল ১৩৩২ সংখ্যা।

ছিলটের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমের উপর ১৮৪১ সালের ৩১ আইনানুসারে আপীল হইলে যদি তাহা ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম হওনের পর এক মাসের মধ্যে না হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য এবং যে কার্য্যকারকের নিকটে আপীল হয় তিনি আপনার বিবেচনানুসারে আইন মতে এক মাসের পরে আপীল লইতে পারেন না।

১৮৪২ সাল ২৭ মে ১৩৩৩ সংখ্যা।

জমীদার ও কটকিনাদারের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা ভূমির বিশেষ

লেখা অংশের দখলের বিষয়ে না হইয়া জমীদারীর সরবরাহ করণের এবং তাহার খাজানা আদায় করণের স্বত্বের বিষয়ে হয় এমত সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১৽ ধারানুসারে করা উচিত। যে জমীদারের ক্রোক করণের শক্তি আছে তাহাকে দখলে রাখিতে হয় এবং ঐ জমীদার ঐ শক্তিক্রমে ন্যায় মতে কার্য্য করিয়াছেন কি না ইহার নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিবাদীকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দেওয়া উচিত।

১৮৪২ সাল ২০ মে ১৩৩৫ সংখ্যা।

মুরাদাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে আফগান স্থান অর্থাৎ বিদেশে উপরি সৈন্যের যে এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের বিধি খাটে।

১৮৪২ সাল ১৩ মে ১৩৩৬ সংখ্যা।

জিলা ভাগলপুরে উপস্থিত এক মোকদ্দমা ঐ জিলা হইতে খারিজ হইয়া ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে জিলা পূরণিয়াতে দাখিল হইল এবং ঐ জিলার জজ সাহেব বিচারার্থ তাহা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করেন। তাহাতে পূরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল পূরণিয়ার জিলা আদালতে হইবেক এবং ভাগলপুরের জিলাতে হইবেক না।

১৮৪২ সাল ১৩ মে ১৩৩৭ সংখ্যা।

১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সদর আদালতের ছাপা হওয়া ১৭৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে আমীনেরদের কার্য্য ও মেহনতানার বিষয়ে ত্রিপুরার জজ সাহেব নীচের লিখিত জিজ্ঞাসা করিলেন যখন সরে জমীনে তদারকের অতিরিক্ত ভূমির জরীপ করিতে হয় তখন ঐ আমীনের অধীনে এক জন মুহুরীর এবং এক বা কয়েক জন নলি নিযুক্ত করিতে এবং আমীনের মেহনতানা ছাড়া অথচ ঐ আমীনের মেহনতানার অধিক না হয় এমত মেহনতানা তাহারদিগকে দিতে আদালতের শক্তি আছে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আদালতের শক্তি আছে।

ঐ যদি ভূমির পরিমাণ এমত অধিক হয় যে এক জন আমীন উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহার দখল দেওয়াইতে পারে না তবে আমীনের মেহনতানার অনধিক পৃথক২ মেহনতানা দিয়া এক বা কয়েক জন আসিষ্টাণ্টকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না তাহাতে বিধান হইল যে আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন।

ঐ ভূমির পরিমাণ যত অধিক হউক এবং কার্য্যের যত বাহুল্য হউক যে আমীন তাহার দখল দেওয়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে প্রতি দিন ৷৵৹ আনার অধিক মেহনতানা আদালত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন কি না তাহাতে বিধান হইল যে পারেন না।

১৮৪২ সাল ৭৩ মে ১৩৩৮ সংখ্যা।

যে সিধকাটা বা চুরীতে শারীরিক হানি না হয় তাহাতে যে ব্যক্তি হানি হয় সেই ব্যক্তি যদি জমীদার না হয় এবং জমীদার স্বরূপ তাহার রিপোর্ট করণের আবশ্যক না থাকে তবে পোলীসে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবার তাহার আবশ্যক নাই।

১৮৪২ সাল ১৩ জুন ১৩৩৯ সংখ্যা।

আলাহাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে মুনসেফের আদালতে কোন মোকদ্দমার জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি খাটিতে পারে কি না তাহাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে ৭৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ পরিবর্ত্ত হইয়া উক্ত আইন খাটিবেক এবং জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে কোন মোকদ্দমা কসুর প্রযুক্ত নথী হইতে উঠান যাইতে পারে না।

১৮৪২ সাল ১৭ জুন ১৩৪০ সংখ্যা।

সিরাটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খেরাজী জমীদারীর নানা অংশের বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে সমুদয় জমীদারীর জমার অনুসারে প্রত্যেক অংশের জমা ধরিয়া ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ প্রকরণানুসারে মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং কোন জিলার ঐ অংশের আন্দাজী বিক্রয়ের কিম্মৎ অনুসারে মূল্য ধার্য্য করণের যে বেআইনী ব্যবহার হইতেছে তদনুসারে করিতে হইবেক না। যথা যদি দশসনী বন্দোবস্তের শামিল সালিয়ানা ১০০০ টাকা জমার কোন মহালের সিকীর বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তবে তাহার মূল্য ৭৫০ টাকা ধরিতে হইবেক অর্থাৎ সেই অংশের সালিয়ানা ২৫০ টাকা জমার তিনগুণ।

১৮৪২ সাল ১৭ জুন ১৩৪১ সংখ্যা।

ধার্য্য হইল যে আনন্দের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা যদি সেই ব্যক্তি পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া বলরাম দেয় তবে আনন্দ আপীল অথবা সেই বিশেষ কারণেতে নিযুক্ত মোক্তারের দ্বারা জোবানীতে অথবা দরখাস্তক্রমে সেই ডিক্রী বলরামকে হস্তান্তর করণ বিষয়ে আদালতে জ্ঞাত না করিলে

দেওয়ানী আদালত সেই হস্তান্তর স্বীকার করিতে পারেন না। এই২ কার্য্য হইলে পর ডিক্রীজারীর হুকুমে প্রথম ডিক্রীদারের নামের পরিবর্ত্তে বলরামের নামে লেখা যাইবেক।

১৮৪২ সাল ১৮ মার্চ্চ ১৩৪২ সংখ্যা।

নদীয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে সদর আদালত নীচের লিখিত উত্তর দিলেন। নদীয়ার পূর্ব্বকার জজ সাহেবের গত ২০ সেপ্টেম্বরের ২১৬ নম্বরী পত্র সদর আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই উত্তর দিতেছেন যে ঐ পত্রেতে যে ফয়সলার বিষয় লেখা আছে তাহা ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বরে হইয়াছিল এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রকার ফয়সলা জারী করণের নিমিত্তে যে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ জুনের পূর্ব্বে অতীত হয় নাই। কিন্তু এই মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী ব্যক্তি যে শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ জুনে দরখাস্ত করিতে পারিত তাহা এবং তাহার পর দিন অর্থাৎ ২৯ জুন পরবের দিন ছিল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে ঐ ২৯ জুনের পর যে প্রথম দিনে আদালতের কাছারী হয় সেই দিনে ঐ ব্যক্তি আপনার দরখাস্ত গুজরাইতে পারে। নদীয়ার জজ সাহেব যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে আইন মতে যদি কোন ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আদালাতে কোন প্রস্তাব করিতে হয় তবে ঐ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৪২ সাল ২০ মে ১৩৪৩ সংখ্যা।

চাটিগাঁর জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি বিলায়তে গমন করিলে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আসামীকে যদি রীতিমতে এত্তেলানামা না দেওয়া যায় এবং দেওয়া যাইতে না পারে ইহা জানা যায় তবে এক তরফা মোকদ্দমা হইতে পারে না।

১৮৪২ সাল ২৪ জুন ১৩৪৬ সংখ্যা।

পূরনিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৪ ধারাতে যে হুকুম আছে অর্থাৎ আদালতের জজ সাহেব পাটওয়ারীরদের হিসাব তলব করিলে তাহারদের সেই হিসাব দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম অধস্থ আদালতের বিষয়েও খাটিবেক। এবং

যে মুনসেফেরদের ঐ ধারার মতে আচরণ করা আবশ্যক হয় তাঁহারদের উচিত যে কোন পাটওয়ারী তাঁহারদের হুকুম না মানিলে তাহাকে এক লিখন মতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান।

১৮৪২ সাল ২৪ জুন ১৩৪৭ সংখ্যা।

চব্বিশপরগণার সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতে হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মালগুজারীর অথবা পাট্টাদারের কোন ভূমি ক্রোক করিতে পারেন না এবং উক্ত আইনানুসারে তিনি কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ৫ আইন ক্রমে কালেক্টর সাহেবকে কোন ভূমি ক্রোক করিবার হুকুম দিতে পারেন না।

১৮৪২ সাল ২২ জুলাই ১৩৪৮ সংখ্যা।

বারাণসের অতিরিক্ত জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সরকারের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারোবৎসরের পর সরকার তাহা জারী করণের দরখাস্ত করিবার অধিকার রাখেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ সরকারের তরফ হইতে কোন মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ অবধি ৬০ বৎসরের মধ্যে যদি নালিশ হয় তবে তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই কথা সরকারের তরফ হইতে উপস্থিত হওয়া সকল দাওয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা শুননী ও বিচার হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যে দাওয়ার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। অতএব ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে যে বিধি আছে অর্থাৎ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করিতে বিলম্বের কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে ঐ ডিক্রী বারোবৎসরের পরেও জারী হইতে পারে সেই বিধির অনুসারে কি সরকারের পক্ষে কি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সর্ব্বত্রে কার্য্য করিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ২৯ জুলাই ১৩৪৯ সংখ্যা।

আজিমগড়ের সেশন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অন্যায় মতে এবং জবরদস্তীতে কোন ব্যক্তি কোন জায়দাদ কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দেওনের নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ সম্পত্তি অন্যায় মতে এবং জবরদস্তীতে বেদখল করা গিয়াছে এই বিষয় সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু যদি এই মত প্রমাণ হয় যে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির নিকটে

পাওয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি জবরদস্তী করিয়া অথবা বেআইনী কোন কর্ম্মের দ্বারা দখল করে নাই এবং ঐ সম্পত্তির উপর তাহার কোন দাওয়া অথবা অধিকার আছে বলিয়া সেই ব্যক্তি তাহা আটক করিয়া রাখিয়াছে তবে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুননীর যোগ্য ফৌজদারী আদালতে শুননীর যোগ্য নহে।

১৮৪২ সাল ১৫ জুলাই ১৩৫০ সংখ্যা।

১৮৩১ সালের ১৮ জানুআরি তারিখের ৩০ নম্বরী ছাপা হওয়া সর-ক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মেদিনীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যদি ডিক্রীদার আপন খাতকের কোন সম্পত্তি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর সংখ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে ঐ ডিক্রীদারের ঐ খরীদের সমুদয় টাকার উপর শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে আমানৎ করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদ দিয়া বাকী সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক এবং খরীদার আপনি যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার উপর যে টাকা বায়না দিয়াছিল তাহা হারিবেক।

১৮৪২ সাল ২২ জুলাই ১৩৫১ সংখ্যা।

রাম এই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে যে আমি গোপালকে এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু রেজিষ্টরী দপ্তরের কার্য্যকারক ঐ বিক্রয়পত্র এই ওজর করিয়া গ্রাহ্য করিলেন না যে ইহার পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি সাক্ষিরদের দ্বারা দস্তখৎ হওয়া রামের এক মোখ্‌তারনামা আনিয়া এবং ঐ সাক্ষিরদিগকে তাহার বিষয়ে শপথ করাইয়া সেই মোখ্‌তার নামার ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের নামে লেখা রামের সেই রূপ এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছে তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত এই উত্তর করিলেন।

রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে যে দলীল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেবের অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে হইবেক এবং দুই বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে ঐ দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণিয়া ব্যক্তি যদি আপনি হাজির হয় তবে সেই ব্যক্তি সেই কি না ইহা মনঃপ্রত্যয় রূপে অবগত হন কিন্তু যদি মোখতারের দ্বারা ঐ দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হওনের নিমিত্তে পাঠান

যায় তবে মোখ্তারনামাতে রীতিমতে সাক্ষিরদের দস্তখৎ আছে কি না এবং তাহা মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ১৯ আগষ্ট ১৩৫২ সংখ্যা।

সদর নিজামৎ আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে গ্রামের নিকটে দাঙ্গা হঙ্গামা ও হত্যা হইয়াছিল সেই গ্রামের জমীদারের স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার ৩। ৪। ৫ প্রকরণের বিধির অনুসারে এই মত সর্টিফিকটের দাওয়া করিতে পারেন না যে ঐ দাঙ্গাহঙ্গামাতে লিপ্ত যে অপরাধিরা পলাইয়াছে তাহারা তাহার জমীদারীর সীমাসরহদ্দের মধ্যে নাই।

১৮৪২ সাল ২৫ আগষ্ট ১৩৫৪ সংখ্যা।

ধার্য্য হইল যে ১৮৩২ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে যে লিখিত দরখাস্তের বিষয়ের হুকুম আছে তাহা দাখিল না হইলে যদ্যপি ঐ আইনের লিখিত প্রকার অপরাধের বিষয়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক সরেজমীনে তদারক করিতে পারেন না তথাপি মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে পোলীসের আমলাকে তহকীক করণের হুকুম দিতে পারেন।

১৮৪২ সাল ২৬ আগষ্ট ১৩৫৫ সংখ্যা।

ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ভিন্ন রাজার অধিকারে যাহারা বাস করিয়া ইংলণ্ডিয়েরদের রাজ্যের সীমার মধ্যে ভূমি বা অন্য সম্পত্তি রাখে তাহারা যদি কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে বা জওয়াব দেয় তবে ১৮২৯ সালের ১৪ আইনের বিধির অনুসারে তাহারদের খরচার জামিন দিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ২২ জুলাই ১৩৫৬ সংখ্যা।

সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে যোত্রহীন মতে নালিশ করণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে জিলার জজ সাহেব নামঞ্জুর করিলে তাঁহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে।

১৮৪২ সাল ৬ আগষ্ট ১৩৫৭ সংখ্যা।

মেদিনীপুরের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্তে তাহা ১৮৩১ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধান মতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।

১৮৪৮ সাল ২ সেপ্টেম্বর ১৩৫৮ সংখ্যা।

কাণপুরের জজ সাহেব আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতে নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিক্কা ৫০০০ টাকার শতকরা ৪ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্টের এক প্রমিসরি নোট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে এক আপীলী মোকদ্দমা আমার আদালতে হই য়াছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে ঐ আপীল উপরিস্থ আদালতে করা উচিত ছিল। তাহাতে আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব যে পত্র লিখিলেন তাহার চুম্বক এই। আলাহাবাদের সদর দেও য়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে জজ সাহেবের ঐ আপীল শুনিবার আইন মতে কোন আপত্তি নাই। তাঁহারা কহেন যে সিক্কা ৫০০০ টাকা পাওনের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই কিন্তু যে কাগজের মূল্য কোম্পানির ৫০০০ টাকা ধরা গিয়াছে এমত কোম্পানির কাগজের বিষয়ে মোকদ্দমা হইয়াছে এবং ঐ কাগজ এক্ষণে বাজারে বিক্রয় হইলে যত টাকার বাবৎ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তত টাকা পাওয়া যাইত না। ঐ কাগজ ৪৬০০ টাকার নিমিত্তে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং কথিত আছে যে এক্ষণে ৪৯৩০ টাকা দিলে তাহা উদ্ধার হইতে পারে। কলি কাতার সদর আদালতের উত্তর।

গত মাসের ৫ তারিখের ১৫৫৭ নম্বরী তোমার পত্র সদর আদালত পাইয়া এই উত্তর দিতেছেন যে উক্ত মোকদ্দমা ৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ টাকা সিক্কা কি কোম্পানির ইহা আরজীতে লেখা নাই এবং ঐ সংখ্যা অর্থাৎ ৫০০০ টাকার মোকদ্দমা ইষ্টাম্পের মাসুল ১৫০ টাকা এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার আদৌ উপস্থিত হয় ঐ আদালতে মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে কোন ওজর হয় নাই। এই এই কারণে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মতে কলিকাতার সদর আদালতও সম্মত হইয়া বোধ করেন যে জিলার আদালতে ঐ আপীলের বিচার হইতে পারে।

১৮৪২ সাল ৫ আগষ্ট ১৩৫৯ সংখ্যা।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে রাম নামে এক রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে (খ) নামক এক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীল গাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাহার নিমিত্তে উৎপন্ন করি লাম কিন্তু (গ) নামক অন্য একজন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন অপর (গ) নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন

যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা। এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদী ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনা মতে (খ) নামক সাহেব অথবা (গ) নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ঐ ফসল দিতে পারিবেক এবং (গ) নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন এবং (গ) নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা (খ) নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ও ১৮৩১ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করে তাহার দাওয়া যদি (খ) নামক সাহেবের দাওয়া হইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী তজবীজ ক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদী নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমি বোধ করি যে এই রূপ কার্য্য করাতে (গ) নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্ত মতে রক্ষা হইতে পারে। তাহাতে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।

১৮৪২ সাল ৯ সেপ্টেম্বর ১৩৬০ সংখ্যা।

ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে বাদী কি প্রতিবাদীর পাওনা যে টাকা আদালতে আমানৎ থাকে সেই টাকা তাহার দের উকীলকে দিতে যদি ওকালৎনামাতে বিশেষ হুকুম নালেখা থাকে তবে তাহা উকীলকে দেওয়া যাইবেক না এবং যদি ওকালৎনামায় বিশেষ হুকুম না হইলে ঐ টাকা উকীলকে দেওয়া যায় তবে আদালতের যে আমলা ঐ টাকা দেন তিনি টাকার বিষয়ে নিজে দায়ী হইবেক।

১৮৪২ সাল ৯ সেপ্টেম্বর ১৩৬২ সংখ্যা।

ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যদি কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে হুকুম জারী করণের তলবানার বিষয় এবং অবশেষ সওয়াল জওয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে বিধান চলন আছে সেই বিধান মতে প্রধান সদর আমীনের কার্য্য করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীনেরা যে যে বিশেষ বিষয়েতে মুনসেফেরদের আদালতের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে কার্য্য করিবেন তাহা ঐ ২৫ আইনে বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসু-

লের বিষয় এবং আপীলের বিষয়। অতএব এই দুই বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁহারা ঐ ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিবেন না এবং তৎপ্রযুক্ত যে দুই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই দুই বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে তাহাতে প্রধান সদর আমীনেরা বদ্ধ নহেন।

১৮৪২ সাল ৯ নবেম্বর ১৩৬৩ সংখ্যা।

বিধান হইল যে যে দেওয়ানী আদালতের অবশেষ সওয়াল জওয়াব লইবার ক্ষমতা আছে এই মত আদালত বাদী বা প্রতিবাদীর ইচ্ছাক্রমে তাহারদিগকে এক অবশেষ আরজী অথবা জওয়াব দাখিল করিতে অনুমতি দিতে পারেন কিন্তু ঐ আইনের এই মত ক্ষমতা নাহি যে ঐ বাদী প্রতিবাদী সেই বিষয়ে হুকুম করেন এবং তাহারা দরখাস্ত না করিলে তাহারদিগকে সেই রূপ অবশেষ আরজী কি জওয়াব দাখিল করিতে হুকুম দেন।

১৮৪২ সাল ২ সেপটেম্বর ১৩৬৪ সংখ্যা।

চব্বিশপরগণার সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর নিজামৎ আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারার ৪ প্রকরণে জমীদার ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা পত্তনিদারের বিষয়েও খাটিবেক অতএব ঐ প্রকরণেতে যে কার্য্যের হুকুম আছে তাহা ঐ পত্তনিদারেরদের অবশ্য করিতে হইবেক।

১৮৪২ সাল ৯ ডিসেম্বর ১৩৬৫ সংখ্যা।

যদি প্রথমতঃ বলাৎকারের বিষয়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ না হইয়া থাকে এবং তাহার বিষয়ের নালিশ একেবারে থানাতে করা যায় তবে পোলীসের দারোগা তাহার বিষয়ের তহকীক করিতে পারেন।

১৮৪২ সাল ২৩ ডিসেম্বর ১৩৬৬ সংখ্যা।

এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধক লওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল তাহাতে ঐ বন্ধক লওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা সুবোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বরেলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগদখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন। পরে ভূম্যধিকারী আপীল করিল এবং সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তির অন্যথা করিয়া বাগান ভূম্যধিকারীর ভোগদখলে রাখিতে হুকুম দিলেন এবং বন্ধক লওনিয়া মহাজনকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কহিলেন।

১৮৪২ সাল ২৩ ডিসেম্বর ১৩৬৮ সংখ্যা।

কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৭ জানুআরি তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের ২৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধির অনুসারে যে মিয়াদ অতীত হইলে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় সেই মিয়াদের হিসাব করণেতে আদালতে নিরূপিত বন্দের সময় বাদ দেওয়া যাইবেক না।

১৮৪৩ সাল ১০ ফিব্রুআরি ১৩৬৯ সংখ্যা।

গাজিপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যদ্যপি বন্দোবস্ত সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত না থাকেন তথাপি বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস প্রদেশের কোন বিশেষ ভূমিতে বিবাদীরদের মোকদ্দমা সরাসরী রূপে নিষ্পত্তি করণেতে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১১। ১২। ১৪ এবং ১৯ অবধি ৩৫ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল করিতে ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে হুকুম দিতে পারেন। এবং সেইং ভূমিতে সীমাসরহদ্দের বিবাদঘটিত যে দাওয়া হয় তাহা কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

১৮৪৩ সাল ১৭ মার্চ্চ ১৩৭১ সংখ্যা।

জোয়ানপুরের একটীং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা বন্দোবস্তকারী অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের নিরূপিত বিধির অনুসারে হইলে সেই আইনের হুকুম ক্রমে দেওয়ানী আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ঐ আইনানুসারে যে ডিক্রী এবং নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহা অন্যথা করিবার জন্যে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার মঞ্জুরের যোগ্য বোধ হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক না। কিন্তু ফরিয়াদীর দাওয়ার দোষ গুণ বুঝিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৪৩ সাল ১০ জানুআরি ১৩৭২ সংখ্যা।

হুগলীর একটীং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মহাজনের হিসাব ও খাতা বহীর যে নকল অথবা চুম্বক মিচিলের সঙ্গে রাখিতে হইবেক তাহা ।৵ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের কর্দ্দে লিখিত হইবেক।

১৮৪৩ সাল ২৭ জানুআরি ১৩৭৪ সংখ্যা।

চাটিগাঁর একটীং জজ সাহেব, জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০

পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কয়েদের হুকুম দিতে হই-বেক এবং অপরাধী ব্যক্তিকে নিরূপতি মিয়াদে কয়েদের দ্বারা হুকুম জারী করিতে হইবেক। ইতি মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি ঐ জরীমানার টাকা দেয় তবে খালাস হইবেক কিন্তু ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ৩১ ধারানুসারে যদি জরীমানা ৫০ টাকার উর্দ্ধ কিন্তু ৪০০ টাকার অনূর্দ্ধ হয় এবং যদি হুকুমের মধ্যে এমত না লেখা থাকে যে টাকা না দেওয়া গেলে টাকার পরিবর্ত্তে কয়েদের হুকুম দিতে হইবেক তবে জজ সাহেবের উচিত যে ঐ জরীমানার তুল্য সংখ্যা আপনার আদালতের ডিক্রীজারী করিণেতে যে রূপে কার্য্য করিতেন অবিকল সেই রূপে জরীমানা উস্থল করিবেন কিন্তু কোন গতিকে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারার নিরূপিত মিয়াদ অপেক্ষা অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন না।

১৮৪৩ সাল ১৪ ফিব্রুআরি ১৩৭৫ সংখ্যা।

উভয় সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে কোন মোকদ্দমার দোষ গুণের বিবেচনা না হইয়া যদি বেদাঁড়ার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় তবে কোন এক পক্ষ তিন মাস অতীত হইলে পর সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচারের ইচ্ছুক হয় তবে তিন মাস মিয়াদ অতীত হইলে পর যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করনের হুকুম ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ধারার ১ প্রকরণে আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে আদালতে দরখাস্ত দিতে হইবেক।

সমাপ্তঃ॥